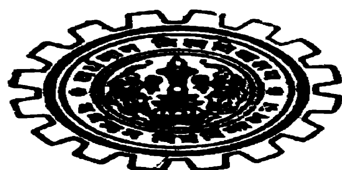
বাংলা পুথি

প্রথম খণ্ড

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
স্বাতী দাস

সম্পাদিত



বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ :   ২২ মার্চ ১৯৫৯

প্রকাশক :   বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

গোপাল মণ্ডল

মুদ্রক :   নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২, বিডন রো
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার (১৯৬০) সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টা চলে। সেই চেষ্টার ফলে আজ পর্যন্ত প্রায় তিনশ' পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম দিকে একটি পুঁথির তালিকাও প্রস্তুত হয়েছিল। নিতান্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা। পুঁথিও তখন বেশি ছিল না। পরে বেশ কিছু পুঁথি সংগ্রহের পর বাংলা পুঁথিশালা গঠন করা হোল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলা পুঁথিশালার জন্য পুঁথি-সংরক্ষক পদ সৃষ্টি করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পুঁথি বিভাগের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ডি. এস. এ. প্রকল্পে ম্যানাস্ক্রিপ্ট রীডার পদ অনুমোদন করলেন। বিভাগ থেকে আমাকে এই পুঁথিশালার দেখাশোনার ভার দেওয়া হোল।

পুঁথিগুলি প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি কক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতো। প্রায় কেউই তার সন্ধান জানতো না। পুঁথিগুলি কী, তার মূল্যই বা কী এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কম হোত। একজন পুঁথি-সংরক্ষক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে বিশেষ কাজে লাগানো হয়নি। পুঁথিগুলি বিনষ্টির পথে যাচ্ছিল। পুঁথি বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে আমি বিভাগীয় সহকর্মিদের সাহায্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে পুঁথিগুলিকে বাংলা বিভাগের একটি কক্ষে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। উদ্দেশ্য ছিল দুটো। এক, পুঁথি মূল্যবান বস্তু। তা সযত্নে রক্ষা করা দরকার। দুই, পুঁথিগুলির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের ও কৌতূহলী বিদ্যাবানদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বাংলা বিভাগের পূর্ণ সহযোগিতায় আজ বাংলা পুঁথিশালা সকলেরই লক্ষ্যগোচর। আর এই কাজের ফলেই আমাদের কিছু বাংলা পুঁথির উল্লেখ ড. যতীন্দ্রমোমন ভট্টাচার্য সম্পাদিত Catalogas catalogorum of Bengali Manuscripts Vol. I গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে।

পুঁথিশালায় পুঁথি-সংরক্ষক কাজের উৎসাহ পেলেন। ছাত্রছাত্রীদের আসা-যাওয়া শুরু হোল। পুঁথি কী বস্তু তারা দেখলো। আগ্রহ জন্মালো পুঁথি পড়ার, পুঁথি সম্পর্কে নানা তথ্য জানার। পুঁথি-সংরক্ষক আন্তরিক প্রচেষ্টায় পুঁথিগুলিকে পরিষ্কার করে পাতা ঠিক করে সাজালেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুঁথি রাখার আলমারিও কয়েকটি পাওয়া গেল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুঁথির অনুসন্ধানে গবেষকরা আসতে শুরু করলেন। আমাদের ম্যানাস্ক্রিপ্ট রীডার নানাভাবে তাঁদের সাহায্য করতে লাগলেন। এই সময়ই প্রয়োজন হোল সংরক্ষিত পুঁথিগুলির একটি বর্ণনাত্মক তালিকা (Descriptive Catalogue) প্রস্তুত করার। সে-কাজে আমরা হাত দিলুম। ১৯৮২ সালে বাংলা বিভাগীয় পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হোল। সেই প্রথম সংখ্যা

থেকেই 'বাংলা পুঁথির বিবরণ' নামে তালিকা প্রকাশিত হতে লাগলো। আজ পর্যন্ত পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটিতেই বাংলা পুঁথির বিবরণ আছে।

বাংলা বিভাগ ইউ. জি. সি.-র ডি. এস. এ. প্রকল্প অনুসারে প্রকাশনার জন্যে অনুদান পেয়েছে। সেই অনুদান থেকে 'বাংলা পুঁথি' নামে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হোল। এটি প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে ১০০টি পুঁথির বর্ণনাত্মক তালিকা দেওয়া হোল। বাকি পুঁথির বিবরণ অন্যান্য খণ্ডে প্রকাশ করা হবে।

পুঁথিগুলি প্রধানত বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত। তবে বেশির ভাগ পুঁথি বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত। পুঁথি-শালায় যতগুলি পুঁথি আছে তার মধ্যে সর্বপ্রাচীন পুঁথি যদুনন্দন দাসের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায়নম্। লিপিকাল—১৬ শ্রাবণ, ১০৬১ সাল। এর পর বংশীদাসের পদাবলী। পুঁথির লিপিকাল—৮ কার্তিক ১০৭১ সাল। আরও দু একটি প্রাচীন পুঁথি হোল—কৃত্তিবাসের ইন্দ্রজিৎ পালা (১০৭৯ সাল), যদুনন্দনের গোবিন্দচরিত (১০৮০ সাল)। সব পুঁথিতেই যে সাল তারিখ আছে তা নয়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর আগের পুঁথি নেই।

এবার সম্পাদনার কথা। পুঁথি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে প্রথমেই যেটা চোখে খুব ঠেকে সেটা হোল পুঁথির বানান। বানান নিয়ে সম্পাদকেরা সকলেই সমস্যায় পড়েছেন। এ বিষয়ে পূর্বসূরীদের প্রধানত তিনটি পথ লক্ষ্য করি। কেউ পুঁথিতে প্রাপ্ত শব্দের বানান যথাযথ রেখেছেন ; কেউ বানান সংশোধন করে নিয়েছেন ; কেউ পূর্বরূপও রেখেছেন ও স্থান বিশেষে সংশোধন করে নিয়েছেন। আমরা কি করবো ? আমরা পুঁথির বানান যথাযথ রাখার পক্ষে। তাই রেখেছি। পুঁথির বানান যথাযথ রাখাই শ্রেয়। পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় ঠিক কথা। তবে পুরণোকে পুরণো রূপেই তো দেখতে ভালো লাগে। সেটাই তো তার খাঁটিত্ব। খাঁটিতে ভেজাল দিয়ে লাভ কি ? দ্বিতীয়ত, বানান অশুদ্ধি আমাদের অনেক কিছু জানায়। কবির স্টাইলকে জানায়, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করে, লিপিকরের শিক্ষা-দীক্ষা রুচিকে প্রতিফলিত করে, সামাজিক ইতিহাসের ইঙ্গিত মেলে। বানানে কবিদের স্পর্শকাতর ও চিত্রধর্মী মনটি কাজ করে। তাই রবীন্দ্রনাথের বানানকে আমরা সংশোধন করি না ; বুদ্ধদেব বসুর অপ্রচলিত বানান আমরা রেখে দিই। তাহলে মধ্যযুগের পুঁথি-বাহিত কবিতার বানানে আমাদের এত হস্তক্ষেপ কেন ?

পুঁথি নিয়ে ভাবনার আর একটা বিষয় হচ্ছে মূল পুঁথি ও প্রাপ্ত পুঁথি। মূল পুঁথি লেখা হোল এক জায়গায় আর তার প্রাচীন অনুলিপি আমাদের হাতে এসে পেঁছিলো অন্য জায়গা থেকে। তাহলে যে পুঁথি আমরা পেলুম

তার ওপর নির্ভর করে সেই মূল পুথির কাল ও স্থান সম্পর্কে কি আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি ? আমাদের সংগৃহীত পুথিগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কবির কালের নয়। কবির নিজের হাতে লেখাও নয়।• লিপির লিপি হয়ত তস্য লিপি। বর্ণনাত্মক তালিকায় আমরা তাই পুথি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব কথাই বলেছি। পুথির শুরু ও শেষ দেখিয়েছি। অভ্যন্তর থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধার করে দিয়েছি। ভণিতার নমুনা দিয়েছি।

'পরিশিষ্ট' অংশে নিম্নোক্ত তালিকা দেওয়া হোল। (ক) সম্পূর্ণ পুথির তালিকা, (খ) অসম্পূর্ণ পুথির তালিকা, (গ) সালযুক্ত পুথির তালিকা, (ঘ) পুথির লিপিকর, (ঙ) পাঠক, (চ) লিপিকরের গ্রাম-নাম।

আমাদের প্রাপ্ত অনেক পুথিতেই পাঠকের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, কোনো কোনো পুথি একজন পড়তেন, আর একজন লিখতেন, নিজে চোখে দেখে লেখা আর শুনে লেখা এ-দুইয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ তফাৎ আছে। এতে নানা বিভ্রান্তি হতে পারে। পাঠক হয়ত অবলম্বিত পুথির কোনো জায়গা ঠিক পড়তে পারলেন না। নিজের আন্দাজ মতো একটা কিছু বলে দিলেন। লিপিকর লিখলেন। অথবা, পাঠক এক বললেন আর লিপিকর আর এক শুনলেন। এভাবে পাঠ-বিভ্রান্তি ঘটে ও পাঠান্তরের সংখ্যা বাড়ে। বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত অনেক পুথিতেই পাঠক আছে। বর্ধমানের পুথিতেও আছে। বাঁকুড়া শহরের মধ্যে একটা অঞ্চলের নাম পাঠকপাড়া। বিষ্ণুপুর শহরেও পাঠকপাড়া আছে। এ কি পুথি পাঠের জন্যে ?

পুথির বর্ণনাত্মক তালিকা প্রস্তুতে নিপুণভাবে কাজ করেছেন আমাদের বিভাগের ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট রীডার ড. স্বাতী দাস। তাঁকে ধন্যবাদ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। কমিশনকে কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থ-প্রকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অনুজপ্রতিম সহকর্মী ডঃ মিহির চৌধুরী (কামিল্যা)। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।



বংশীদাসের পদাবলী

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পুথিশালার ২৯ নং পুথি

লিপিকাল ১০৭১ সাল

যদুনাথ দাসের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায়ণম্

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পুথিশালার ৯নং পুথি

লিপিকাল ১০৬১ সাল

দ্বিজ ভগীরথের তুলসী চরিত্র

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পুথিশালার ৪১ নং পুথি

লিপিকাল ১২১৬ সাল

র পাদ পদ্ম করি আস । প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা এই : ত্তামনে কহীয়া জে
ই ; অতএব আমার এত্রাস ॥ ২১ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে জেবো
লান বানি । তাহা বিনু জ্ঞান মন্দ কিছুই না জানি ॥ ধ্রু ॥ ২২ ॥ শ্রীলো
ক নাথ প্রভুর পাদ পদ্ম করি আস । প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্ত
ম দাস ॥ ধ্রু ॥ ২৩ ॥ [illegible] ॥ ইতি শ্রী প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং প্রসঙ্গানুকরণং
যথা কথনং সম্পূর্ণ্ণ মোস্তু ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখি
তং লিখকো নাস্তি দোষকঃ । [illegible] আনবানে নীরোয়
থাঃ ॥ ০ ॥ মিদং সহস্তাক্ষর শ্রীচৈতন্য দাসানু দাস দাসস্য [illegible]

নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পুথিশালার ৪৭ নং পুথি

লিপিকাল ১১১৫ সাল

১। দেহতত্ত্ব প্রকাশ

রচয়িতা—প্রাণচন্দ্র। পুঁথি—সম্পূর্ণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৯৪, প্রতি পৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা। লিপিকাল—১২৪৬ সাল, ৫ বৈশাখ, মঙ্গলবার। লিপিকর—শ্রীবিশ্বনাথ। তুলট কাগজ। মাপ—৩৬ × ১২.৫ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রী হরিঃ শরণং ॥ অথ দেহতত্ত্ব প্রকাশ গ্রন্থ লিখ্যতে ॥

হস্তে পত্র ধরিমাত্র লেখনী প্রথমে।
নম্রমুখে স্তুতিবাক্যে গুরুকে প্রণমে ॥
নমস্তে শ্রীগুরু কল্পতরু দয়াময়।
জ্ঞান সিন্ধু প্রাণবন্ধু ভক্তির আলয় ॥

*　　　*　　　*

বিদুর মৈত্রেয় সংবাদের মধ্যে আর।
উপস্থিত প্রসঙ্গ প্রাচীন বরিহার ॥
প্রাচীন বরিহা শ্রোতা বক্তা শ্রীনারদ।
ব্যাসকৃত দেহতত্ত্ব দেহেরি আস্পদ ॥
গুণাকর শ্রীধর স্বামীর টিকায়াতে।
তাঁর অর্থ করি ব্যক্ত কিশক্তি আমাতে ॥
অতএব বেদব্যাস নারদ শ্রীধর।
তাঁদের চরণ ধূলী ধরি সিরোপর ॥

*　　　*　　　*

গুরু সত্য পদার্থ হৃদয়ে করি ধ্যান।
দেহতবে প্রকাশ আভাস কহে প্রাণ ॥

*　　　*　　　*

বেদব্যাস নারদ শ্রীধর পদ ধ্যানঃ।
সংযোগে প্রকাশি পুরঞ্জন উপাক্ষান ॥
পুরঞ্জন বিবরণ বর্ত্তেয়ে ভাষায়।
দেহ তবে প্রকাশ দিলাম নাম তায় ॥
প্রাণধন মদনমোহন দয়াময়।
তচ্চরণ ধ্যানের প্রসাদে পুণ্য হয় ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠবাসি গুণরাসি মহারাজ
তেজচন্দ্র নরেন্দ্র বিদিত ক্ষিতি মাজঃ ॥
সেই বর্দ্ধমানেন্দ্র রাজেন্দ্র মহারাণি।

য়ে শ্রীমতি কমল কুমারি টাকুরাণি ॥
শুদ্ধমতি দয়াবতি লখমী স্বরূপিনী।
মম বংশোজ্বলা ক্ষেত্রি কুল পবিত্রিনী ॥
শ্রীকেশব রায়ের শ্রীচরণ ভাবিনী।
শ্রীরাধা বল্লভ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিনী ॥
তাঁর আজ্ঞাবলে কুতুহলে পুরঞ্জন।
উপাক্ষান করিলাম ভাষায় বর্ণন ॥
দেহ তবে প্রকাশ সুন্দর নাম দিয়ে।
প্রাকৃত য়োটনে বর্ণিলাম বিস্তারিয়ে ॥

পুঁথির শেষে'আছে—

শাকে ইন্দু সিন্ধু রস বিন্দু পায় তাতে।
সমাপ্তি কুম্ভের অষ্টবিংশাহি সন্ধ্যাতে ॥
বারে মিত্র কালো পক্ষ দশমী পাইল।
হরিঃ ধ্বনি কর সবে গ্রন্থ নির্বাঢিল ॥
গুরু দুই চতুর বাণেরে লৈয়ে রহে।
যাবনীক সন ভাষা বিচারিয়ে কহে ॥
শ্যামবাজারেতে ধাম ক্ষত্রী ভু কুলোদ্ভব।
যাহার পশ্চিমে রাজপুরীর বৈভব ॥
রাজধানি বর্ধমান মান্যমান স্থান।
সর্ব্বমঙ্গলার যেইস্থানে অধিষ্টান ॥
সর্ব্বমঙ্গলার বারুণীতে যার বাস।
সেই প্রাণহ্রত দেহ তবে পরকাশ ॥
বাস্তব বুঝিবে সবে করিয়ে বিচার।
দেওয়ান শ্রীপ্রাণচন্দ্রবাবু খ্যাতিযার ॥
শ্রীলমহাতাপচন্দ্র রাজেন্দ্র প্রবর।
যে প্রাণচন্দ্রের পুত্র বর্দ্ধমানেশ্বর ॥
হরি হরি বল মন হরি নাম সার।
হরি বিনে সব মিথ্যা গতি নাহি আর ॥ ইতি
দেহ তবে প্রকাশে প্রাচিন বরিহা নারদসংবাদে
পুরঞ্জন ইতিহাস ভাবার্থ প্রকাশার্থে প্রাচিন
বরিহা রাজার যোগসিদ্ধ কথনং নাম
সপ্তত্রিংশাদ্ধি বরনং।
সমাপ্তাশ্চেয়ং গ্রন্থঃ ॥

সপ্তত্রীংশাধিবরণে গন্থ মর্খবন্দ।
প্রাণ বিরচিত ভাষা পয়ার প্রবন্ধ ॥
লিখিল শ্রীবিশ্বনাথ সীংহ সাক্ষরেতে।
নিজালয় যার হয় পাহাড় পর্রেতে ॥
রাজধানি বর্ধমান ইন্দ্রকাণ্টে যার।
লাখাণ্ড পাহাড়পর্র বিদিত সংসার ॥

২। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পর্ণথি—সম্পর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-৮,
প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২২৬ সাল, ৬ পোষ, সোমবার।
লিপিকর—শ্রীভোলানাথ দাস, সাং—হজরথপর্র।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২·৩ × ১১·২ সেঃ মিঃ।

পর্ণথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরিস্মরণং ॥ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা লিখ্যতে ॥
অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন, সলাকয়া।
চক্ষর্রর্ন্মিলিতং জেন তস্মৈ শ্রীগর্রবে নমঃ
শ্রীগর্রর চরণ পদ্মঃ কেবল ভকতি সখঃ
বন্দো মর্ঞি সাবধান মনে।
জাহার প্রসাদেভাই এভব তরিঞা জাই
কৃষ্ণ প্রাপ্তি জাহাহ'লে ॥
গর্রর্মর্খ পদ্মবাক্য হিদয়ে করিঞা অক্য
আর না করিব মনে আসা।
শ্রীগর্রর চরণে বতি এই সে উত্তম গতি
জে প্রসাদে পর্রে সর্ব আসা ॥

পর্ণথির মধ্যে আছে—

অন্য অভিলাস ছাড়ি জ্ঞানকথা পরিহরি
কায়মনে করিব ভজন।
সাধর্সঙ্গে কৃষ্ণসেবা না পর্জিব দেবি দেবা
এই ভক্তি পরম কারণ ॥

মহাজনের জেই পথঃ তাথে হব অনুগতঃ
পূর্ব্বাপর করিঞা বিচার ।
সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না করহেলা
কায় মনে করিঞা পরিখ ।।
অসাতি সঙ্গতি সদাঃ যোগ কর অর্থ গীতাঃ
কর্ম্মি জ্ঞানি পরিহরি দূরে ।
কেবল ভকতসঙ্গ প্রেমভক্তি লিলারঙ্গ
লিলা কয়া ব্রজ রস পূরে ।।

পুথির শেষে আছে—

রামচন্দ্র কবিরাজ সেই সঙ্গে মোরকাজ
তার সঙ্গ বিনে সব স্নুন্য ।
জদিহয় পুন জন্ম তাঁর সঙ্গ হয় জেন
তবেহয় নরোত্তম ধন্য ।।
আপন ভজন কথা না কহিয় যথা তথা
ইহাতে হইবে সাবধানে ।
না করিহ কেহ রোস না লইবে মোর দোস।
প্রণমোহ ভক্তের চরণে ।।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে জে বোলায় বাণি ।
তাহা কহি ভালমন্দ কিছুই না জানি ।।
ছোট বড় ভক্তগণে করো এই নিবেদনে
সভে মেলি খেম অপরাধ ।
মোরগতি হৈল অতি প্রেমভক্তি স্নুধানিধি
প্রবেসিতে বড় পরমাদ ।।
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পাদদ্বন্ধ হৃদে করিঞা বিশ্বাস ।
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা কহেন নরোত্তম দাস ।।
"ইতি শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা ভজন তত্ত সংপুর্ন" ।।

৩। জিতামঙ্গল

রচয়িতা—রামচন্দ্র। পুথি—সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-২৮,
প্রতি পৃষ্ঠা—৮, ৯, ১০, ১১ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—১২৭৭ সাল ৬ আষাঢ় ।
লিপিকর—শ্রীঅনন্ত নন্দী, সং হাতিফ, চৌকী-বিষ্ণুপুর ।
তুলট কাগজ, দু ভাজ। মাপ—৩২.৩×১১.২ সেঃ মিঃ ।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীহরিকৃষ্ণ ।। অথো জিতামঙ্গল লিক্ষ্যতে ।।

প্রণমহ গজানন গৌরির কুমারে
ব্রহ্মা বিষ্ণু বিশ্বনাথ বন্দো তারপরে ।।
দশো দিগ্‌পাল বন্দো বোরুন পবনঃ ।
নবগ্রহ বন্দো আর দেব হুতাসনঃ ।।

প্রথম ভণিতা—

হায় ২ হেন দসা হইল আমার ।
অকারণে ধরি আমী জিবন এহর ।।
করুণা করিয়া দিজ আপনাকে নিন্দে ।
দারিদ্রে দুশথ দসা কহে রামচন্দে ।।

পুঁথির শেষে আছে—

জিতা বাহানের পুজা কর সৰ্ব্বজন ।
বাসনা করিব পুণ্য প্রভু জিতা বাহন ।।
সারদার পাদ পদ্দ মনেতে ভাবনা ।
কর এ সিরম চন্দ্র করিয়া রচনা ।।

৪। ভক্তিউদ্দীপন গ্রন্থ

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পুঁথি—সম্পূর্ণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৫,
প্রতি পৃষ্ঠা—১০, ১১ পঙ্‌ক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২২৯ সাল, জমিদারী সন—১২২৬ সাল।
লিপিকর—শ্রীমধুসূদন চাটুরাজ। সাকিম—বেলকুণ্ডি।
তুলট কাগজ মাপ। ৩২·৩ × ১১·২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রোয় নম ।।

প্রথমাংশ—

প্রথমে বন্দিব শ্রীসচিনন্দন ।
জাহার কৃপায় জিব পাইনু প্রেমধন ।।
নিত্যানন্দ গোসাঞি বন্দো অবধূত বেসে ।
পাষণ্ড দলন যার নাম সৰ্ব্বদেশে ।।
অদ্বৈত গোসাঞি বন্দো সাবধান মনে ।
জাহার কৃপায় পাইল চৈতন্য চরণে ।।

পুঁথির শেষে আছে—

স্তন সুন সুন ভাই করি নিবেদন।
অপরাধ না লইহ কিছু করিল বর্ণন ॥
এইসব সাধনে পাই সেই সব কুঞ্জবন।
এই মন করিলে সখি মধ্যে একজন ॥
পুর্ব্বাপর বিচারেতে জদি হয় মন্দ।
তথাপিহো এই গ্রন্থে বৈষ্ণবানন্দ ॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞির পদধুলি আস।
ভক্তি উদ্দিপন কহে নরোত্তম দাস ॥ ইতি
ভক্তি উদ্দিপন গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

৫। জগন্নাথ বল্লভ নাটক

ভাষান্তর—কমল। পুঁথি—অসম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১১-৩৫,
প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৩৭ সাল; ২৯ আষাঢ়।
লিপিকর—শ্রীশ্রীনিবাস দাস। সাং—পাথোয়াতোড়ি।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩·৫ × ১১·২ সেঃ মিঃ।
পুঁথিটির প্রতিটি পৃষ্ঠা ছিন্ন। পুঁথি খণ্ডিত হওয়ায় প্রথমাংশ নেই।

১১ পত্রের প্রথমাংশে আছে—

রিদয় বেদনা……ফলক করিয়া। [মধ্য অংশ ছিন্ন।]
বিসাখারে দিলা তাহা সজত্ন করিয়া ॥
জেসব কাহিলা মুন হৃদয় প্রকাশে।
তারে পাটাইল তিহো সিষ্যা…সে ॥ [ছিন্ন।]
সকল সখির আঁখি অগোচর
বিরল মন্দির মাঝ।
বিকচ নলিনি দলচয় আনি
সজোহ সয়ন সাজ ॥

ভণিতা—

জদি কুলবতি চাহে পুরপতি
তেজি কুলভয় লাজে।
মোর প্রতি আস কি ফলপ্রয়াস
বরজমণ্ডল মাঝে ॥

যুন সুচরিতা পুনহেন কথা
কভুনা কাহিবে মোরে।
এতেক শুনিয়া কমলের হিয়া
ধৈরজ ধরিতে নারে ॥

উল্লেখযোগ্য বিষয়—

রামানন্দ মহাশয় কৃষ্ণভক্তি রসময়
পরম পণ্ডিত প্রেমধাম।
কৃষ্ণলীলা লুব্ধ হয়্যা নিজনেত্রে নিরখিয়া
রচিল নাটক অনুপাম ॥
সে পদ্য পাদ্যের ভাব সেসব অর্থের লাভ
মূর্খ জনে পরম দুষ্কর।
মঞি দুষ্ট দুরাচার অখিল মূর্খের সার
দুরিতে পুরিত কলেবর ॥
মোর এই দুষ্টমনে উদয় করিবে কেনে
সেসব নির্মল অর্থগন।
তেজি নিন্দা ভয়লাজ বৈষ্ণব সভার মাঝ
মত্ত হয়্যা করিল নুতন ॥
আজ্ঞা মধু পানে মাতি চঞ্চল হইল মতি
আগে পাছে না কৈল বিচার।
নাহা মুঞি অনুরাগি বদনের সুখ লাগি
মূর্খ ভাসে রচিল পয়ার ॥
কিন্তু বড় আসে আস মোর এই মূর্খ ভাস
জদি নহে কর্ণ্য রসায়ণ।
তথাপিহ কৃষ্ণকথা পরম আনন্দ দাতা
ভক্তেগণে করিব রঞ্জন ॥
শ্রীচৈতন্য কৃপা সিন্ধু গদাধর প্রাণবন্ধু
নিত্যানন্দ প্রিয় সহচর।
অদ্বৈত ভাবনা পর শ্রী রাধাত্মা কলেবর
জে মহিমা শ্রুতি অগোচর ॥
তুহে নবদ্বিপনাথ করো কোটী প্রণিপাত
তুমি নিজ কৃপা কর পরতন্ত্র।
তপহীন নীচ গ্রামি তাহে মূর্খপাত্র আমি
না জানি ভজন তন্ত্রমন্ত্র ॥

জয় সনাতন বন্ধু জয়রূপ কৃপাসিন্ধু
জয় জিব জিবন উপায় ।
শ্রীগোপাল ভাবে বস রঘুনাথের সর্ব্ব রস
রঘুনাথ প্রাণের স্বহায় ॥
জয় গৌর ভক্তগণ সেবোঁ সভার শ্রীচরণ
ঘৃণা করি না ঠেলিহ মোরে ।
জথা তথা জন্ম পাই তোমা সভার গুন গাই
হেন কৃপা কর এ পামরে ॥
পাইয়া মনুষ্য জন্ম জা জানিলু ভক্তি মর্ম্ম
না ভজিলু নাথ বিশ্বম্ভর ।
বহু আত্মনাদ করি না ডাকি নিতাই বলি
না চিনিলু প্রভু গদাধর ॥

পুঁথির শেষে আছে—

মোর এই পাপ মতি দুর্ব্বাসনা মদে মাতি
স্বপ্নে কভু না কৈল স্বরণ ।
সাধুসঙ্গ সুখ তেজি সংসার সাগরে মজি
বৃথা জন্ম গেল অকারণ ॥
কামাদি প্রবল অরি অসতচেষ্টা মুগ্ধ করি
বান্ধিয়াছে মায়া রজ্জু দিয়া ।
কমল পামর জিবে বৈষ্ণব গোসাঞি কবে
উদ্ধারিবে কাতর দেখিয়া ॥

'ইতি শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রথমো সঙ্গমো নাম পঞ্চমোঙ্ক ॥ সপ্তাশ্চায়ং শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাম্মো নাটক্য ভাসা সংগৃহ হরিজন প্রিতয়ে ভবেৎ জথা দৃষ্টং স্তুতা লিখিতং লিক্ষোকের দোষ নাস্তি ॥'

৬। জগন্নাথবিজয়

রচয়িতা—দ্বিজ মুকুন্দ। পুঁথি—অসম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-৩২, ৪, ৫ পাতা নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৫৪ সাল ২৮ অগ্রহায়ণ।
লিপিকর—শ্রীগুরু প্রসাদ দত্ত। সাং—নিজশহর—বিষ্ণুপুর, পাঠকপাড়া।
হাল সাং—সামন্ত ভোম। সাং—বেলডাঙ্গরা।

পাঠক—শ্রীরাধামাধবদাস দত্ত। সাকিম—ঐ।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২.৩ × ১২.৪ সেঃ মিঃ।

শ্রীশ্রীহরি ॥ জগন্নাথ বিজয় লিক্ষতে ॥
অভি প্রেমর্থ সিদ্ধার্থং ॥ পুজিতা পুরুসোর্ত্তমং সর্ববিঘ্নং
হরে দেবং গনেশায় নমোনমঃ ॥
নারায়নং মহং বন্দে গোরুড় জস্য বাহনঃ
সংখচক্রগদা পদ্ম জস্য ভার্জা স্বরস্বতি ॥
প্রণমো হে নারায়ণ পরম কারণ।
জাহার আলাপে সৃষ্টী হইল উৎপন্ন।
সর্ব্বদেবতা গনের বন্দিয়া চরণ।
উড়িস্যার মহিমা কিছু করিব রচন।
জগন্নাথ মহাপ্রভু সকল সংসারে।
জেমতে উড়স্য পুরি কৈল অবতারে ॥
নিল মাধব পুর্বে দেব নারাঅণ।
নীল পর্ব্বতে [তে ?] বৈসে অতি সুসোভন ॥
পৃথিবির মক্ষ স্থান সমুদ্রের তিরে।
পুরি নির্ম্মহিল তথা দেব গদাধরে ॥
বিচিত্র নির্ম্মান কৈল উডস্যা নগরি।
ক্ষেতিতলে মুক্তিপদ হৈল সর্গপুরি ॥
তাহাতে যতেক তির্থ হইল জেমনে।
সে সব চরিত্র কিছু কহিব সাবধানে ॥

প্রথম ভণিতা—

ব্রহ্মা মোর জত বৈল হৈল বিদ্যমানে ॥
এ সোক সাগরে আজি তেজিব জিবনে ॥
কান্দিতে ২ রাজা স্থির কৈল মন।
দ্বিজ মুকুন্দ কহে চিন্তি নারাঅন ॥

শেষ ভণিতা—

ব্রহ্মা পুরানের কথা সুন সর্ব্বজন।
পাঁচালি প্রবন্ধে ইহা করি বর্ন্নন ॥

দ্বিজ মুকুন্দ কহে জগন্নাথ বিজয় ।
সুনিলে সর্ব্বত্রে জয় পাপ হয় ক্ষয় ॥
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জগদিশ্বর জনার্দ্দন ।
যজ্ঞেশ্বর জাদবেন্দ তাহি মামষুধন ॥

'ইতি জগন্নাথ বিজয় সংপূর্ণ" ॥

৭। দুর্জ্জয়মান পদাবলী (পদাবলী সঙ্কলন)

পদকর্তা—বৃন্দাবন দাস / যদুনাথ দাস / কৃষ্ণদাস / গোবিন্দদাস ।
পুঁথি—সম্পূর্ণ । পত্রসংখ্যা—১-১১, প্রতি পৃষ্ঠা—১০ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—১২৫৫ সাল, ১ আষাঢ় । 'বেলা দেড় পহরের সময় সংপুন্ন হল' । লিপিকর—ধনঞ্জয় মোদক । সাং—থাকদুয়ারির (?), পঃ পড়য়া, তরফ—খুদ্যপাথ, মোকাম—বান্দারাবাদী ।
তুলট কাগজ । মাপ—৩৫'৫ × ১২'৫ সেঃ মিঃ ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অথ দুর্জ্জয়মান পদাবলী লিক্ষতে ॥
অলসে অরুন এাখি কহ পুয়া কিলা দেখি
রজনি বঞ্চিলে কার সনে ।
বদন সরদ রুহ মলিন হএেছে মুখ
রজনি করিএে জাগরণে ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

এ হেন সনার দেহ পরস করিল কেহ
আর কৃপা রহ ছাড়িবারে ।
সুরধনি তীরে গিয়া মার্জ্জন করহ প্রীআ
তবে সে আসিতে পারে ঘরে ॥
গোরাঙ্গ হইয়া রিসি কহে মন্দ মৃদু হাসি
কেনে পুয়ে কর উপহাস ।
হরিনামে জাগি নিসি সদাই আনন্দে ভাসি
গুন গাঅ বিন্দাবন দাস ॥

দ্বিতীয় ভণিতা—

পরানে অধিক বাসি কেবা তোর হএ এমত অচেনতে কিবা সুখ ।
জদুনাথ দাস কহে ছাড়িলে না ছাড়া জায় সভার ছাড়িলে লাগে সুখ ॥

তৃতীয় ভণিতা—

কৃষ্ণেতে আণিতে দাদা বলাই সাথে পথে ধরে লঞে গেল।
ভনে কৃষ্ণদাস করি জোড় হাত হৃদএ রহল সেল ॥

শেষ ভণিতা—

হাসি ২ মুখ মোড়ি পিঠ দেহ বৈঠল বুঝল ভেকধারি নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহে চতুর সিরোমনী সাধল সন্নাস কাজ ॥
ব্রজে কী আনন্দ হৈল স্যাম সনে প্যারির মিলন হল্য। ইতি

শ্রী দুর্জ্জঅমান পদাবলী সমাপ্ত।

৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায়নম্ (বিদগ্ধ মাধব নাটক অনুসারে)

রচয়িতা—যদুনন্দন দাস। পুথি—অসম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-১৭২, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা, পুথির শেষাংশ না থাকায় লিপিকাল ও লিপিকরের নাম পাওয়া গেল না।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩'৫ × ১২'৫ সেঃ মিঃ।

পুথির প্রথমাংশ—

কৃষ্ণলীলা সীখরীনী চন্দ্রশুধা উস্মার্দ্দিন
তাহাকে দমন করে জেবা।
রাধাদি প্রলয় তাথে মনসার সুভাসিতে
সে মাধুরি অন্ত করে কেবা ॥
বিসম সংসার পথে তাপস্গম সদা তাথে
তিন্টায় পিড়িত এ লগনে।
তাথে তিন্টা হএ জত এই কৃষ্ণ লীলা স্বিত
সিখারিনি কর এ হরণে ॥
হেমবন্ন ধরি হরি জগতে করুনা করি

পুথির মধ্যে আছে—

অতএব জগৎ গুরুর আদেশ পাইয়া।
আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রভাতে উঠিয়া ॥
প্রবেশ করিল সব পারিসদ আসিয়া।
কহ এ বিদ্যান সুন বানি মন দিয়া ॥
বিদগ্ধমাধব নামে লেখিল নাটক।
সুনিতে বাড়িল চিত্ত উন্মাদ কারক ॥

নাটক অনুসারে জেই গ্রহণ করেন।
নর্তক মাগএ আজ্ঞা মঙ্গল চরণ ॥
সত্র কহে নাটকের পরিপাটী বেস।
নিম্মান করিলা সেই করিয়া বিশেষ ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

না লইবে দোস সদাই সন্তোস
ঠাকুর বৈষ্ণব মোর
এ যদুনন্দন সুনিঞা এগুন
আনন্দেতে গেল ভোর ॥

* * *

শ্রীরূপ পাদপদ্ম সঙরন করিয়া।
কৃষ্ণলীলা জ্ঞান কৈল মন বুঝাইয়া ॥
শ্রীযুত প্রভু মোর আচার্য্য ঠাকুর।
গৌড়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেম ভাণ্ডার প্রচুর ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমদিল তাহার নন্দিনি।
শ্রীল শ্রীহেমলতা নাম ঠাকুরানি ॥
তার পদধূলি মোব আমার মস্তকে।
সেই সে ভরসা মোর হয়্যাছে অধিকে।
ঠাকুর পদে কর পরনাম।
দোস না লইবে প্রভু মাগি এই দান ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব আক্ষান।
গায় দিন হিন যদুনন্দনাভিধান ॥
বিদগ্ধ মাধব এই অতিরসময়।
পাসণ্ড সুনিলে সেহ পাপে মুক্ত হয় ॥
সংসারের মধ্যে জিব লঅ কৃষ্ণনাম।
অন্তকালে পাপ্তি হবে বৃন্দাবন ধাম ॥
ইহা জান্যে জিব…এই খানেই পুঁথি শেষ।

পরের অংশ না পাওয়ায় কি ছিল বলা যাচ্ছে না।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায়নম্

রচয়িতা—যদুনন্দন। পুঁথি—সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-১২৫, প্রতি পৃষ্ঠা—১২ পঙক্তিতে লেখা। ৮ নং পুঁথির এবং এই পুঁথিটির কবি একই, পুঁথিটির বিষয়ের মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও মাঝে মাঝে কিছু

পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। ৮ নং পুঁথিটি অসম্পূর্ণ। আদি আছে, শেষ নেই। কিন্তু এই পুঁথিটি সম্পূর্ণ। আদি এবং শেষ দুই-ই আছে। পুঁথির অনেক স্থানে বানানে প্রাচীনত্ব রক্ষিত। লিপিকরের নাম নেই।

পুঁথির লিপিকাল—১০৬১ সাল; ১৬ শ্রাবণ।

তুলট কাগজ। মাপ—৩১×১৩ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

কৃষ্ণলীলা শিখরিনী চন্দ্রসুধা উম্মাদিনী
তাহাকে দমন করে যেবা।
রাধাদি প্রলয় তাথে ঘনসার সুরাশিতে
সে মাধুরি অন্ত করে কেবা॥
বিসম সংসার পথে তাপোদ্গম সদা তাথে
তৃষাএ পিড়িত [ে] স লগনে।
তাথে চেষ্টা হয় যত এই কৃষ্ণলিলামৃত
শিখরিনী করউ হরণে॥
হেমবর্ণ ধরিহরি জগতে করুণা করি
অবতির্ণ হৈল কিলিকালে।
উন্নত উজ্জ্বল রস এই প্রেম ভক্তি রসে
সে ভক্তি বিলায় ক্ষিতি তলে॥

পুঁথির শেষে আছে—

শ্রীরূপ পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া।
কৃষ্ণলীলা গান কৈনু মন বুঝাই [ই] য়া॥
শ্রীযুত শ্রীপভু মোর আচার্য্য ঠাকুর।
গৌড়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ভাণ্ডার প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেম দিল তাহার নন্দীনি।
শ্রীল শ্রীহেমলতা নাম ঠাকুরাণী॥
তিহোঁ পদে ধুলি দিলা আমার মস্তকে।
সেই সে ভরসা মোর হয়্যাছে অধিকে॥
ঠাকুর বৈষ্ণব পদে করোঁ পরনাম।
দোস না লইবে প্রভু মাগো এই দান॥
রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব অক্কান
গায় দীনহীন যদুনন্দনাভীধান॥

"ইতি শ্রী বিদগ্ধামাধবোগৌরী তীর্থ বৈকুণ্ঠাপি নাম সপ্তমোঽঙ্ক।"

১০। প্রেমতরঙ্গিণী (দশম, একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধ)

কবি—ভাগবত আচার্য্য। পুঁথি—সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-৪৫৭,
প্রতি পৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—শকাব্দ ১৭৪৬।
লিপিকর—শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৪·৮ × ১২·৫ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যা নমঃ ॥ বন্দে নিত্যমনন্ত ভক্তি নিরতং
ভক্ত প্রিয়ং সদ্‌গুরুং শ্রীমদ্ধীর গদাধর ভূতৈক সারাং গতিং।
শ্রীমদ ভাগবতং বিলোক্য রুচিরং ভক্তি প্রদাং শ্রীগুরৌ
কর্ত্তুং কৃষ্ণচরিত্র পুণ্যরচনাং ধীরে তরানাং মুদা ॥

প্রথমাংশ—

নমো নমো গুরুর চরণে নমস্কার।
যাহার কৃপায় হরে ভব অন্ধকার ॥
নমো নমো গণপতি বিঘ্ন বিনাশন।
নমো বেদব্যাস সত্যবতীর নন্দন ॥
নমো ব্যাসসুত শুক মহাযোগেশর।
মুনীন্দ্র বন্দিত পদলীলা কলেবর ॥
শুক মুনির চরণে মোহর পরনাম।
যাহার কৃপায় ভাগবত উপাদান ॥
দেবদ্বিজ চরণে করিয়া পরণতি।
কৃষ্ণগুণ পাঁচালি রচিব যথামতি ॥
নমো নমঃ নারয়ণ চরণে প্রণাম।
ব্রহ্মাণ্ড কোটীর স্থিতি প্রলয় নিদান ॥
পুরাণ পুরুষ হরি অনাদি নিধন।
অব্যয় পরমানন্দ নিত্য সনাতন ॥
চরণ পঙ্কজে তাঁর করিয়া প্রণাম।
কথাচ্ছলে ভাগবত করিব বাখান ॥
জয় ২ নন্দসুত ব্রজকুল পতি।
জয় জয় যদুনাথ ত্রিভুবন গতি ॥
জয় জয় জগত নিবাস হৃষীকেশ।
জয় ২ যদুকুল নলিনি দিনেশ ॥

*   *   *

জয় ২ গৌরচন্দ্র চৈতন্যমূরতি।
প্রেমভক্তি দাতা প্রভু ভকতের গতি ॥
তবে কহি শুন লোক কৃষ্ণের চরিত্র।
অশেষ দুরিত হর পরম পবিত্র ॥

*   *   *

জগতের আত্মা প্রভু এক ভগবান।
যাহা হৈতে হয় সর্ব্ব জীব উপাদান ॥
হেন প্রভু কি কারণে ধরে নরবেশ।
তাঁর গুণ কর্ম্ম তুমি কহিবে বিশেষ ॥
কৃষ্ণকথা সম সুখ নাহি মুক্তি পদে।
তে কারণে ভক্তগণ গায় উচ্চ নাদে ॥
মুক্তিপদ পাইতে যার বিশেষ যতন।
তারা সব কৃষ্ণে গুন গায় অণক্ষণ ॥
পরম ঔষধ এই ভব নিবারণে।
সতত কীর্ত্তন করে ভব ভিত জনে ॥
হরিণাম গুনকথা শ্রুতি মনোহর।
বিনয় লম্পট জনে শুনে নিরন্তর ॥
কৃষ্ণের কথা শ্রবণে কাহার নাহি মতি।
কেবল না শুনে অচেতন আত্মঘাতি ॥

*   *   *

প্রথম ভণিতা—

চিত্ত দিয়া শুন ভাই কৃষ্ণ গুন বাণী।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

পুথির শেষাংশ—

সুছন্দে রচিয়া নাম প্রেমতরঙ্গিণী।
রাখিলেন আচার্য্য বিজ্ঞান শিরোমণি ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রাণচন্দ্র বাবুজী দেওয়ান।
বর্ধমানে সামবাজারেতে যার ধাম ॥
শুনিলেন এই গ্রন্থ শ্রবণ সুখদ।
পরম জ্ঞানের এই আকর আস্পদ ॥
উল্লাস বাড়িল ভক্তি সহিতে বিজ্ঞান।
লেখাইতে হংস (?) রোজে করি অনুমান ॥

ভৃত্যে আজ্ঞা দ্বারে শ্রীবিশ্বনাথ লেখকেরে।
আনিলা পাহার পুর হইতে তাহারে ॥
আজ্ঞা দিলা বিশ্বনাথে জয় হরিদ্বারে।
প্রেমতরঙ্গিণী লেখি সাঙ্গ করিবারে ॥
সেইত লেখক শুন আর পরীচয়।
জাতি জ্ঞান গ্রাহকেরা রুক্ক বণিক কয় ॥
গুণ প্রবাহের রীতে জাতি রূপনাম।
যাচিত মণ্ডল ন্যায় জানিহ বিধান ॥
নোকরীতে অতি নিম্ব চিরদিন আমি।
গুণ লেস বিবর্জ্জিত আছি এ নিষ্কর্ম্মি ॥
আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম না জানিনু মর্ম্ম।
পূর্ব্ব প্রাক্তনিক বসে দেহ হৈল জন্ম ॥
গুণময় দেহ এই প্রাণ সবে আছি।
অতএব নিবেদিয়ে হইয়া কার্য্যার্থী ॥
নোকরীতে মোর সম নাহিক দুর্ব্বল।
মোরে দয়া করি কর স্বদয়ী সকল ॥
দীন প্রতি পালক বাবুজী মহাশয়।
মোর সম দীন কেবা ভুতলে আছয় ॥
গ্রাস আচ্ছাদনে সদা অসমর্থ আমি।
কি কহিব ধিক অনুভবে জানো তুমি ॥
অতএব সানুগ্রহে কোন কার্য্যচ্ছলে।
দুঃখচ্ছেদ কর যশ বহু মুর্ধিবতলে ॥
নিজ নিবেদন ইতি জে ইচ্ছা তোমার।
তাহাই করিবে তুমি শুন কথা আর ॥
ব্রহ্ম ভেদ অগ্নি গুরু প্রত্যেকে প্রত্যেকে।
দেখিলে জানিবে সভে এই সালে লেখে ॥
সর্ব্ব বর্ণ্য শ্রেষ্ট তায় আকার শোভিত।
তার সকে শারদার আদ্য নিজোজিত ॥
ট-বর্গের তৃতীয় অক্ষর তারপরে।
এই মাস একাদশ দিবস ভিতরে ॥
সোমাত্মজ বার আর দিনে শনিশ্বেষে।
এই কালে বারি বাহ গগনে বরিষে ॥
কলি যুগ মজ্য সেই নাম রূপ ধ্যান।
সেই পক্ষী তিথি হৈল একাদশী নাম ॥

এইত সংক্ষেপে সব কহিল আখ্যান।
বিচারিয়া বুঝিবে যে জন বুদ্ধিমান ।।
বিজ্ঞান বিশিষ্ট জনে মোর পর নতি।
গুণ বিচারিবে দোষ ক্ষেমিবে সাম্প্রতি ।।

পুথির শেষাংশ—

রঘুনাথ পণ্ডিত রচিত গীতবন্দ।
শুনিলে সকল লোকে বাঢ়িব আনন্দ ।।
সুখে ভাগবত লোক বুঝিবার তবে।
ভাগবত আচার্য্য রচিলা ভাষা ছন্দে ।।
বুধজনে সভে মোর এই পরিহার।
দোষ ক্ষেমা করি গুণ করহ বিচার ।।
শ্রীযুক্ত শ্রীগদাধর পদযুগ জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পার মহংস্যাং•সহিতায়াং বৈয়া শিক্যাং শ্রীদ্বাদশ স্কন্দে পুরাণ গণনাং শ্রীদ্বাদশস্কন্ধ সংপূর্ণ কথনং নাম ত্রিয়োদশোহধ্যায়ঃ ।।

পুথির পত্রসংখ্যা দশম একাদশ দ্বাদশ এই তিন খণ্ড একত্রে দেওয়া হলো যদিও প্রতিটি খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন পত্রসংখ্যা আছে।

১১। তত্ত্ববিলাস কাণ্ড

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পুথি—সম্পূর্ণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৬০, মধ্যে ৯, ১০, ১১, ও ৫৬ পৃষ্ঠা নেই। প্রতি পৃষ্ঠা—৯পঙক্তিতে লেখা। পুথিতে লিপিকালের জায়গা ছেঁড়া, তারিখ—২৪ ফাল্গুন। লিপিকর—শ্রীগুরুদাস দত্ত। সাং—বিষ্ণুপুর পাঠকপাড়া। তুলট কাগজ। মাপ—৩২·৩ × ১০ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি ।। বন্দে শ্রীগৌররূপং দ্বিজকুল কমলং রক্ত
কোপিন ধারি সাক্ষি দণ্ড কুরঙ্গি ত্রিজগত মাধুরি
গুচরূপ উদাসি দানধ্যানে প্রিয় সংকির্ত্তনে
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মুর্ত্তি।

বন্দিব শ্রীগুরুপদ চিন্তামুনি সার।
জিব নিস্তারের হেতু জার অধিকার ।।

প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণব চরণ।
জাহার প্রসাদে হয় প্রেম ভক্তি ধন ॥
দ্বিতিয়ে বন্দিব কৃষ্ণ দ্বাপর লীলা।
গোপ গোপী লঞা সে করিল রাসখেলা ॥
ত্রিতিয়ে বন্দিব কৃষ্ণ ত্রিভুবন তর্ত্ত।
জার পদ হৈতে হৈল গঙ্গার মহর্ত্ত ॥
চতুর্থে বন্দিব চারি যুগের ভক্তগণ
সভাই সদয় হয়্যা দেহ ভক্তি ধন ॥
পঞ্চমে বন্দিব শ্রীপণ্ডিত ঠাকুর।
জন্মে ২ হউ তার নাছের কুঃকুর ॥

পুথির প্রথম ভণিতা—

ভক্তিতত্ত্ব কহি সব না করিহ হেলা।
করহ কৃষ্ণের কার্য্য বয়্যা যায় বেলা ॥
দাস বৃন্দাবন কহে অতি মূঢ়জন।
কৃষ্ণ ক্ষমি করিলে পাইবে প্রেমধন ॥

পুথির শেষ ভণিতা—

কহে বৃন্দাবন মন ভক্তি পদে য়াস।
সুনি ভক্তি রসকথা বসি ভক্ত পাস ॥
তত্ত্ব বিলা সে দেখি আগম নিগম।
সাধুসঙ্গে ভক্তি কথা মনে ঘুচে ভ্রম ॥

১২। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী সংবাদ

রচয়িতা—কমলকুমারী। পুথি—সম্পূর্ণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৫৭,
প্রতি পৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা—শেষ পৃষ্ঠা ৩ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৪৫ সাল ৫ শ্রাবণ।
লিপিকর—শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ। নিবাস—পাহাড়পুর।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৪·৮ × ১২·৫ সেঃ মিঃ।
পুথির আরম্ভের আগে একটি প্রস্তাবনা পত্র আছে।

শ্রীশ্রীহরিশরণং॥ প্রণত পাবন প্রতিপালক প্রধাণ।
শ্রীল প্রাণচন্দ্র স্বত প্রাণ জগত প্রাণ ॥
জগত বাহিস্কৃত মোয় নাহি কদাচন।

আমারে উধ্ধারো করো কৃপাবলোকন।
লঘু তরাইয়া কেবা লঘুত্ব বাড়িল ॥
মহতের কি মহত্ব অমহতের স্থানে।
মহত পাবন বল্যে কে তারে বাখানে ॥
পতিতে না উদ্ধারিয়া পতিত পাবন।
নাম কেবা ধরিয়াছে করো বিবেচন ॥
মোচম পতিত নাস্তি ত্রিলোক ভিতরে।
আমারে পবিত্র কর সদয় অন্তরে ॥
সেব্য তুমি সেবা আমি করেছি বিস্তর।
বুঝিয়ে দেখিবে নিজ অন্তর ভেতর ॥
যদ্যাপি স্বকর্ম ভোগ দর্শাও আমার।
তবে কি জগতে আর গৌরব তোমার ॥
তারিলে অনেক জে জে জগতে দুস্কর।
কি বিচিত্র তরাইতে মো হেন পামর ॥
পঙ্ককি পঙ্কেরে পারে পবিত্র করিতে।
অগ্নি কি নির্ব্বাণ হয় অগ্নি মিলনেতে ॥
উত্তপ্ত করিতে জন না পারে জনেরে।
দর্পন কি দেখাইতে পারে দর্পনেরে ॥
ভবাণে কোপাস্য মম নচো পাস্যান্তর।
অধিক কী নিবেদিব দৈন্যতা বিস্তর ॥
এ দৈন্যতা ক্ষুব্ধতা এ ভাবান্যথা হয়।
তবে এ দিনের বনে রোদন নিশ্চয় ॥
প্রাণ রূপ চন্দ্রের আলোক সহকারে।
ধর্ম্মা ধর্ম্ম কর্ম্ম আদি দেখায় সবারে ॥
প্রাণচন্দ্র উদয়েতে ব্রহ্মোদ্দেশ হয়।
প্রাণচন্দ্রোদয় স্বত্বে বিশ্বনাথ কয় ॥ ইতি

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণাভ্যা নমঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীসংবাদ পুস্তকলিখ্যতে।

গণেশাদি পঞ্চদেবে প্রথমে প্রণাম।
এ পঞ্চ প্রশাদে হয় পূর্ণ্য মনস্কাম ॥
নমামি শ্রীকেশব রায়ের শ্রীচরণ।
সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক তারণ কারণ ॥

পরম মঙ্গলালয় পামর পাবন।
দুর্গতির গতি অন্তি দুস্কৃতি দলন ॥
যে চরণ কালি যের মস্তক ভূষণ।
গরুড়ের ভয়ে যাহে পাইল রক্ষণ ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

শ্রীকৃষ্ণরুক্মিণী কথামৃত মহাসিন্ধু।
আস্বাদিতে বাঞ্ছি তার কল্লোলের বিন্দু ॥
তোমার উচিত যাহা হয় দয়াময়।
তাহা কর কমলকুমারী রানি কয় ॥

পুঁথির শেষাংশ—

কেশব চরিত্রাবিব তরঙ্গের কণা।
য়েন তেন মতে কৈলাম অক্ষর য়োটনা ॥
সুশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভব কিছুই না জানি।
কেশবয়া কহাইলা কহিলাম বাণী ॥
কেশব চরিত্র এই অপূর্ব আখ্যান।
শ্রবণে সম্ভক্তি লভ্য জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥
বর্ণিলাম য়থা শক্তি সহজ ভাষায়।
এপর্যন্ত শ্রীমন্ত কেশব কেলি সায়।

কবি-পরিচয়—

বর্দ্ধমানেশ্বর নৃপবর খ্যাতাপন্ন।
মহারাজাধিরাজ রাজেন্দ্র অগ্রগণ্য ॥
তেজচন্দ্র যোগ্যতা বিশিষ্ট দণ্ডধারি।
তস্য মহারাণি নাম কমলকুমারি ॥
রাজাধিরাজের শ্রীবৈকুণ্ট লাভ পরে।
উদাস হইল চিত্ত ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥
চিত্ত প্রবোধার্থে লই কেশবের নাম।
রচিয়া প্রাকৃত ভাষা কিছু বর্ণিলাম ॥
ইন্দু সিন্ধু রস বিন্দু শকাব্দা প্রচার।
কর্কটের পঞ্চাহি বিবুধাচার্য্য বার ॥
অশীত পক্ষের ত্রিয়োদশী তিথি জানি।
প্রকাশেন কমল কুমারি মহারাণি ॥

এক্ষেনে আমার মন রাখ এই নিবেদন
হও রূপ মঞ্জরীরাশ্রিত।
রূপের অনুগ হঞ তাঁর আজ্ঞা চায়্যো নঞ
যুগল সেবনে কর প্রীত ॥
আরপে শাধিবে যাহা সিদ্ধ হৈলে পাবে তাহা
দেখ্যা যেন ভঙ্গ নাহি হয়।
রাধাশ্যাম নিদ্রা যায় ব্যজন করহ তায়
এই কার্য্য কর রাণি কয় ॥

ইতি শ্রীকেশব চরিত্র সংপূর্ণ্য।

১৩। জগন্নাথমঙ্গল

রচয়িতা—গদাধর দাস। পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৮৬, প্রতি পৃষ্ঠা ৯, ১০ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৩৯ সাল, ২ ফাল্গুন। 'এক পহরে তোসাখানার দ্বারে বসে' লেখা।
লিপিকর—শ্রীকালিপ্রসাদ মজুমদার। সাকিম—সাকারি, পরগণে—খণ্ডঘোষ। তুলট কাগজ। পুথির মাপ ৪১ × ১৩·৫ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

অথ জগন্নাথমঙ্গল লিখ্যতে ॥
সৰ্ব্বেশ্বর সর্ব্বপ্রাণ প্রণমহ ভগবান
শ্রীনন্দযোগেশ্বরেশ্বর।
অতি আদি পুরাতন নিন্দি-ইন্দু নববন
সদা নব জুবা মনোহর।
তড়িত নিন্দিত পীতংশ দাক্ষায় নিবংশ ধ্বংস
পুষ্পামুক্ত স্তবক রচিত।
সুরুচির কেশ ভাতি মালতি মল্লিকা জোতি
গুঞ্জে চক্ষু বিকচ তড়িত ॥
অধোরণ্ট বিম্বুসীত কীৰ্ত্তন লাবঙ্গু (?) জিত
পীযুষাদি আকার আপ্রীত।
স্মললিত শুন বংশী রামকন্যা কুশ ধ্বংশী
ব্রহ্মাণ্ড জে শ্রবণে মোহিত ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

অবতার সিরমণি ধ্যায় তব পদ্মযোনী
উদ্ধারিলা জঙ্গম স্থাবর।
অশেষ দুঃখের হর্ত্তা অক্ষয় নিদয় দাতা
না বুঝে অবোধ গদাধর॥

পুঁথির শেষাংশ—

পুরাণ পুরাণ শুনিয়া বড় ইচ্ছা হৈল মনে।
পাঁচালির মত রচি শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে॥
নাহি সন্ধি জ্ঞান নাহি পড়ি ব্যাকরণ।
কেবল মুর্খের মত রচিব পুরাণ॥
পণ্ডিত জে জন দোষ ইহার না লবে।
জদি বা অর্দ্ধেক হরি প্রসঙ্গ জানিবে॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণের পদ পঙ্কজ অভয়।
ভুবন মাঝারে জেই মাগয়ে আশ্রয়॥
সভে মাত্র ভরসা আছয়ে এক আর।
পতিত পাবন দিন বন্ধু নাম যার॥
সেই নাম বিনে আর নাহিক নিস্তার।
গদাধর বসী আছে ভরশা তাহার॥
জয় ২ জগন্নাথ জগত আধার।
জগত জনক জদু বংশে অবতার॥
এই মোর মনবাঞ্চা পুর্ণ কর হরি।
নিলগিরি মধ্যে দেখি মাধব মুরারি॥
তব জপ ধ্যান জ্ঞান কিছুই না জানি।
আপন গুণেতে কৃপা কর চক্রপাণি॥
ভব ভয়াকুলে বড় কাতর হইয়া।
স্মরণ লইনু পদাম্বুজে গতি হৈয়া॥
তপন তনয় ত্রাশে স্থির নহে মন।
স্মরনার্থি জনে দেহ অভয় চরণ॥
এই মোর মনবাঞ্ছা পুর চক্রধর।
দেহঅন্তে হই জেন তোমার কিঙ্কর॥
তব শ্রীঅঙ্গেতে দিব অগোর চন্দন।
অসিত চামর অঙ্গে করিব ব্যজন॥

গদাধর কহে হরি পদ করি ধ্যান।
বল হরি বদন ভরি পূর্ণ হৈল গান॥
জয় ২ জগন্নাথ সদা হয় মনে।
নিলগিরি মধ্যে গিয়া দেখি নারায়ণে॥

জনা যে তৎ পাদস্মরণ মন ধ্যান নিপুণাঃ ময়ী নিলে দিনে ভজন হিনে করুণা স্বয়ং তে নিশ্চিন্তা তেষু করুনা ন করনা কথং নাথ স্কাত সমসী করুণাসাগরঃ॥ ইতি স্কন্ধপুরাণের মত পুস্তক সমাপ্ত॥

এই পুঁথিটির প্রথমে এবং পুঁথির পৃষ্ঠার পাশে পুঁথির নাম জগন্নাথমঙ্গল লেখা আছে কিন্তু পুঁথির শেষ পত্রে উল্লেখ আছে "জগতমঙ্গল পুস্তক সমাপ্ত হইল।"

১৪। সুখদেবচরিত

রচয়িতা—যদুনন্দন দাস। পুঁথি—সম্পূর্ণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৩৩, প্রতিপৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা। পুঁথির লিপিকর সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—"লিখিতং শ্রীরাঘবিন্দ্র দাস; মোকাম—খোজানন্দেবেত (?) যুগল তিলির মাতার দুয়ারে পুস্তক সমাপ্ত। তারিখ—৪ চৌটা শ্রাবণ। রোজ মঙ্গলবার বেলা এক প্রহরে সমাপ্ত হইল। সন ১১৯৯ নিরানব্বই সাল আখেরী।"
তুলট কাগজ। মাপ ৩৩.৫ × ১১.২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নমো নমহঃ

প্রণমোহো নারায়ণ সংসারের সার।
শ্রবণে মুক্তি হয় জন্ম নাহি আর॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো দেবি আদ্যাসক্তি।
সভার চরণে মোর বহুক প্রণতি॥
চৈতন্য নিত্যানন্দ বন্দো আচার্য্য গোসাঞী।
বিষ্ণুর চরণ বই আর গতি নাই॥
জন্মস্থান নবদ্বিপ বন্দো হরসিতে।
শ্রীক্ষেত্র মথুরা বন্দো প্রভু ত্রিজগতে॥
পিতা পরমানন্দে বন্দো পরম জন্মদাতা।
পরম সানন্দে বন্দো মঞ্জরি মাতা॥
বিদ্যারম্ভ গুরু বন্দো শ্রীচৈতন্য পণ্ডিত।
বংশে ২ আমার কুলের পুরোহিত॥

গুরুর চরণ বন্দো পরম সানন্দে।
ইষ্টদেবতা বন্দো শ্রীবৃন্দাবন চান্দে ॥
দেব শাস্ত্র বন্দো মুঞি করি পরিহার।
যুক চরিত্র রচি পাচালি পয়ার ॥
শ্রবণ মঙ্গল কথা জ্ঞানের উৎপতি।
যুনিলে মুকতি পাই হরিতে ভকতি ॥
না করিহ হেলা নর যুন সাবধানে।
ভকতি করিয়া যুন একচিত্ত মনে ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

অকালেতে মৃত্যু নহে ভক্তি আস্থা করি।
জদুনন্দন দাস কহে বন্দিয়া শ্রীহরি ॥

শেষ ভণিতা—

জদুনন্দন দাস কহে শ্রীকৃষ্ণচরণে।
হরিপদ ভক্তি জেন জনমে ২ ॥

১৫। লঙ্কাকাণ্ড

রচয়িতা—কৃত্তিবাস পণ্ডিত। পুঁথি—খণ্ডিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৮৩। মধ্যে অনেক পৃষ্ঠা নেই। প্রতি পৃষ্ঠা—১০, ১১ পঙক্তিতে লেখা। পুঁথির শেষ না থাকায় লিপিকর ও লিপিকাল জানা যায়নি। প্রথম পৃষ্ঠার পর চতুর্থ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়। ফলে পুঁথির প্রথম ভণিতাও অজ্ঞাত।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩.২ × ১২.৫ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরিস্মরণং। ওঁ নম শিবায় ॥

অথ লঙ্কাকাণ্ড লিক্ষতে।

সিতার বিরহে রাম হইল জর্জ্জর।
হা সিতা বলিয়া কান্দেন দেব রঘুবর ॥
সুগ্রীব বলেন রাম না কর রোদন।
সিতার উদ্ধার লাগি করহ গমন ॥
যোতি সুভক্ষ উপস্থিত রঘুনাথ।
এই কালে রামচন্দ্র ধনু লেহ হাথ ॥

মৈত্রের সুনিয়া বাক্য দেবর ভগবান।
লক্ষণ সহিতে রাম করিল পয়ান॥
হনুমান স্কন্দে নিল রাজিব লোচন।
অঙ্গদেব স্কন্দে য়ারোহিলা সে লক্ষণ॥
আশে পাসে সয়ন করিল কপিগণ।
আছ (?) দিন হইল রবি নাহি দরসন॥

৪ ক পৃষ্ঠার প্রথম ভণিতা—

তুমি রাজা বুদ্ধির সাগর।
বুঝিল রামের মন লঙ্কার রাজা বিভিষণ
কিত্তিবাস রচে কবিশার॥

৮৩ পাতার শেষাংশ—

দুর্বাদল শ্যামমূর্ত্তি রিদয়ে দেখিল।
ছাড়্যে দেহ বৈষ্ণবাস্ত্র লক্ষণে বলিল॥
অতিক্যার কথা শুনি বুঝি··· ।
টানে বৈষ্ণবাস্ত্র বাণ॥
দশদিগ আলা করি বাণ সিঘ্র ছুটে
তারাতুল্য গিয়ে অতিকার মুণ্ড কাটে॥
মাথায় মুকুট আর শ্রবণে··· ।
পড়িয়ে মুণ্ড করে ঝলমল॥
কাটা মুণ্ড ভ্রমে পড়ি রাম ২ বলে।
লুটায়ে পড়িল মুণ্ড রাম পদতলে॥
বাছা ২ বলি রাম মুণ্ড নিল কোলে।
···ভিজিল রামের নয়ণের জলে॥
কাটামুণ্ড রাম ২ বলে বার ২।
তা সুনি লক্ষণ খির হৈল চমতকার॥
লক্ষণ বলেন এ্যিক অপরূপ বাণি।
মুণ্ডে ডাকিতেছে জয় রঘুমণি॥
জানিল্যাম বিষ্ণু ভক্ত বটয়ে রাক্ষস।
হেন জনে বধি আমি নিনু অপজস॥
মৃত্যুকালে হৈল···ঐরিভাব।
মরিলে সে মুক্ত হয় বিষ্ণুপদলাভ॥
অতিকার নিধনে হরিস পুরন্দর।

পুষ্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র লক্ষণ উপর ॥
রাম জয়······সংসার ভিতরে ।
শৃষ্টী ভরি পুষ্পবৃষ্টী করিল অমরে ॥
প্রসংসে লক্ষণে সভে রামের সম্মুখে ।
ভাইকোলে কৈলা রাম মনের কৌতুকে ॥
লক্ষণ প্রণাম কৈল রামের চরণে ।
বাহু পসারিয়ে রাম দিল আলিঙ্গনে ।
লক্ষণ বলেন সুন প্রভু নারায়ণ ।
কাটা মুণ্ডে রাম বলে আশ্চর্য্য কথন ॥
শ্রীরাম বলেন সুন ভাইরে লক্ষণ ।
মহাভক্ত অতি কাজে হৈল নিপাতন ॥
মোর নাম জার মুখে হয় উচ্চারণ ।
তাহার নিত্যান্ত আমি আমার সেজন ॥

১৬ । ভক্তিরসাত্মিকা

রচয়িতা—অকিঞ্চন দাস । পুঁথি—সম্পূর্ণ ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৬, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—শক ১৭৪৭ সাল ৫ চৈত্র ।
লিপিকর—হরিদাস বৈরাগী । সাং মানকানানি ।
তুলট কাগজ । মাপ—৩৩·৩×২১·২ সেঃ মিঃ ।

পুঁথির আরম্ভ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ স্মরণং ।
জয় ২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় ।
পতিত পাবন জয় জয় মহাশয় ॥
জয় ২ নিত্যানন্দ কোরুণা সাগর ।
কৃপা কর নিত্যানন্দ রসের সাগর ॥
কলিযুগে য়বতির্ণ্য হৈলা দুই ভাই ।
চৈতন্যঠাকুর মোর দয়ার নিত্যাই ॥
ভক্তসঙ্গে করি প্রেম রসের প্রচার ।
জারে তারে কৈল দয়া না কৈল বিচার ॥
চৈতন্য নিত্যাই দুহে একত্রে বসিলা ।
দুই প্রভুর বাক্য ভাসে য়মিঞা পসিলা ॥
চৈতন্য বলেন নিত্যাই তুমি দয়াময় ।
জিবের নিস্তার কর হইয়া সদয় ॥

নিত্যানন্দ কহেন প্রভু কর ষবধান ।
জিবের নিস্তার হেতু কেমন সন্ধান ;
চৈতন্য কহেন নিত্যাই কহি এ তোমারে ।
জিবের নিস্তার হয় ভজিলে কৃষ্ণেরে ॥

পুথির শেষাংশে—

জীবের লাগিয়া হয় সদয় রিদয় ।
তুমি নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় ॥
এই মত কর জদি সর্ব্বরক্ষা হয় ।
বিসেস কহিল ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
ইহা সুনি নিত্যানন্দ পরম উল্লাস ।
প্রভু প্রণাম করি পরম উল্লাস ॥
শ্রীচৈতন্য বক্তা আর নিত্যানন্দ শ্রতা ।
এই অনুসারে ধর্ম্ম কলিযুগ কথা ॥
মুঞি সটজন হউ য়তি য়ভি মানি ।
বিশ্বাস না হয় মোর কুলজে বাখানি ॥
য়রুখ হইয়া য়ামি অত্যন্ত কাতর ।
বৈষ্ণব গোসাঞি হন দয়ার সাগর ॥
সেই সে ভরসা য়াছে য়ামার মনেতে ।
বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া করেন সর্ব্বত্রে ॥
পুন কহি বৈষ্ণব গোসাঞি মোর কুল হয় ।
বৈষ্ণবের পদেতে সুদিষ্ট মন রয় ॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভক্তির প্রকাসে ।
ভক্তির সার্ত্তিকা কহে অকিঞ্চনদাসে ॥
ইতি ভক্তিরসার্ত্তিকা গ্রন্থ সংপুর্ন্ন ॥

১৭। আনন্দলতিকা

রচয়িতা—লোচন। পুথি—সম্পূর্ণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-১৬, প্রতি পৃষ্ঠা—৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ পঙক্তিতে লেখা। লিপিকাল—১০৮০ সাল, ৮ ভাদ্র, রোজ-রবিবার। লিপিকর—জয়কৃষ্ণ দাস, মোঃ—বীরসিংহপুর। তুলট কাগজ। মাপ—৩২.২ × ১১.২ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নমঃ ॥

পুঁথির প্রথমাংশ—

স্তুঁনিবা সকল সাধু চির্ত্তে আগ্র করি।
চৈতন্যগোসাঞি কেনে বলে হরি ২॥
ই বড়ি সন্দেহ মোর কহিব কাহারে।
পুর্ব্ব গ্রন্থকারি মহাজন অনুসারে॥
জেই কৃষ্ণ সেই চৈতন্য ইথে নাহি আন।
অন্য করি মানে জেই সেই সে অজ্ঞান॥
এ বোল স্তুনিঞা মনে তরাস জম্মিলা।
ই বডি সন্দেহ মোর চির্ত্তেতে লাগিলা॥
বৃন্দাবন চন্দ্র উদয় নদীয়াতে হৈলা।
রাধাকৃষ্ণ নিত্য লিলা কেমতে রহিলা।
অদ্যাপি চৈতন্য কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
সেই কৃষ্ণ ২ বলে সন্দেহ আমার॥
অতেব সাধুর বাক্য মানি দৃঢ় করি।
সাধু সাস্ত্রমত জেই সে ধর্ম্ম আচার॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

পথ হারাইয়া না পাইয়া অন্ধ ইতি উতি ধায়।
তেমতি অসাধু জন এ লোচনে গায়॥

পুঁথির শেষে আছে—

গৃহারিম্ভ ত্যাগ কথা লিখিয়াছি আগে।
ধর্ম্ম নিরূপণ কথা এ এ ভাগে॥
বাল্যলীলা আদি করে বিবাহ ঘটনা।
নদীয়া বেহার আর জে প্রেমের কান্দনা॥
আবেস সাক্ষাত করি নিলাচলেরে গমন।
পণ্ডিতের সেবা আর স্বধর্ম্ম স্থাপন॥
এ সকল লীলাকথা সর্ব্ব গ্রন্থময়।
তারতম্য করি কথা করিল আলয়॥
কিন্তু এ কথা শুন করি নিবেদন।
ভাসান করিয়া কথা করিল রচন॥
সে সকল কথা জেন অপ্রাপ্তময়।
প্রাকিত নহি সে কথা সন্দেহ চিত্তে রয়॥
জেসব দেখিল তারা সে কথার ভরে।

অপ্রাকৃত ছাড়ি লেখি প্রাকৃত গোচরে ॥
ইথে দোস না লইবা সাধু মহাজন।
মিনতি করিঞা কহে এ দিন লোচন ॥

ইতি আনন্দলতিকা সম্পূর্ণ।

১৮। হরিশ্চন্দ্রের পালা

রচয়িতা—কবিচন্দ্র।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১৩,
প্রতি পৃষ্ঠা—১০ পঙক্তিতে লেখা,
কোন কোন পৃষ্ঠায় ৯ পঙক্তি মিলছে। শেষ পৃষ্ঠায় ১১ পঙক্তি।
লিপিকাল—১২০৫ সাল ২৪ আশ্বিন।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৫ × ১০'১ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

হরিশ্চন্দ্রের পালা লিখ্যতে ॥

অতপর সুন হরিশ্চন্দ্রের উপাক্ষান।
কেবা দাতা আছে হরিশ্চন্দ্রের সমান ॥
কৌসিম নামেতে মনে কৈল পুষ্পদান।
ফলেফুলে পুস্প বোন নন্দন সমান ॥

প্রথম ভণিতা—

শিষ্যসঙ্গে মুনিরাজ গেলা অযোধ্যায়।
সেবিয়া বাল্মিকি ব্যাস কবিচন্দ্রে গায় ॥

শেষ ভণিতা—

একচিত্তে সুনে জেবা এই উপাক্ষান।
অন্তেমুক্ত হয় তার কবিচন্দ্রের গান।

ইতি হরিশ্চন্দ্রের পালা সমাপ্ত ॥

১৯। গোবিন্দচরিত

রচয়িতা—যদুনন্দন, যদুনাথ দাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পৃষ্ঠা—১-১৩১,

প্রতি পৃষ্ঠা—১২, ১৩, ১৪ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১০৮০ সাল, তারিখ পাওয়া যায়নি।
লিপিকর—লুইধর দেবশর্ম্মা।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২·২ × ১৫ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীলশ্রীরাধাগোবিন্দ জয়তঃ ॥

পুথির প্রথমাংশ—

এই সব শ্লোকের অর্থ শংক্ষেপ করিয়া।
লিখিমাত্র আপনার মন বুঝাইঞা ॥
শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মানন্দ আনন্দ মন্দির কন্দ
শ্রীরাধিকা সন্ধানন্দ ময়।
বন্দে বৃন্দাবন বীশ বাঞাকল্প তরু ঈশ
সর্ব্বানন্দ জাহার আশ্রয় ॥
অজ্ঞান মত্ততা খিতি দেখি কৃপা কৈল অতি
নিজ প্রেম সুধা অদ্ভুত।
দিয়া মাতাইল জেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সেই
তার পদে প্রনতি বহুত ॥

* * *

ভাগবতাদি শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণকথা উক্তি জাহে
তাতে সর্ব্বপাপ বিনাসয়।
বর্ন্নে গোবিন্দ লীলা মন্দবাক্য আর্য্য হৈলা
সাধুগণ সদা আদরয় ॥

প্রথম ভণিতা—

কহিতে গোবিন্দলীলা চিত্তের উল্লাস।
নিজদোষ নিবেদয়ে যদুনাথ দাস ॥

পুথির শেষাংশ—

শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিঞা।
লেখিল গোবিন্দলীলা আনন্দিত হঞা ॥
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের পদে পরনাম।
করিঞা গাইল কিছু কৃষ্ণ গুণগান ॥

গোবিন্দ চরিতামৃত রস সরোবরে।
রাধাকৃষ্ণ জেন ভক্ত রসিক বিহরে ॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত।
এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দচরিত ॥

২০। কপিলামঙ্গল

রচয়িতা—কবিচন্দ্র।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১০, প্রতি পৃষ্ঠা ৯, ১০, ১১ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৭৭ সাল, ১১ চৈত্র, রোজ-শুক্রবার, বেলা দুই পহর।
লিপিকর—শ্রীঅনন্ত নন্দী সরকার। সাং হেত্যো।
পাঠক—শ্রীকুঞ্জবিহারী নন্দী। সাং হাতিয়া।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৫·১×১১·২ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রী হরি—
কপিলামঙ্গল লিখ্যতে ॥
কপিলামঙ্গল পুথি ষুনিতে রসাল।
শুনিলে স্বপদ ধর্ম্ম বাড়ে চিরকাল ॥
গোধন পালন বিধি নাই জার ঘরে।
তাহার সমান পাপি নাঞিক সংষারে ॥
সংসারের মধ্যে ভাই পুজিব গোধন।
জার সেবা আপুনি করিলা নারায়ণ ॥
তৌলক্য তারিনি গঙ্গা পরিবেদ কন।
তুল্য ভাবে জা ন্যা সবে গঙ্গার গোধন ॥
হরিপদে কোমলে ছিলেন মন্দাকিনি।
সেহরি তাহার সেবা করিলা আপুনি ॥
কোপিলা আছেন কল্পতরুর নিকটে।
দেবগ[ণে] তাহারে কহিল করপুটে ॥
অবনিমণ্ডলে জাএ কর ঠাকুরাণি।
তোমা বিনে বিফল গো হএছে ধরণি ॥
এ কথা শুনিলা জদি দেবতার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে কপিলার মুণ্ডে ॥

প্রথম ভণিতা—

তোমা নিন্দা করি জেবা অন্য কর্ম্মকরে।
বিফল তাহার কর্ম কহিলাম তোমারে॥
কবিশ্চন্দ্র বলে মাত অবনিকে চল।
দোহাই সিবের জদি আর কিছু বল॥

পুঁথির শেষাংশ—

কোপিলা মঙ্গল পুঁথি শুনি জেইজন।
তার ঘরে ভগবতি না ছাড়ে কখন॥
নাগের সমান শত্রু পরাভব হয়।
অচলা হইয়া লক্ষ্মী তারঘরে রয়॥
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনের ধন।
তার ঘরে ভগবতি না ছাড়ে কখন॥
অন্তকালে পয় সেই প্রভু নারাঅন।
ধর্ম্ম স্থিতি জানে শুনে পরান কথন॥
কোবিশ্চন্দ বলে ভাই শুন বন্ধু জন।
কোপিলামঙ্গল পুঁথি হইল সমর্পণ॥

২১। প্রসাদচরিত্র

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র।
পুঁথি—সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-১৪,
প্রতি পৃষ্ঠা—৭, ৮, ৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২০৬ সাল ১৩ চৈত্র।
লিপিকর—শ্রীসনাতন সিংহ।
পাঠক—শ্রীগুনরাম লোহ, সাং হজরতপুর।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৫ × ১০ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি॥ অথ প্রসাদচরিত্র লিক্ষতে॥
সুকমল দেহ মুনি প্রসাদ পরম জ্ঞানি
অভিরত কৃষ্ণের ভাবনা।
কারকথা নাহি জানে বসি থাকে জোগধ্যানে
হরিপদে সদত বাসনা॥

খেনে নোমাঞ্চিত হয় খেনে আঁখি মুদি রয়
খেনে ২ বলে হরি বোল।
খেলাবার সঙ্গীত জত পারিশদ সত সত
সভে ধরিঞা দেই কুল।

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

বুঝিতে না পারি ভাব ক্ষেম অখিলের নাথ
এত শুনি রাজরাণি হাঁসে।
শোকার্ত সঙ্গিত গাথা ব্যাসের বর্ন্নন কথা
দ্বিজ কবিচন্দ্র রসেভাসে॥

পুঁথির শেষে আছে—

ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
এতদুরে প্রসাদ চরিত্র হইল সায়॥
ইতি প্রসাদচরিত্র সমাপ্ত॥

২২। তত্ত্বমঞ্জরী

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস।
পুঁথি—অসম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—২-২০, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৩৯ সাল, ১৪ আশ্বিন, শুক্রবার।
বেলা—এক পহর।
লিপিকর—শ্রীলুইধর রায়।
তুলট কাগজ × মাপ—৩৫·১ × ১১·২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

২ পত্রের শেষাংশ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঠাকুর মহাপ্রভু।
ইহ জন্মের সাধন নহে সেধ্যাছিল্যাম কভু॥
মোর কি সকতি গুন কহিতে তাহার।
বৈষ্ণব করুণাদেখি ভরসা আমার॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মুন পতিতের বন্ধু।
না লেন দোসের লেস করুনার সিন্ধু॥

দাষ বৃন্দাবন বড় কাতর পরানে।
দন্তে তৃণ ধরি পড়ি বৈষ্ণব চরণে॥
তত্ত্ব মঞ্জরি কথা করি এ প্রকাষ।
বৈষ্ণব গোসাঞিঃ সর্ব্ব পুরুক মোর আস॥
বন্দিব শ্রীগুরুপদ চিন্তামুনি সার।
জার প্রসাদে সিন্ধু তরি এ সংসার॥
বৈষ্ণব গোসাঞের পাএ করিএ প্রণাম।
সর্ব্ব সৃষ্ঠ মিল যে নইলে জার নাম॥
বৈষ্ণব গোসাঞের পথে এই মোর আসা।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম মনের ভরসা॥
বৈষ্ণব অধরামৃত পুণ্য মোর অঙ্গ।
জন্মে হত মোর বৈষ্ণবের সঙ্গ॥
সদা যুচিরহে মন বৈষ্ণব চরণ
বৈষ্ণব পরাণ মোর বৈষ্ণব সেবন॥

পুথির ভণিতা—

জার প্রেম গৌর হরি অবনিতে অবতরি
অবিরত করিল প্রকাস।
শুন তত্ত্বমঞ্জরির কথা ঘুচায় সংসারে বেথা
কহে তত্ত্ব বৃন্দাবন দাস॥

পুথির শেষাংশ—

রাগের অধিন প্রেম প্রেমধিন ভাব।
ভাবের অধিন হৈল্যে ভক্তি হয় লাভ॥
ভক্তির অধিন হৈল্যে মুক্তি পিছে ধায়।
বিলাস বিগ্রহ ভক্তি সেই জন পায়॥
রস ভক্তি বলি জেই রসের পুরিন।
কৃষ্ণরসে ভাসে সেই কৃষ্ণের অধিন॥

* * *

প্রেমের অধিন কৃষ্ণ রাগ সঙ্গে রয়।
রাগ ধরিআ প্রেম রাগ ভক্তি কয়॥
ইতি তত্ত্বমঞ্জরি গ্রন্থ সংপুর্ণ্য॥

২৩। যোগাদ্যের বন্দনা

রচয়িতা—পুঁথিতে কোন ভণিতা না থাকায় কবির নাম জানা যায়নি।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৪, প্রতি পৃষ্ঠা ৭, ৮ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৪৩ সাল ১৮ পৌষ।
লিপিকার—শ্রীরাজচন্দ্র মিস্ত্রারি (?)। সাকিম—দেওয়ানবাজার।
পাঠক—শ্রীমাধব কর্ম্মকার।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩.৫ × ১২.৪ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি। জগাদ্রের বন্দনা লিক্ষতে॥
জয় মা জগাদ্রে বন্দো খির গ্রামে বাসি।
অবনিতে সিংহ পৃষ্ঠ (?) গপ্ত পারানসি॥
বামহাতে খর্পা মাএ দক্ষিণ হস্তে খণ্ডা।
রাবণের ঘরে মাগো ছিল উগ্র চণ্ডা॥

২৪। জগন্নাথবল্লভ নাটক (অনুবাদ)

রচয়িতা—রামানন্দ রায়।
অনুবাদকের নাম নেই।
পুঁথি—সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-৬৪,
প্রতি পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তিতে লেখা। কিন্তু ৬৩ পৃষ্ঠা ৭ পঙক্তিতে এবং ৬৪ পৃষ্ঠা ৩ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৬৪ সাল ৫ আষাঢ়, রোজ বৃহস্পতিবার গোধূলির সময়।
লিপিকর—রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
তুলট কাগজ। মাপ—২৩.৪ × ১১.৪ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তি যোগ
সিক্ষার্থমেক পুরুস পুরাণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরিরধারি কৃপাম্বুবিয় শূনমং প্রপদ্যে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার পাদপদ্মে মোর সহস্র প্রণাম॥

জয় ২ নিত্যানন্দ প্রভু বলরাম।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো পূর্ণ্য কর কাম ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ভক্ত সিরমণি।
জাহার প্রসাদে ধন্য হইল ধরণি ॥
সিরের উপরে বন্দো তাহার চরণ।
কৃপা কর মো অধমে লইলু স্মরণ ॥

প্রথম ভণিতা—

জয় ২ রামানন্দ দাস মহাশয়।
জলধর বলি জারে করিল নিশ্চয় ॥
গোরাবিধ আপনে জারে মণ্ডার করিয়া।
বর্ণাইল লীলামৃত বিস্তার করিয়া ॥
জগন্নাথ বল্লভ নাটক জাহার রচন।
শ্রবণ পর্শন প্রভু করে নাস্বাদন ॥
নবিন নাটক অন্য ছায়া না লইল।
ইহা সা (?) ভরি ব্রজবিলাস বর্ন্নণ করিল।
গজপতি মহারাজা আদেশ করিল।
পূর্ব্বরাগ হইতে লীলা সব সুনাইল ॥
রামানন্দ পদ মনে করিয়া স্মরণ।
মূলগ্রন্থ ক্রমে জেই করিয়ে লিখন ॥
পাঠ (পাচ ?) অংক হয় এই গ্রন্থ পরিমাণ.।
তাহার নির্ন্নয় কিছু করিয়ে বিধা ন ॥

পুথির শেষাংশ—

এ মোর গোপাল লীলা অতি মনোরম।
শ্রদ্ধা যুক্ত মতি হয়্যা জে করে শ্রবণ ॥
এ অতি রহস্যলীলা নাহি জার সম।
তৃষ্টা মনে যে অমৃত জে করে শ্রবণ ॥
মধুত মানসে সদা জে করে ভাবন।
তারে কৃপাদিষ্টে দেবি করিবে লোকন ॥
তার জেন বাঞ্ছাপূর্ণ্য হয় ভগবতি।
ব্রজবলে সিদ্ধ পাপ্তি হয় সিদ্ধগতি ॥

মদনিকা কহে ইহা অবস্য হই ধন।
এই বর দিয়া দেবি গমন করিল॥
ইতর সুহৃদ সব করিল পয়ান।
শ্রীরাধা সঙ্গম এই পঞ্চমাংক নাম॥
ইতি শ্রীরামানন্দ রায় বিরচিতং শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক সংপূর্ণ্য॥

২৫। চৈতন্যভাগবত

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস।
পুথি—অসম্পূর্ণ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—২-৯৪, প্রথম পৃষ্ঠা নেই।
প্রতি পৃষ্ঠা—১২ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল ও লিপিকরের নাম নেই যদিও শেষ পৃষ্ঠা আছে।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২ × ১৩½ সেঃ মিঃ।
হস্তাক্ষর সুন্দর, কালি—গাঢ় কালো।

দ্বিতীয় পত্রের শুরু :

হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্য প্রভুর রসে মত্ত মহাবীর॥
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে কর এ বিহার॥
তাহার চরিত্র যেইজন স্থনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তারে পরম সহায়॥
মহাপ্রিয় হন তারে মহেশ পাৰ্বতি।
জিহ্বায় রস এ তার শুদ্ধ সরস্বতী॥
পাৰ্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
শংকর্ষণ পুজে শিব উপাসক হঞা॥
পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবত কথা।
সৰ্ব্ব বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম গাঁথা॥
তাঁর রাসক্রীরা কথা পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপী সঙ্গে করিলা বিহার॥
দুইমাস বসন্ত মাধব মধুনামে।
হলায়ুধ রাসক্রীড়া কহ এ পুরাণে॥

সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন সুনে রাজা পরীক্ষিতে॥
*　　　*　　　*
বৈষ্ণবের ঠাঞি মোর এই মনস্কাম।
জন্ম জন্ম প্রভু মোর হউ বলরাম॥
দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ জেমন নাম ভেদ।
এই মত জান নিত্যানন্দ বলদেব॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিতে কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
চৈতন্যচরিত স্ফুরে শেষের কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বৈশে শেষের জিহ্বায়॥
অতএব যশময় বিগ্রহ অনন্ত।
গাইব তাহান কিছু পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব॥
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য শ্রবণ চরিত।
ভক্ত প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥
বেদগুহ্য (?) চৈতন্য চরিত্র কেবা জানে॥
তাহি লিখি যে কিছু সুনিঞাছি ভক্তস্থানে॥
চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহার কৃপায় যে বোলায় তাহা লেখি॥
কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে জে বোলায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায় মোর নমস্কার।
ইতে কিছু অপরাধ নহুক আমার॥
মন দিঞা সুন ভাই চৈতন্যের কথা।
ভক্ত সঙ্গে জে লীলা করিল যথা তথা॥
ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা আনন্দে বধাম।
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড নাম।

পুথির ভণিতা—

আদিখণ্ড কথা ভাই সুন এক চিত্তে।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইলা যেন মতে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছুঁ পদযুগ গান॥

পুঁথির শেষাংশ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দয়ান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগ গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে শেষ খণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীক প্রতি প্রসাদ কথনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ সুসমাপ্তমস্তু শেষখণ্ড ॥

২৬। অন্নদামঙ্গল

রচয়িতা—ভারতচন্দ্র রায়।
পুঁথি—আদ্যন্ত খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা—৩-৪৭। মধ্যের ২৪ পৃষ্ঠাটি অন্য পুঁথির, তার বিষয় মহাভারতের কাহিনী। কোন কারণে এই পুঁথিতে সংযুক্ত হয়ে গেছে।
প্রতি পৃষ্ঠা—৯, ১০ পঙক্তিতে লেখা।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩·৫ × ১১ সেঃ মিঃ।

৩ পত্রের আরম্ভ—

বিনয়েতে দ্বারি কয় যুনহ মহাশয়
বুঝিলাম পড়ুয়া বট তুমি।
মুড়া চড়া জড়া পড়া বিদেসিহে ত্যার ধরা
ছেড়োদিলে নট হব আমি ॥
ঠক ভরা দরবার ছলে নয় খুর দ্বার
খুরধারে ছলে কাটে মাছি।
ঠাকুরির মুখেছাই ছেড্যাদিতে নারি ভাই
বিসয় ক্রমে সাম্য হয়া আছি ॥
সুন্দর বলেন ভাই মোড়া জড়া ছেড্যা জাই
খুন্ধ পুঁথি ধুতি পঞ্চ লয়্যা।
তবে নাকি পারদ্বারি দ্বারিকহে তবে পারি
জমাদার বক্সিরে কহিয়্যা ॥

ভণিতা—

ভুরসিণ্ট পরগণায় ভুপতি নরেন্দ্ররায়
মুখুটী ক্ষিয়তি দেশে ২
ভারথ চন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গল গায়
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

শেষাংশ—

রাজা বলি বুঝা জাবে কিমন জামাঞি।
তুমি মল্যে তার বি···অতপর নাঞি॥
ছলাপিয়্যা কবিরাজ কহিতে লাগিল।
সভা সাক্ষি করি রাজা জামা······ ॥

অতঃপর পুঁথি খণ্ডিত।

২৭। বিদ্যাসুন্দর মালিনী উপাখ্যান

রচয়িতা—ভারতচন্দ্র রায়।
পুঁথি—সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-৬,
প্রতি পৃষ্ঠা—৮, ৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৫৩ সাল, ১৭ ফাল্গুন।
রোজ শুক্রবার, তিথি দ্বিতীয়া।
লিপিকর—শ্রীরামলোচন দাস ঘোষ, সাং—মল্লভুম। পাড়া—আহেরি।
পরগনে—বিষ্ণুপুর।
তুলট কাগজ। মাপ ২৬·৪ × ১১ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা॥

সুনলো মালিনী কিতোর রীতি
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে নাহিক ভিতী॥
এতবেলা হৈল পুজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জলিয়া মরি।
বুক বাড়ি আছে কার সোহাগে।
কালি সিখাইব বাপের আগে॥
বুড়াহলি তবু লাগেনা ঠাট।
রাড় হয়্যা কর সাঁড়ের নাট॥
ডগমগ তনু রসের ভারে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥

পুঁথির শেষাংশ—

এত বলি সুন্দর লইয়া হীরা জায়।
রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদ্যায়॥

অতি শীঘ্র সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায় ।
অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা দোঁহারে দেখায় ।।
অনিমীষে বিনোদিনী দেখয়ে বিনদে ।
বিনোদেরে বিনোদিনী দেখিয়া প্রমাদে ।।
শুভক্ষনে দর্শন হইল দুইজনে ।
কি জানি সে নাঞি জানে যে জানে সে জানে ।।
বিপরীত বিপরীত উপমা কি দিব ।
উর্ধ কুমুদিনী হেটে কুমদ বান্ধব ।।
দোঁহার নয়ন কান্দে ঠেকিল দুজন ।
পড়িল দুজন বান্ধা দুজনার মন ।।
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া ।
ঘর গেল দোঁহে দোঁহা হৃদয় লইয়া ।।
আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হইল কাল ।
ভারত কহিছে প্রেম এমনই জঞ্জাল ।।

২৮। বিস্ময়মঙ্গল

(বিষ্ণুপুরের মদন মোহনজীর ইতিবৃত্ত)
রচয়িতা—বিশ্বনাথ।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৮, প্রতি পৃষ্ঠা ৮ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকরের নাম নেই।
"হস্তাক্ষর শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ লিখিলেন"
নিবাস—পাহাড়পুর।
তুলট কাগজ। মাপ ৩৫ × ১২.৪ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ।।

ভগিরথের ব্রাণয়িতা ইহাতেবা কৈছে ।
সম্ভব হইবে বল ভাবি আগে পাছে ।।
জদি বলি কাশিতে শিবের জটাজুটে ।
নিত্য গঙ্গা আছে তবু পরমাদ ঘটে ।।
ভগিরথ খাতদক কেমনে বুঝায় ।
বেগ ধরিলেন হর এহ না মুযায় ।।

প্রথম ভণিতা—

জদি বল কহিব এসব নিগূঢ় ।
জানিলে কহিতে হয় বুঝাইতে মূঢ় ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে করি মহিপাত ।
বিস্ময় মঙ্গল এই কহে বিশ্বনাথ ॥

পুঁথির শেষাংশ—

সিব স্বক নারদ বিরিঞ্চি জে চরণ ।
সরজ কেশর রজ বাঞ্চে অনুক্ষণ ॥
হেন রাধা মদনমোহন বিরাজিত ।
দিনে ২ দেওয়ান বীর বাড়াএ প্রিরিত ॥
নানা জাত্রা মহোৎসব হয় দিনে ২ ।
পরম সানন্দে প্রভু রাজে রাধাসনে ॥
সংকীর্ণ দেখিয়া তবে প্রভুর প্রসাদ ।
প্রসর মন্দির করে মানিয়া আহ্লাদ ॥
নানা চিত্রবিচিত্র করিয়া স্বগচর ।
আজ্ঞাদিলা যে করে রে করিতে রচন ॥
গঠন সংপূর্ণ্য হৈলে মদন মোহন ।
তাহাতে আসিয়া করিবেন বিহরণ ॥
সেইত শ্রীদেওয়ান বাবুজি গুনাকর ।
এই আদ্যকাণ্ড লেখাইলেন সত্তর ॥
সাকে চন্দ্র ঋষি বেদ মধ্যে সড়ানন ।
পাইয়া করিল এই সকের গণন ॥
স্কন্দ মাস উনবিংস দিনে বুধবার ।
সুক্ল পক্ষ দোয়াদসি তিথি পরচার ॥

২৯। পদাবলী

রচয়িতা—বংশীদাস ।
পুঁথি—সম্পূর্ণ ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৭, প্রতি পৃষ্ঠা ৭ পঙক্তিতে লেখা ।
কিন্তু ৫ ক পৃষ্ঠা ৬ পঙক্তিতে এবং শেষ পৃষ্ঠা ৮ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—১০৭১ সাল ৮ কার্ত্তিক ।
তুলট কাগজ । মাপ—২২.৪ × ৭.৩ সেঃ মিঃ ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।।   পদাবলী রাশ ।।
অপরূপ সোভা দেখ রূপের মাধুরি ।
শ্যাম বামে বসি আছে নবিন কিসোরি ।।
কনকের লতা জেন বেঢ়ল তমালে ।
চাঁদের উদয় জেন হল্য য়েক কালে ।।
দুহুমুখ চাহিঞা ললিতা কহে হাসী ।
চান্দে জেন উপরাগ গরাসিল আসি ।।
বিশাখা বলেন সুন প্রাণের ললিতা ।
মনে উপজল য়েক অদ্ভুত কথা ।।

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

গলায়ে বশন দিঞা কহে স্যামধন ।
আমারে করহ দান আপন জোবন ।।
হাসি ২ রসবতি কহে রসকথা ।
তোমারে জোবন দান করিব সর্ব্বথা ।।
আমি দাতা তুমি করিবে গ্রহণ ।
ব্রাহ্মনের রূপ ধর নন্দের নন্দন ।।
এ বোল সুনিঞা কৃষ্ণ হাসিতে লাগিল ।
বংসি দাসে বলে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ হইল ।।

পুঁথির শেষ ভণিতা—

দুহুঁ দোঁহা সাজাইঞা আনন্দ অন্তর ।
কহে বংসি দুহুঁ রূপে অতিমনোহর ।।
'ইতি পদাবলি সমাপ্ত । জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখক নাস্তি দোশক ।।'

৩০ । বৈষ্ণবপদ সঙ্কলন

(সঙ্কলকের নাম নেই)
পদকর্তা—বাসুদেব ঘোষ / গোবিন্দ দাস /
বিদ্যাপতি / জগন্নাথ দাস । চন্দ্রশেখর ।
পুঁথি—সম্পূর্ণ ।

পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-২০, প্রতি পৃষ্ঠা—৭, ৮, পঙক্তিতে লেখা। কেবলমাত্র ১৬ ক পৃষ্ঠা এবং শেষপৃষ্ঠা ৯ পঙক্তিতে লেখা। পুঁথির শেষে লিপিকাল ও লিপিকরের উল্লেখ নেই।
তুলট কাগজ। মাপ—২৭ × ১০ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ গৌরচন্দ্র ॥

আজু কেনে গোরা চাঁদের বিরস বদন।
কি ভাবে পড়্যাছে মনে সজল নয়ন ॥
জেমুখে মধুর বাণি অমৃত নিন্দন।
কাহে কাহে সে মুখে নিরস বচন ॥
কত সুধা বরিখয়ে জে চাঁদ বদনে।
সে মুখ শুখাখ্যা গেছে কিসের কারণে ॥
আলসে অবস অঙ্গ ধরনে না জাঅ।
চলিআ চলিআ পড়ে গোরা রাঅ ॥
বাসুদেব ঘোষে কহে গোরা কোথা ছিলে।
কি সুখ লাগিয়া গোরা রজনি বঞ্চিলে ॥

গোবিন্দদাস—

কুসুমিত কুঞ্জেতে ভ্রমরা নাহি গুঞ্জরে
সঘন রোয়ত সুকশারি।
গোবিন্দদাস কহে আনি সখি পুছত
কাহে এত বিঘ্ন বিথারি ॥

চন্দ্রশেখর—

সুয্য সুতা কুলে আনল জানহ
হাম প্রবেশিব তাঅ।
চন্দ্রশেখর কহে সুনসুন সুন্দরী
হাম সব করব উপাঅ ॥

জগন্নাথ দাস—

রাই সে বিরহে মতি কিহবে তাহার গতি
তুমি সে পিরিতে দিনে চোর।
জগন্নাথ দাস কহে ছাড়িলে ছাড়া নহে
সুখমঅ নন্দকিশোর ॥

পুঁথির শেষ অংশ / বিদ্যাপতি—

জনমে জনমে মোর এই প্রতি আসে।
দুখানি চরণ তোমার মোছাইব কেশে ॥
কাল কেশে কাল বেগে রাখিব বান্ধিআ।
জখন তোমা মনে পড়ে দেখিব এলায়্যা ॥
ক্ষেতি রেণু গণি জদি গগনের তারা।
দুই করে সেদি যদি সিন্দুরের বারা ॥
পুরুবের ভানু জদি পশ্চিমে উদিত।
তবু বিচলিত নহে সুজন পিরিত ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি এই রস জান।
দুইকো পিরিতি দুহু সে সুজান ॥

৩১। নিগমগ্রন্থ

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৮, প্রতি পৃষ্ঠা—১০ পঙক্তিতে লেখা।
কিন্তু ৮ম তথা শেষ পৃষ্ঠা ১২ পঙক্তিতে লেখা।
পুঁথিতে লিপিকাল নেই।
লিপিকর—শ্রীরাধাচরণ…।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৫ × ১১ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥
জয় ২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবিন্দ ॥
শ্রীশ্রীচৈতন্য দয়াল অবতার।
আপনার গুনে সব জিব কৈলাপার ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জেবা জন বলে।
তার দুটি পদ মুঞি রাখি নিজ গলে ॥
নিগম গ্রন্থ এই নিগম বচন।
হেন রসে আছেজে তার বৃন্দাবন ॥

কহেন গোবিন্দ দাস রিদয় আকুল।
বৈষ্ণব গোসাঞি হল চারি যুগের মূল॥

শেষ ভণিতা—

হরি গুরু বৈষ্ণব তিনে এক করি।
আনন্দে ভজহ মনে কিশোর কিশোরী॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
কোলিযুগে প্রেমদান কৈল সভাকারে॥
অপরূপ লিলা এই নবদ্বিপ [প] রস।
নিগম গ্রহন্ত কথা কহেন গোবিন্দদাস॥
ইতি নিগম গ্রহন্ত সম্পূর্ণ॥

৩২। নিত্যানন্দ আনন্দলহরী

রচয়িতা—বীরচন্দ্র।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৬, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—শকাব্দা ১৭৩৪ সাল ২২ পৌষ।
লিপিকরের নাম পুথিতে নেই।
তুলট কাগজ। মাপ—২৭·৬×১০ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥
নিত্যানন্দ মহীভাব জাহ্নবা রতি বল্লভা।
রাধিকা রমন নিত্য এক অঙ্গ প্রবর্ত্তিতা॥
চৈতন্য চেতনং রূপে স্বয়ং রাধা প্রকাসিতা।
অনঙ্গ জাহ্নবা রাধা নিত্যে সদা বিহারতা॥

পুথির প্রথম ভণিতা—

তবে বীরচন্দ্র প্রভু লিখন করিল।
অনঙ্গ আদেহ রাধা রূপে মিশাইল॥

পুথির শেষে আছে—

জয় রাধা জাহ্নবা জয় অনঙ্গ চরণ।
এই সূত্র দিআ নিত্যে পাই তিনজন॥

'ইতি শ্রী আনন্দ নিত্যানন্দ আনন্দলহরি তত্ত্ব
বীরচন্দ্র গোস্বামী বিরচিতং সমাপ্ত।'

৩৩। আশ্রয়তত্ত্ব

রচয়িতা—নরোত্তম দাস।
পর্নথি—সম্পর্ণ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৬, প্রতি পৃষ্ঠা ১০ পঙক্তিতে লেখা।
কিন্তু ৪নং পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তি এবং শেষপৃষ্ঠা ৪ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকর—শ্রীগঙ্গাহরি সরকার, পশ্চিমপাড়া, পঃ জাহানাবাদ, মান্দারণ।
লিপিকাল—১২৪৩ সাল ৩ বৈশাখ।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৫ × ১২·৫ সেঃ মিঃ।

পর্নথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।।
প্রথমে আস্রয় হয় শ্রীগর্রর্চরণ।
তবে নামাস্রয় হয় যর্ন বন্ধর্গণ ।।
হরিনাম মহামন্ত্র চারিবেদের সার।
নামাস্রয় হয় এই কহিল বিস্তার ।।

পর্নথির শেষ—

নিত্যানন্দ যর্গর চরণে জার আস।
আস্রয়তত্ব বিরচিল শ্রী নরত্তমদাস ।।
"ইতি আস্রয়তর্ত্ত গ্রন্থ সম্পর্ণ।"

৩৪। চৌষট্টি দণ্ড সেবা

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।
পর্নথি—সম্পর্ণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৬, ২য় পৃঃ নেই।
প্রতি পৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা। কিন্তু ৪, ৫ পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তিতে ও শেষ পৃষ্ঠা ৩ পঙক্তিতে লেখা।
পর্নথিতে লিপিকরের নাম ও লিপিকাল নেই।
তুলট কাগজ। মাপ ২২ × ৯ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ ৩
তপ্তসুবর্ণ প্রভাং রাধাং বস্ত্রালংকার ভূসিতাং।
নীলবস্ত্রা পরিধানাং ভ জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ॥
শ্রীললিতায়ৈ নমঃ ॥
তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গিং সিখি পীঞ্চ সমাবেরাং।
সালাঙ্কৃতা তাং ললিতাং ভজে অষ্টাসু বরিংয়সি ॥

পুঁথির মধ্যে আছে—

এই অষ্ট সখি অষ্ট কৃষ্ণের অধিকারী।
জার যেই সেবা তাহা কহিল বিবরি ॥
জার রতি মতি হয়ে রাধা কৃষ্ণের ভজনে।
কৃষ্ণ স্থানে লোঞা জায় এই অষ্টজনে ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তী হয় অষ্ট সখি হইতে।
অষ্টসখি না জানিলে না পারে জাইতে ॥

পুঁথির শেষে আছে—

সাধক যেজন সেবা নির্ণয় বুঝিয়া।
জে সময়ে যেই সেবা করএ চিন্তিয়া ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস।
চৌসষ্টী দণ্ড সেবা নির্ম্ময় কহে কৃষ্ণদাস ॥

৩৫। রায়শেখরের ১২২ পদ

রচয়িতা—কবি রায়শেখর।
পুঁথি—অসম্পূর্ণ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—২-৪২, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে।
১৬ পৃষ্ঠা ৮ পঙক্তি, ৪১ ক পৃষ্ঠা ১০ পঙক্তি, ৪২ পৃষ্ঠা ৭ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১১০০ সাল। ৭ পৌষ।
লিপিকরের নাম নেই।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২·২ × ১১ সেঃ মিঃ

পুঁথির আরম্ভ নেই। ২য় পত্রের আরম্ভ—

চমকি ২ চলি ধনি থর ২ কাঁপে।
পিত বসনে তবই তনু ঝাঁপে ॥
রতি বিপরিত বিন্ধ কয়ন ছিগোই।
রাগ তরল তনু বেকত না হই ॥
কর যোড়ে কামিনি প্রনতি করু দেবি।
আঃসু সকল ধনি তু আ পদসেবি ॥
কামিনি কাহিনি কহু কত বন্ধে।
দেব তিম জ্ঞান দেয় তসু ছন্দে ॥
কহে কবি শেখর শুন সুকুমারি।
পিত বসন তোহে রাখত সামারি ॥

পুঁথির মধ্যে আছে—

বিষাদে বিষণ্ন মন ডাকে সতি নারায়ণ
বটু চাটু করে তারপাসে
রাধার বদন দেখি বিকল হইল আঁখি
বিকট কপট দেব হাসে ॥

* * *

বিশাখা বিসাদে আসেছে ধায়্যা।
সতিগণের শবদ পায়া ॥
ইহাতে কেমনে করিব কাজ।
রাধিকা রহিছে ঘরের মাঝ ॥

পুঁথির শেষে আছে—

রায় শেখর জানে ইহ রস রঙ্গ।
পরবস প্রেম সতত নহে ভঙ্গ ॥

১২২ ॥ শ্রীযুত রায় শেখরের একশ বাইস পদ সমাপ্ত ॥

৩৬। গুরুদক্ষিণা

রচয়িতা—লোচন।
পুঁথি—সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-১১,
প্রতি পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তিতে লেখা। কিন্তু ১১ক পৃষ্ঠা ১১ পঙক্তিতে লেখা।

লিপিকাল—১২৬৮ সাল, ১৫ পৌষ।
পুথিতে লিপিকর সম্বন্ধে লেখা আছে—
"অমান্য অগণ্য জ্ঞানশূন্য কাশীনাথ নন্দী সরকার। সাকিম সূর্য্যাতাজ
জানবন্ধ হয় সেই নাম সেইখানে মমালয়ং।
পঠিতং শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বারিক, সাকিম—পড়াআহরি।"
তুলট কাগজ। পুথিটি খুবই ছিন্ন।
প্রতিটি পাতার অর্ধেক অংশ নেই।
মাপ—৩০ × ১১.৫ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ॥
শুন শুন কৃষ্ণ কথা ভাই বন্ধুজনা।
অবধানে শুন সবে শ্রীগুরু দক্ষিণা ॥
যে রূপে পড়িলাম বিদ্যা…নগরে।
কহিব পুরণ কথা শুনহ সাদরে ॥
সরস্বতী চরণে করিয়া পরিহার।
কৃষ্ণার মহিমা কিছু করিব প্রচার ॥

পুঁথির মধ্যে আছে—

মনে অসন্তোষ বড় কানাই বলাই।
লোচন থাকিতে মোরা দেখিতে না নাই ॥
গোকুলে আছিলাম মোরা রাখালের মনে।
বলে ২ ফিরিতাম গোধন রক্ষানে ॥
* * *
লোচনে দেখিল যদি প্রভু যদুরায়।
চতুর্ভুজ হয়ে সেই স্বর্গপুরী যায় ॥

পুঁথির শেষে আছে—

লোচনে ঠাকুর দেখি ঘুচিল আন্ধার
পাকে পাপীলোক হইল উদ্ধার ॥
পাপীলোক স্বর্গ যায় দেখিল শমন।
শ্রীকৃষ্ণ চরণাবিন্দে করে নিবেদন ॥

৩৭। শ্রীমতীর কলঙ্কভঞ্জন

রচয়িতা—কবিচন্দ্র।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১২,
প্রতি পৃষ্ঠা—৮, ৯ পঙক্তিতে লেখা।
কিন্তু শেষ পৃষ্ঠা ৩ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৪৬ সাল, ৯ জ্যৈষ্ঠ।
লিপিকর—শ্রীগঙ্গাহরি দেবসখা।
তুলট কাগজ, দুভাঁজ করা। মাপ—৩৫.৩ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণনাম ॥ শ্রীমতির কলঙ্ক ভঞ্জন লিক্ষ্যতে ॥
রাজা বলে কহ অপুর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণকথা কহ মুনি করিব শ্রবণ ॥
সুকদেব চরণে রাজা পরিক্ষিত বলে।
কি কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণ জসদার কোলে ॥
একদিন নন্দরানি গোবিন্দে লইয়া।
লক্ষ্য চুম্বখান কোলে বসাইয়া ॥
মরিবে জাদব রায় মোর বাক্য রাখ।
চাঁদমুখে চম্বখাই মা বলিয়া ডাক ॥
এত বলি খাইতে খাইতে দিল খিরম্বর নুনি।
রাখরে মায়ের বাক্য বাছা জাদুমনি ॥
এইরুপে রাখি রাণি গ্রিহকক্ষে গেল।
আঙ্গিনায় বসীকৃষ্ণ খেলিতে লাগিল ॥
হোথা জত গোপিসব একত্র হইয়া।
করেন পরম যুক্তি বিরলে বসিয়া ॥

প্রথম ভণিতা—

শ্রীকৃষ্ণের স্থানে যেবা অহংকার করে।
সেইখানে দর্পদুর্ম্ম করেন তাহারে ॥
রাধা হৈতে প্রিয় আর নাহি ত্রিভুবনে।
অহংকার চুর্ম্ম হয় কবিশ্চন্দ্র ভনে ॥

শেষ ভণিতা--

এতকলি জানি কৃষ্ণ হাসিয়া ২।
জসোদার কোলে কৃষ্ণ বসিলেন গিয়া ॥
রাধিকা মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়।
এতদূরে কলংক ভঞ্জন হইল সায় ॥
ইতি শ্রীমতির কলংকভঞ্জন সমাপ্ত ॥

৩৮। বৃন্দাবন নির্ণয়

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।
পুঁথি—খণ্ডিত।
পত্রসংখ্যা—২ ক—৬ ; ১,৩ পৃষ্ঠা নেই।
প্রতি পৃষ্ঠা—৭ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১১০৫ সাল ৫ শ্রাবণ।
লিপিকরের নাম পুঁথিতে নেই।
তুলট কাগজ। মাপ—২৭'৭ × ১০'২ সেঃ মিঃ।

২ পত্রের আরম্ভ—

বাউব্য হইতে যমুনা আইলা বৃন্দাবনে।
শ্রীবৃন্দাবন আর মথুরা প্রদক্ষিণে ॥
গোকুল প্রদক্ষিণ করি আইলা পূর্ব্বমুখে।
প্রয়াগে গঙ্গার সনে গেলা দোঁহে সুখে ॥
শ্রীবৃন্দাবনের বাউব্য কোনে ভদ্রবন।
অষ্টক্রোষ যমুনার পার বিচিত্র কানন ॥
অতিবড় গম্ভির বন যমুনার ধার।
তাহাতে গোচারণ কৃষ্ণ করিলা আপার ॥

পুঁথির শেষে আছে—

বৃন্দাবনের উত্তরে মানস সরোবর।
নানাবৃক্ষ নানা লতা দেখিতে সুন্দর ॥
চৌরাশী ক্রোস বেষ্টীত শ্রীব্রজমণ্ডল।
তার মধ্যে কহিলাম বৃন্দাবন স্থল ॥
সাধক জে জন এইমত করে ধ্যান।

কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ভাই ইথে নাহি আন ॥
ব্রহ্মা আদি দেবে জার নাহি পারে সীমা।
কে কহিতে পারে বৃন্দাবনের মহিমা ॥
সাধক জে জন এই মত দৃষ্টীকরে।
জে সমএ সেই লীলা ভাবনা জে করে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ।
বৃন্দাবন নির্ন্নয় কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান সংপূর্ন্ন ॥

৩৯। গুরুদক্ষিণা

রচয়িতা—শঙ্কর।
পুঁথি—খণ্ডিত
পত্রসংখ্যা—১-১৬, প্রতি পৃষ্ঠা—৭,৮ পঙক্তিতে লেখা।
পুঁথির শেষ না থাকায় লিপিকাল ও লিপিকরের নাম জানা যায়নি।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২·৭ × ১১ সেঃ মিঃ

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি ॥ অথ গুরুদক্ষিণা লিক্ষতে ॥
কংস ধংস করি কৃষ্ট মথুরা নগরে।
ভক্তগণ লঞা কৃষ্ণ আনন্দ বিহারে ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র ভারিয়া অন্তরে।
বিদ্যা আরোপিল ধর্ম্ম জানাতে সংসারে ॥
অবান্ত নগরে জাব পঠন কারণ।
গুরু পুত্র ছলে সংখা কোরিব নিধন ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

যুবাকালে কামে মত্ত হঞা নষ্টকর্ম্ম করে।
ধর্ম্মা ধর্ম্ম লোক ভঅ কিছু নাই নাচরে ॥
বির্দ্ধকালে অনুসোচ সদাই বিকল
শিশিরেতে দগ্ধ জেন কমলের দল ॥
এইসব উত্তর যদি কানাঞি বলিল।
তাহা যুনি মাতাপিতা প্রবোধ করিল ॥

কৃষ্ণের চরিত্র এই গাইল সংকর।
এ ঘোর সাগরে পার কর পামোর ॥

৪০। গেড়ুচুরি

রচয়িতা—কবিচন্দ্র।
পুঁথি—খণ্ডিত।
পৃষ্ঠার ক্রমিক স্থান ছেঁড়া। চারটি পত্র পাওয়া গেছে।
প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা। কিন্তু শেষ পত্রটি ৮ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৩১ সার ১৫ পৌষ, রোজ-মঙ্গলবার।
লিপিকর—শ্রীবংশীধর দাসসরকার।
সাং—শ্যামনগর।
তুলট কাগজ। মাপ—২৯ × ১০ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ গেড়ুচুরি লিক্ষতে ॥
রাজাবলে কহ ২ অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণকথা কহ শুনী জুড়াক জীবন ॥
সুকদেব বচনে রাজা পরিক্ষীত বলে।
কীকর্ম্ম গোবিন্দ করিলা কুতুহলে ॥
একদীন নন্দরানি গোবিন্দ লইয়া।
লক্ষ ২ চুমুখায় কোলেতে করিয়া ॥
মরিরে জাদব রায় মোর বাক্যরাখ।
জদি মুখে চুম্ব খাই মা বলিয়া ডাক ॥

পুঁথির মধ্যে আছে—

মায়েরে কাতর দেখি প্রভু ভগবান।
কপট বালক হরি করিলা ক্রন্দন ॥
কান্দিতে ২ কয় জননী গোচরে।
এত বড় বুকের পাটা গেড়ুচুরি করে ॥
কপট করিয়া কয় আঁখি ছল ২।
পায়ে ধরি গড় করি গেড়ু দিতে বল ॥
জসদা বলেন কানাই না কর চানাতি।

আমি নাই গেড়ু দীলাম গেড়ু কোথা পালি ॥
কৃষ্ণবলে আগো মাতা বলী তোমার স্থানে।
দীয়াছে সনার গেড়ু দাদা বলরামে ॥
সেই গেড়ু লয়া আমী আনন্দে খেলাই।
কবিচন্দ্র বলে প্রভু বলিহরি জাই ॥

পুথির শেষ ভণিতা—

মনে মনে হাসেন প্রভু মদন মোহন।
কালি সর্ব্বে শুন ভাই কলঙ্ক ভঞ্জন ॥
সেবিয়া ব্যাসের পদ কবিচন্দ্রে গায়।
এতদুরে গেড়ুচুরি পালা হল্য সায় ॥
"ইতি গেড়ুচুরি সমাপ্ত হইল ॥"

৪১। তুলসীচরিত্র

রচয়িতা—দ্বিজ ভগীরথ।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৬, প্রতি পৃষ্ঠা—১০ পঙক্তিতে লেখা, কিন্তু ৪ পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তি এবং শেষপৃষ্ঠা ৪ পঙক্তিতে লেখা।
রচনাকাল—১২১৬ সাল; ২৪ মাঘ, রোজ-সোমবার। বেলা দেড় প্রহর।
'বৃন্দাবন পালের দানিজায় সংপুর্ণ্য।'
লিপিকর—শ্রীরামলোচন ঘোষ, সাং মকরন্দপুর। পরগনা—বিষ্ণুপুর।
তুলট কাগজ। মাপ—৩১×১০ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

প্রথম ভণিতা—

শ্রীশ্রীহরিকৃষ্ণ ॥ প্রনমহো নারায়ণ জগত কারণ।
সৃষ্টী স্থিতি প্রলয় জাহার সৃজন ॥
রসিক জনার সঙ্গে বসিল……।
…র প্রসঙ্গ ভাই সুন সর্ব্বলোকে ॥
সংসারে পন্ডিতের পুত্র দ্বিজ ভগিরথ।
পদ্মপুরাণে দেখি তুলসির মহত্ত্ব ॥

তুলসীর মহিমা—

অন্ত করি জেইজন তুলসি সেবিব।
তাহার পুন্নের সিমা লিখিতে নারিব ॥
স্মান করিয়া জেবা নমস্কার করে।
সর্ব্ব পাপ বিমোচন জয় স্বর্গপুরে ॥

পুঁথির শেষ ভণিতা—

তুলসি চরিত্র ভাই সুন একমনে।
দ্বিজ ভগিরথে বলে শ্রীহরিচরণে ॥

পুঁথির শেষে আছে—

তুলসির নাম লইলে পুন্নের নাহি সিমা।
পদ্মপুরানে গাইল তুলসি মহিমা ॥
"ইতি তুলসী চরিত্র সমাপ্তং"

৪২। বৈষ্ণববন্দনা

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-৯, প্রতি পৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১০৮০ সাল ১১ জ্যৈষ্ঠ ; সোমবার।
পাঠক—শ্রীনারায়ণ দাস কর্ম্মকার।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২.২ × ১১ সেঃ মিঃ।

পুঁথির প্রথমাংশে আছে—

প্রাণ গোরাচান্দ মোর ধন গোরাচান্দ।
শচির দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ ॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করুঁ গুরু বৈষ্ণব চরণে ॥
জে কিছু কহিব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
জতেক বৈষ্ণব তাহাকে কহিতে পারে ॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের সকতি।
মুঞি কোন নিচ হও শিশু অল্পমতি ॥

জিহ্বার আরতি অতি মনের বাসনা।
তেঁঞি সে করিতে চাঙ বৈষ্ণব বন্দনা ॥

পুঁথির শেষে আছে—

বৈষ্ণব বন্দনা পড়ে শুনে জেইজন।
অন্তর মলিন ঘুচে সুদ্ধ হয়ে মন ॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব বন্দনা।
কোন কালে নাঞি পায়ে কোনঞি জাতনা ॥
দেবের দুল্লব প্রেম ভক্তি ফল লভে।
দৈবকি নন্দন এইসব কহে ॥

৪৩। সুদামাচরিত্র

রচয়িতা—দ্বিজ পরশুরাম।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৬, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা। কিন্তু ৪ক পৃষ্ঠা ১০ পঙক্তিতে এবং শেষ পৃষ্ঠা ৮ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১০৯০ সাল, ১৭ ফাল্গুন।
লিপিকর—শ্রীঘনশ্যামদাস।
পাঠক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস নন্দী, সাং—হাতিয়া গ্রাম।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২·২ × ১০ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥
কহ ২ সুখদেব পরিক্ষিত বলে
জে জে কর্ম গোবিন্দ করিল্যা কুতুহলে ॥
সেই বাক্য জাহাতে কৃষ্ণের গুনগাথা।
সেই সে বদন জাহে কহে কৃষ্ণ কথা ॥
সেই বস্তু বলি জাহে কৃষ্ণ কর্ম করি।
সেই মন বলি জাহে কৃষ্ণ আসা করি ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার গাথা
শুন হে বৈষ্ণব পরায়ণ।

সুনিলে বাঞ্চিত লভে আনন্দে বৈকণ্ঠে জাবে
দ্বিজ পোরুসরাম বিরচন ।।

পুথির মধ্যে আছে—

গোবিন্দ ভাবনা করি জাব সেই পুরি ।
দেখিব সাক্ষাতে আজি দেব শ্রীহরি ।।
চিন্তিত হইল মনে সুদামা ব্রাহ্মণ ।
সর্ব্ব সুখময় সেই দৈবকি নন্দন ।।
কোথা দেখা পাবো আমি প্রভু নারায়ণ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি বিপ্র ডাকে মনে ঘন ।।

পুথির শেষ ভণিতা—

ভুমি স্বগ্যে ভুঞ্জিলা সেবিলা নারায়ণ ।
বৈকন্ঠে চলিলা বিপ্র খসিলা বন্ধন ।।
সুদামা চরিত্র যেই কহে পরুসরাম ।
জেই জন পড়ে সুনে সে ভাগ্যবান ।।
"ইতি সুদামাচরিত্র সমাপ্ত ।।"

৪৪ । কালীয়দমন

রচয়িতা—অনুসুখ দাস ।
পুথি—সম্পূর্ণ ।
পত্রসংখ্যা—১-৫, প্রতি পৃষ্ঠা—৬, ৭, ৮, ৯, পঙক্তিতে লেখা হলেও শেষ পৃষ্ঠা ৪ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—১২৭০ সাল, ২৬ ফাল্গুন ।
লিপিকর—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ চট্টরাজ ।
পাঠক—'শ্রীচিনিবাস দে, সাঃ বনকাটী, পঃ ছাতনা ।'
তুলট কাগজ । মাপ—৩৩.৫ × ১২.৪ সেঃ মিঃ ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি ।। কালিয়দমন লিক্ষতে ।।
একদিন প্রভাতে উঠিয়া নন্দলাল ।
গোধন চরাতে বনে সাজিছে গোপাল ।।

সিদাম সুদাম আদি সঙ্গে সখাগণ।
সাজিছে বালক সব রাখিতে গোধন ॥
হৈ ২ বলিআ ধেনু চালান রাখালে।
গোধন না চলে আর কিস্টচন্দ বিনে ॥
তোমা বিনে ধেনু বই নাহি চলে আর।
হেন কালে নন্দরানি পাইল সমাচার ॥
আকুল হইয়া রানি আইল ধাইয়া।
কোথাকে সাজিছ বাছা মোর মথা খেয়্যা ॥
তোমা না দেখিয়া আমি রহিব কেমনে।
ব্রজপুরি সন্নাসপুরি তুমি জাহ বনে ॥

পুঁথির মধ্যে আছে-

এত বলি বিলাপ করএ শিষু জত।
গোকুলে নগরে বড় দেখিছে উপহত ॥
আজি কেন অমঙ্গল দেখি ব্রজপুরি।
জসদার সাক্ষাতে নাই দেখি ব্রজনারি ॥
এমত কহিল তবে সকল গোয়াল।
সিষু সঙ্গে গেছে মোর দুধের গোপাল ॥
না জানি কি জন্য বলি কহেন নন্দঘোসে।
সাজিল বালক সব কৃষ্টের উদ্দেসে ॥
নন্দরানি জসমতি সকল গোপিনি।
তার আগে বলরাম সাজিল য়াপুনি ॥
কালিদএ রতিরে গিয়ে দিলা দরসন।
জাইয়া দেখিল সভে সিষুর রোদন ॥
সিষুর রোদন দেখি জসমতি মায়।
ধুলায় লোটায় রানি করে হায় ২ ॥
*　　*　　*
কার বোলে কালিদএ ঝাপ দিলে হরি।
অভাগিনি মা এ ডাকে আইস্য কোলেকরি ॥
নন্দঘোষ করুণা করএ কৃষ্টবলি।
কালিদএ যুজি বুলে হই এ ব্যজেনি ॥
তখন আপন মূর্ত্তি ধরিল গোপালি।
ব্যাকুল হইয়া রাণি ছাড়এ হামফাল (?) ॥

বিশ্বম্ভর রূপ ধরি কলির উপরে।
পরম আনন্দে নিতি করে গদাধরে ॥

পুঁথির শেষ ভণিতা—

কত শত ধেনু দান করেছে ব্রাহ্মণে।
মহানন্দ মহ ২ সবনন্দের ভুবনে ॥
অনুষুক দাসে বলে ষুন কংস রায়।
এবারে নাহিক বিদুর কি হবে উপায় ॥

৪৫। উপাসনাতত্ত্ব

রচয়িতা—নরোত্তম দাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পৃষ্ঠাসংখ্যা—১-১৩, মধ্যে ১ পৃষ্ঠা নেই। প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠাটি ৬ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—শক ১৭৪৮ সাল ৬ ভাদ্র।
লিপিকরের নাম পুঁথিতে নাই।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২.২ × ১০ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥
নমামী গৌরচন্দ্রস্য নিত্যানন্দস্য তৎপরং।
শ্রীয়দ্বৈত শ্রীনিবাসানাং গৌর ভক্তে নমনম

প্রণমহ গুরুদেব শ্রীপাদ কমল।
জার কৃপা লেসে হয় কৃষ্ণ প্রাপ্তি বল ॥
এমন গুরুর পায় সদা কর ধ্যান।
কৃপার ইঙ্গিতে খণ্ডে সকল অজ্ঞান ॥
গুরুর চরণ ধ্যান গুরুর সেবন।
গুরুর চরিত্র চিত্তে শ্রবণ কির্ত্তন ॥
নিজ গ্রন্থে শ্রীমত শ্রীরূপ মহাসয়।
প্রথমে গুরুর ধ্যান লেখিল নিশ্চয়।
* * *
জয় ২ শ্রীচৈতন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন।

প্রণাম সহস্র যার স্মরণ বন্ধন ॥
কলি যুগে য়বর্তার জিবেরে তারিলা।
ভক্ত সঙ্গে লঞা প্রেম ভক্তি প্রচারিলা ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

অকথ্য কথন কিছু বুঝিলেন না জায়।
উপাসনা তত্ত্বসার নরোত্তম গায় ॥

শেষ ভণিতা—

বৈষ্ণব গোসাঞি কর কৃপা নিরক্ষণ।
বিকাইলু তব পায় দেহ প্রেমধন ॥
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ সঙ্গে মোর উল্লাস।
উপাসনাতত্ত্ব সার কহে নরোত্তম দাস ॥

৪৬। স্বরূপবন্দনা

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৪, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৪০ সাল ৮ ভাদ্র।
মোটা তুলট কাগজ। মাপ—৩৬·২ × ১২·৪ সেঃ মিঃ

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরিং ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
জয়াদৈত চন্দ্রদয় গৌর ভক্তবিন্দ ॥
স্থন শ্রোতাগন সব হঞা উল্লাস।
সব ভক্তগণ সঙ্গে হইল প্রকাশ ॥
সভার স্বরূপ করি সুন সাবধানে।
সথাসখি মাতাপিতা আর ভক্তগণে ॥

পুঁথিমধ্যে আছে—

তবে কহি বিষ্ণুপিয়া লক্ষিঠাকুরানি।
রুক্মিনি সত্যভামা রূপে জন্মিলা আপনি ॥৮

পদ্মাবতি ঠাকুরানি হাড়াই পণ্ডিত।
বসুদেব দৈবকি তেহোঁ জানিহ নিশ্চিত ॥
রেবতি বারুনি বলি পুর্ব্ব অবতারে।
বসুধা জাহ্নবি বলি জানিহ তাহারে ॥

পুঁথির শেষ ভণিতা—

এইত কহিল সজ্জুথ নিরোপন।
অপুর্ব্ব অমৃতকথা করহ আয়োজন ॥
স্বরূপ সনাতন পদে জার আস।
স্বরূপ বন্দনা কহে দিন কৃষ্ণদাস ॥

৪৭। পাষণ্ডদলন

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৮, প্রতি পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—শক ১৭৪৮, ২০ অগ্রহায়ণ।
লিপিকর—শ্রীহরিদাস বৈরাগী।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩·৫ × ১১·৬ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন সলাকয়া।
চক্ষুর মিলিতং জেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নম ।।
রেনু হইতে হঞ লিন বন্দো গুরু শ্রীচরণ
রাধাকৃষ্ণ পাই জাহা হইতে।
গুরুর চরণ নিধি চিন্ত ভাই নিরবধি
মুক্ত হবে জদি জান চিত্তে ॥
ভাবিদেখ নিরন্তর গুরু সভার পরাৎপর
বেদে এই বলে পুনঃ পুন।
জতেক য়মর পতি নিবিষ্ট হইয়া মতি
আসা করে শ্রীগুরুচরণ ॥
গুরু আজ্ঞা নাহি ধরে সেই পাপী এ সংসারে
কনকালে না হয় নিস্তার।

সুকরশ্ধ কুর হয়্যা কিট য়াদি দেহ পায়্যা
পসু জোনি হয় য়ধিকার ॥
শ্রীগুরুর য়াঞ্জা ধরে এভব সংসারে তরে
ইতে কিছু নাঞিক য়ন্যায় ।
নারদাদি মুনি জত গুরু সেবে য়বিরত
এইমত জানিহ সর্ব্বথা ॥

পুথির মধ্যে আছে—

সুন ২ হরিদাস সুন এই রিতি ।
হরিনাম বিনে জিবের নহে য়ার গতি ॥
বৈষ্ণব হইয়া জদি পাসণ্ডে মিলয় ।
পাষণ্ড সহিত সেই জায় জমালয় ॥
হরিনাম বড় ধন কহিল তুমারে ।
হরিনাম নিলে জম ছুইতে না পারে ॥

পুথির শেষে আছে—

প্রেমাবেসে দুইজন য়ালিঙ্গন করে ।
হরিবোল তিনবার বলে উচ্চস্বরে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র করি য়ভিলাস ।
পাসণ্ডদলন কহেন শ্রীকৃষ্ণদাস ॥

৪৮। বস্তুতত্ত্বসার

রচয়িতা—লোচনদাস ।
পুথি—সম্পূর্ণ ।
পত্রসংখ্যা—১-৫, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা । কিন্তু শেষ পৃষ্ঠাটি ৮ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—১২৩৪ সাল, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ।
তুলট কাগজ । মাপ—৩২·৬ × ১১·৫ সেঃ মিঃ ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ স্বহায় ॥ বস্তুতর্ত্তসার গ্রন্থ আরম্ভ
রসিক ভক্তের প্রকরণ ॥
জয় ২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গোর ভক্তবৃন্দ ॥

সুনহ রসিক ভক্ত সাধন ভজন।
এইমত সাধনে পাই রাধাকৃষ্ণ ধন ॥
পুরুস প্রকৃতি হয় দুই বিবরণ।
এইরূপে দুহাকার স্বরূপ গঠন ॥
প্রকৃতি পুরুস দুহার আধার য়াধেয়।
তাহাবিনে তিলেক থাকিতে নারে কেহ ॥
এই রূপে কহি নিত্যধামের বিত্তান্ত।
জেই ইহা য়াচরিব সেই পায় অন্ত ॥
তর্ত্ত না জানিঞা ইহা য়াচরে কেমনে।
অতএব লেখি কিছু তার বিবরণে ॥

পুঁথিতে একটিই ভণিতা আছে, শেষ পত্রে—

চৈত্যরূপে গুরু মোরে দরসন দিয়া।
ধর্ম্ম জানাইলা মোরে য়াপন করিয়া ॥
আত্মসাথ করি মোরে লইলা জে কালে।
আজ্ঞা মানিলাম য়ামি চরণ কমলে ॥
সদয় হইয়া মোরে এক আজ্ঞা দিলা।
সেই য়াজ্ঞা মোর ভরসা বাড়িলা ॥
জে কর্ম্ম করিএ য়ামি সেই য়াজ্ঞা বলে ॥
সে চরণ হইতে জেন মন নাহি টলে ॥
এইত কহিল তবে বস্তু বিবরণ।
সংক্ষেপে কহিল কিছু না জাএ বর্ন্নন ॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
বস্তুতর্ত্তসার কহে এ দাস লোচন ॥

"ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যবস্তুসার পরকিয়া রসনির্জ্জাস বিবরণং সাধকা বস্তু প্রকরণং নাম ইত্যাদি ॥"

৪৯। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

রচয়িতা—নরোত্তমদাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১৬,
প্রতি পৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১১১৫ সাল অগ্রহায়ণ মাস, তারিখ নাই।
তুলট কাগজ। মাপ—৩০ × ১০·২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়াং নমোনমোঃ ॥

প্রথমাংশে—

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম কেবল ভকতি সখঃ
বন্দোমুঞি সাবধান মনে।
জাহার প্রসাদেতে ভাই এভব তরিয়া জাই
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে জাহা হবে ॥
গুরুমুখ পদ্মবাক্য হৃদেকরি মহা অক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি
জে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা ॥

পুঁথির মধ্যে আছে—

অসত সঙ্গতি কথা ত্যাগকরি অন্য গীতা
কর্ম্ম জ্ঞানি পরিহরি দূরে।
কেবোল ভকত সঙ্গ প্রেমভক্তি রস রঙ্গ
লীলাকথা ব্রজ রস পুরে ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

ভাগবত শাস্ত্র মর্ম্ম নববিধি ভক্তি ধর্ম্ম
সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাঞি তোমারে কহিলভাই
এই তবে পরম ভজন ॥
সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য চিত্তেতে করিঞা অক্য
সদত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্ম জ্ঞানি ভক্তিহিন তাহারে করিয়া ভীন
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে।

পুঁথির শেষে আছে—

শ্রীলোকনাথ প্রভু সঙ্গ না ছাড়িহ কভু
তব পাদপদ্ম করি আস।
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা এই তুমি সে কহায় জেই
অতএব আমার প্রভাস ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে জে বোলান বাণি।
তাহা বিনু ভালোমন্দ কিছুই না জানি ॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পাদপদ্ম করি আস ॥
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা কহে নবোত্তম দাস ॥

'ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং প্রশঙ্গানুকরণং যথা কথনং সংপূর্ন্যমস্তু ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসকঃ। বকলমোনে পীদোসঃ আনবান নীরো যথা ॥ মিদাং সহস্তাক্ষর শ্রীচৈতন্য দাসানু দাষ দাসষ্য দেহি মম ধমায় ঃ ॥'

৫০। আত্মজিজ্ঞাসা

রচয়িতা—নাম নেই। পুঁথি—সম্পূর্ণ।

পত্রসংখ্যা—১-৪, প্রতি পৃষ্ঠা—৯, ১০ পঙক্তিতে লেখা।

১, ২, ৩ পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তিতে, ৩ ক এবং ৪ ক পৃষ্ঠা ১০ পঙক্তিতে এবং শেষ পৃষ্ঠা ৭ পঙক্তিতে লেখা।

পুঁথিতে লিপিকাল নেই। লিপিকরের নামও নেই।

কেবলমাত্র পাঠকের নাম পাওয়া যায়।

পাঠক—শ্রীরাজিবলোচন দাস।

তুলট কাগজ। মাপ—৩৪.৪ × ১২.৪ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—অথ আত্মজিজ্ঞাসাঃ ॥

তুমি কে আমি জীব।
কোন জীব? তটস্থ জীব ॥
থাক কোথাঃ ভাণ্ডে।
তর্ত্ত বস্তুইতে হইল ॥

পুঁথির শেষাংশ—

রসের তরঙ্গে পড়ি নাহি জানে আন।
রসেতে মান হঞা সদাকরে পান ॥
রসপান করি তবে সেই জে পাইবে।
রসের মরম জানি প্রভুকে ভুজ্ঞাবে ॥
প্রভুর সুখে সুখি হঞা ভজে জেয়েই জন।
অবশ্যা মানবে তারে নৃত্য বৃন্দাবন।
'ইতি আত্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থ সম্পূর্ণ।'

৫১। স্মরণটীকা

রচয়িতা—পুঁথিতে নাম নেই।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১৩, প্রতি পৃষ্ঠা—১০,১১ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৮৪ সাল, ২৮ আশ্বিন, বেলা দেড় পহর ;
বার শনিবার, তিথি—সপ্তমী।
লিপিকর—শ্রীধনঞ্জয় সিংহ।
তুলট কাগজ। মাপ—৩১'৫ × ১০৫ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অথ শ্রীজীবগোস্বামী নাটীকানুসারেণ স্বোউরনি

প্রথমাংশ—

অষ্টবর্ষ আগে রূপ গেলা বৃন্দাবনে।
সনাতন ছাড়ি তোথা সুখ নাহি মনে ॥
দিবা নিসি ভাবে রূপ গৌরাঙ্গচরণ।
সনাতন সঙ্গে পুন করহ মিলন ॥
এই বাঞ্ছা করি মনে ফিবে বিন্দাবনে।
যুগল কিসোর পদ করি আরাধনে ॥
*   *   *
পাতঃসার উজির হঞা ছিলা সনাতন।
শ্রীরূপ লাগিঞা সদা স্থির নহে মন ॥
গোরাঙ্গ পাদপদ্ম করে আরাধন।
বিসঅ বিসম বন্ধন মোর করাহ মোচন ॥
বিস অবিসের জালা সহনে না জাতা।
রিদএ পুড়িঞে মরে কি করে উপাঅ।
এই ভাবে দিবা নিসি কান্দে সনাতন।
নাষরে নয়ানে জল বিরস বদন ॥
দেখিঞে সঙ্গের লোক খিজমতগার।
সভি পানে সার কালে করেন গোচর ॥
সাহেব সেলাম আমার আরজ যুণ এক।
উজির ঠাকুর কান্দে নাহি জানি ভেদ ॥

পুঁথির শেষে আছে—

সাধক ষুনিঞা…কালে দেখি এ নপণে।
বিনা গুরু উপদেশে না জানে কোন জনে ॥
সার বস্তু সাধনা কহিল তোমারে।
ইহার উপ…হি আর ব্রহ্মান্ত ভিতরে ॥
তও এ ভাবে কাজ মঞ্জরি পরিচঅ।
উপাসনা সার এই কহিল নিশ্চঅ ॥

৫২। কুন্তীর বাণ ভিক্ষা

রচয়িতা—কবিচন্দ্র।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১২, প্রতি পৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা, ১১ পৃষ্ঠা ৭ পঙক্তিতে, ১২ তথা শেষ পৃষ্ঠা ৫ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৪১ সাল, ২৬ পৌষ।
পাঠক—শ্রীবিজয়রাম মাল, সাং—মাগুরা।
ইহার দাম ৩ আনা।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২·২ × ১১ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীসিতারামজী ॥ কুন্তির বাণভিক্ষা।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরু গেলা নিজ স্থানে।
ক্রোধ করি দুর্য্যোধন ডাকী সৈন্যগনে ॥
ভিস্ম কর্ণ্য কৃপাচার্য্য বিদুর মহাসয়।
সৈন্যগণ রাজার সম্মুখে রহায় ॥
বসিল জতেক লোক রাজা বিদ্যমানে।
ক্রোধকরি দুজ্জোধন ডাকি সৈন্যগণে ॥
সভাই কহিলে মোর পান্ডব কোন ছার।
এখন পালাহ সভে এ কোন বিচার ॥
সব্ব সৈন্য গেল মোর দেস জুড়ে লাজ।
জয়ধ্বনি দিয়া জায় পান্ডব সমাজ ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ব্যাসের বর্ণন।
সুনিলে এসব কথা পাপ বিমোচন ॥

পুথির শেষাংশ—

কর্ণ্য বলে পদ্মবতি আর কিবা বল।
এতদিনে ধর্ম্মযুদ্ধে মোর প্রাণ গেল॥
এত বলি কর্ণ্যবির বাণ হাথে লৈয়া।
কুন্তির হস্তেতে বাণ দিল সমর্পিয়া।
বাণ পেয়্যা কুন্তিদেবি করিলে গমন।
এত দূরে পালাসঙ্গে কবিশ্চন্দ্রে গান॥
ইতি বাণ ভিক্ষা সমাপ্ত॥

৫৩। রামায়ণ পালা

রচয়িতা—রাধালাল চট্টরাজ।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১১, প্রতি পৃষ্ঠা ৯, ১০ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৭৯ সাল ৭ পৌষ, বেলা দুই দণ্ড।
লিপিকর—শ্রীরাধালাল চট্টরাজ। সাং উপড়িহি।
তুলট কাগজ। মাপ—৩১.৮ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ —

শ্রীশ্রীরামচরণ ভরসা॥ রামরাশ পালা লিক্ষতে॥
জয়তি জগত ভানু কুলোদ্ভব।
জেনামের গুনে মৃত ছাড়িলেক সব॥
জুগল চরণ চরাচরে সদা সেবে।
অগাদ রাঘব তর্ত্ত নরে কি জানিবে॥
জখন ভুধর ভর ভারাঞান্ত হয়।
তখন দুর্ব্বার দণ্ডে জন্মে কৃপাময়॥
সেছাময় সেছাতে সংসার কোটী ২।
ক্ষেণে জন্মে ক্ষেণে জায় ক্ষেণে পরিপাটী॥
অম্বুজনেত্রের চিত্রে অম্বুজের অম্বু।
ভাব ভাই ভবনাদি ভাবনায় কুম্ভ॥
শ্রীরাম লিলার কিছু না জানি সন্ধান।
বুধবক্তে বাণি শুনি করিলাম বর্ন্নন॥
রসিকের মুখে হয় রসময় কবি।
শিষু ইষু (?) আবদ্ধ কি কলান্ত ছবি॥

'জেন জানি মানসেতে করিয়ে বিচার ।
নিবেদিএ সভাতলে প্রসঙ্গ লিলার ॥
বাসব বিরিঞ্চী বানি বাসুকি লোকেশ ।
সম্ভু স্বসানেতে থাকি নাহি পায় লেস ॥
ইতরের সাধ্য কিবা বক্তে বেক্ত করা ।
সদ্দাবোধ নাহি ক্ষের মানস আন্ধারা ॥
সুনহ সুজন ভাই আপনার গুণে ।
শ্রীরামের রাসলীলা করিল বর্ন্নে ॥

প্রথম ভণিতা—

ভনএ রাধিকালাল ব্রাহ্মণ চরণে ।
সিতারাম বরধাম তমসএ মনে ॥
* * *
অগস্ত আশ্রম হৈতে শ্রীরামলক্ষণ
পঞ্চবটী পথে তিনে করিলা গমন ॥
বিপীন সোভন দেখী বিপিন বেহারি ।
ফলফুলে নম্রবাণ স্বর মনহারি ॥
নানা জাতি বৃক্ষগণ পঞ্চবটারন্নে্য ।
তাল সাল তমাল আদি গর্ন্নে ॥
* * *
পতির বচন পতি যুনিএ শ্রুবণে ।
করযোড়ে বলিছেন কমল লোচনে ॥
বিধাতার বিবাদে বিসয সব গেল ।
বিমাতার রিনি তব জনক আছিল ॥
সর্ব্বকাল সমান না জায় কোন কালে ।
দুখ যুখ পায় সভে পুর্ব্ব কর্ম্মফলে ॥
জংন জেমন জনমতে জায় দিন ।
কাল বিতরণ করে পণ্ডীত প্রবিণ ॥

পুঁথির শেষাংশ—

দ্বারে ধনু ধরি জাগী লক্ষণ রহিল ।
কুটিরের মধ্যে সীতারাম নিদ্রা গেল ॥
এই তো করিল রামরাশের বর্ন্নন ।
প্রণিধান করি সভে যুন সর্ব্বজন ॥

কুম্ভমাসে চন্দ্রশীন্ধ দিনে হৈল্য সারা।
শ্রুবণ করিলে ঘুচে মনের আন্ধারা ॥
দ্বিজ রাধালাল ভনে ঘোর কলিকালে।
যুহ্বা মোর অন্তে জেন সীতারাম বলে ॥

৫৪। শক্তিশেল পালা

রচয়িতা—কবির নাম নেই।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১২,
প্রতি পৃষ্ঠা—১০ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৬৬ সাল ১২ আশ্বিন।
লিপিকর—শ্রীমুকুন্দলাল চট্টরাজ। সাঃ—পুরন্দরপুর।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৪ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ অথ শক্তিশেল লিক্ষতে ॥
তারপর অবগতি শুণ সর্ব্বজন।
সমাদরে জোড় করে করি নিবেদন ॥
অতিকাদি ছয় পুত্র সমরে পড়িল।
শুনিয়া রাবণ রাজা ভুমেতে পড়িল ॥
হা পুত্র ২ বলি করএ রোদন।
সম্বরিতে চায় শোক নহে নিবারণ ॥
পুত্রশোক শেল বুকে বাজিল রাজার।
দুঃখেতে সপ্ততনু হইল তাহার ॥
লঙ্কারক্ষা করিবারে ইন্দ্রজিতে রাখি।
নিজে রণ মাঝে জাব অতিক্রোধ মুখি ॥
উমনি চাপিয়া রথে শিঘ্র চলি জায়
চোতুরঙ্গ দল সব পিছে ২ ধায় ॥
ঘোর শব্দ করিয়া সমরে দিল হানা।
তারে দেখি আগে আইল জত কপি সেনা ।
বানর কে মারে তবে চটকের ন্যায়।
কোথা রামলক্ষণ বলি এ শোকে ধায় ॥
বানরের (?) রাবণের রোশ দেখি কোপি ভঙ্গ দিল ॥
অঙ্গদাদি শেনাপতি আগুয়ান হৈল ॥

মরণ জীবন ধ্যান নাহি পুত্র শোকে।
বাণ মারে নির্ঘাত (?) সম্মুখে পায় জাকে ॥

পুথির শেষে আছে—

জঅরাম বলি ডাকে উচ্চস্বরে।
শত অক্ষহিণী সেনা হুহুঙ্কার ছাড়ে ॥
আনন্দে অমরাবিন্দে দুন্দবি জাজাঅ (?) [বাজাঅ]।
এত দূরে শক্তিশেল পালা হইল শাঅ ॥

৫৫। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১১,
প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা ১ম পৃষ্ঠা কেবলমাত্র ৮ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৬০ সাল, ১৮ আশ্বিন, বেলা একপ্রহর।
পাঠক—শ্রীবিষ্টুপদ পাঠক, সাঃ—পড়াআইতি।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩ × ১১ সেঃ মিঃ।
পুথিটির অধিকাংশ পাতা ছেঁড়া।

শ্রীশ্রীহরিকৃষ্ণ—অথো দ্রৌপদির বস্ত্রহরণ লিক্ষতে ॥
বৈষম্পায়ণ মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
······যুণ মহাসয় ॥
রাজসোই জগ্গ রাজা করিলেন সায় ॥
সভাকবি বসিলেন পাণ্ডব তনয় ॥
······দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
এমন সভাতে বসিয়াছে যুধিষ্ঠীর ॥
ময়দা নামেতে পুরি করিল নি···।
······দেখে জলস্থল······ ॥
সভাছাড়ি চলিলেন রাজা দুর্য্যোধন।
জলস্থলে বুদ্ধি······ ॥
সভামধ্যে দুর্য্যোধন বড় লজ্জা পায়।
পথ ছাড়ি মহারাজা অন্য পথে জায় ॥
মুখে······হাসে কুতুহলে।
সাবধানে হয় রাজা ভিমসেন বলে ॥

কুরু ধংস চক্রবর্ত্তী তুমি মহারাজ ।
······ভিম বড় পাইল লাজ ।।
লাজ পেয়্যা দুর্জোধন গেল নিজবাসে ।
অভিমানে কহে মামা······ ।।
দুর্জোধন বলে মামা জিবনে কি কাজ ।
সভামধ্যে অপমান বড় হৈল লাজ ।।

পুথির প্রথম ভণিতা —

ভাল বল্যা ধৃতরাষ্ট তাহে দিল সায় ।
পাসা হাতে দুর্জোধন খেলি বারে জায় ।।
ষুকর্ণ চলিল সঙ্গে মশ্চি দুস্বাসন ।
গোবিন্দ মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে কন ।।
* * *
দ্রৌপদির বস্ত্র ধর্য্যা টানে দুশ্বাসন ।
রাসি ২ বস্ত্রকার হইল তখন ।।
কৃষ্ণচন্দ দ্রৌপদির আছেন নিকটে ।
জতটানে তত বাড়ে বস্তু নাই টুটে ।।
দ্রৌপদিরে রক্ষা করি প্রভু ভগবান ।
দ্বারিকায় চলিল হরি সত্যভামা সন ।।
বৈসম্পায়ন বলে ষুণ জন্মেজয় ।
পরের করিলে মন্দ আপনাকে হয় ।।
পরখ্যাতি পরনিন্দা করে জেই জন ।।
মরিলে ল ······হয় নরকে গমন ।।
এত ষুনি জন্মেজয় কান্দিয়া বলিল ।
দ্বিজ কবিশ্চন্দ্রে গায গোবিন্দমঙ্গল ।।
দ্রোপদির বস্ত্রহরণ সমাপ্ত ।।

৫৬। নারদ সংবাদ

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস ।
পুথি—সম্পূর্ণ ।
পত্রসংখ্যা—১-২৪, প্রতি পৃষ্ঠা – ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, পঙক্তিতে লেখা । প্রথম পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তি, ২-৭ পৃষ্ঠা ৮ পঙক্তি, তারপরের পৃষ্ঠাগুলি ৯, ১০, ১১ পঙক্তি, ১৭-১৮ পৃষ্ঠা ১২ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—১২২২ সাল ২৫ মাঘ ।

লিপিকর—শ্রীচৈতন্যবরণ দেবশর্ম্মা।
পুঁথিতে দুরকম হাতের লেখা পাওয়া যায়।
১-১১ পত্রের হাতের লেখা অস্পষ্ট। পরবর্তী পত্রের হাতের লেখা স্পষ্ট এবং সুন্দর। মনে হয় লিপিকর ছিলেন দুজন। কিন্তু পুঁথির শেষে লিপিকরের স্থানে একজনের নাম পাওয়া যায়।
তুলট কাগজ। মাপ—৩০ × ১০'৪ সেঃ মিঃ।
পুঁথির প্রথম অংশ ছেঁড়া থাকায় আরম্ভ দেওয়া গেল না। তবে বিষয়বস্তু দশম অবতার সংক্রান্ত।

পুঁথির প্রথম ভণিতা

শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আস।
দশ অবতার বন্দিলা কৃষ্ণদাস॥

পুঁথির মধ্যে আছে—

নারদ কহেন পুন যুড়ি দুই হাত।
আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে জদুনাথ॥
কোন বা অবতার হআ কি কর্ম্ম করিলে।
কোন হেতু কোন যুগে কি দেহ ধরিলে॥
দশ অবতারের কথা কহ জদুরাঅ।
শ্রীমুখে ষুনিতে মোর বড়ই ইচ্ছা হঅ॥

পুঁথির শেষে আছে—

ভবিস্ব পুরানে হব ভবনাম কারণং।
নমস্তে শ্রীকল্কিরূপ দেহি পদে স্বরনং॥
শ্রীকৃষ্ণদাস বিরচিতং তাদিস স্মরণং।
নমস্তে শ্রীগুরু ব্রহ্মো দেহি পাদস্মরণং॥
স্তব করি নারদ করেন প্রণিপাত।
জয় ২ জদুষুত জয় জগন্নাথ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
স্থাবর জঙ্গম তুমি সর্ব্ব ধরাধর॥
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতে মিলায়।
আজ্ঞায় শ্রীজন তব নিশ্বাসে প্রলয়॥
দীপহীন আমি তব কি জানি মহিমা।
পঞ্চ মুখ বও (?) মুখ নাঞি পায় সিমা॥

এতেক বলিআ মুনি বিদায় হইল।
লক্ষ্মী নারায়ণ ভবে মন্দিরে রহিল ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি য়াস।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস ॥
'ইতি নারদসংবাদ গন্থ সমাপ্ত ॥'

৫৭। বৃন্দাবন স্থাননির্ণয়

কবি—কৃষ্ণদাস।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৪, প্রতি পৃষ্ঠা—১০ পঙক্তিতে লেখা কিন্তু শেষ তথা ৪র্থ পৃষ্ঠাটি ৫ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১১০৩ সাল, ২০ পৌষ ; সোমবার, বেলা দুই দণ্ড, তিথি ত্রয়োদশী।
লিপিকর—শ্রীপঞ্চাননদাসরায়।
তুলট কাগজ। মাপ—৩১ × ১১ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধারসহাক্লাদোশ্রীকৃষ্ণতেভ্যনম ॥
নিভৃত্ত শ্রীবৃন্দাবন স্থান নির্ণয় ॥
শ্রীবৃন্দাবনং অজ্ঞানকং স্থানস্যম নিমন্তুপেন নানারতন নির্ম্মিতং ॥
নানা কল্পে তারা কত পতং নানা লতা গন্ধ পুষ্প
বিকশিতঃ বায়ুব্য সুজমুলা বহিতং শ্রীবৃন্দাবন প্রদক্ষিণং ॥
কালিন্দী স্থীতা তস্য পেমেক্যাং রাধাকৃষ্ণ ব্রজজন ॥
রাজদেশ হৈতে জখন আইলা বৃন্দাবনে।
শ্রীবৃন্দাবনে দক্ষিণে করি মথুরা প্রদক্ষিণে ॥
গোকুল প্রদক্ষিণ করি গেলা পুর্ব্ব মুখে।
প্রয়াগে গঙ্গার সনে গেলা দুহে সুখে ॥
* * *
বৃন্দাবনের পশ্চিমে হয় বন।
অষ্টাদস ক্রোস সেই বিচিত্র কানন ॥
সেই বনে কৃষ্ণচন্দ্র বহু লিলা কৈল।
মুরলির ধ্বনিতে পাসান দ্রবাইল ॥
কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন রহিছে সেখানে।
অদ্যাপি পর্ব্বতচিহ্ন দেখ বিদ্যমানে ॥

রাধা লঞা বহু লিলা কৈলো সেই বনে।
রাধা আগে রামরূপ দেখাইল্য সেস্থানে ॥

পুঁথির শেষাংশ—

শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরে দুই ক্রোস মান (?) সারবর।
নানা বৃক্ষ নানা লতা বেণ্টিত সুন্দর ॥
সংক্ষেপে কহিল এই বৃন্দাবন স্থান।
সাধক জে জন এই রূপ করুক ধ্যান ॥
কে কহিতে পারে বৃন্দাবনের মহিমা।
ভব ব্রহ্মা আদি দেব না পায় জার সিমা ॥
সাধক জে জন সেই জ্ঞান নিষ্ঠা করে।
জে সমএ জিনিলা বস্তু সাধক সে কার ॥
জার জে বস্তু প্রাপ্তি মন নিষ্ঠা করি।
আচরাতে প্রাপ্তি হবেক কিশোর কিশোরি ॥
চৌরাশী ক্রোসাসমা ব্রজভূমি মণ্ডল।
তার মধ্যে সংক্ষেপে কিছু কহিল এই স্থল ॥
সিদ্ধবস্তু স্থান সাধক সাধন করিবে।
মহা অধর্ম দিন দেখে না লইবে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস।
শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান কহেন কৃষ্ণদাস ॥

ইতি বৃন্দাবন নির্ণয় গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

৫৮। অনন্তব্রতকথা

কবি—রামদাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৯, প্রতি পৃষ্ঠা—৯, ১০, ১১, পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৭৬ সাল, ১৩ ভাদ্র শনিবার।
লিপিকর—শ্রীশ্রীধর চন্দ্র নন্দী সরকার।
সাং—হাতিয়া।
তুলট কাগজ। মাপ — ৩২ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ প্রণমহ গণপতি দেব গজানন।
চন্দনে চর্চ্চিত…কোস্তুরি ভুসন ॥

সিব ষুয্য শ্রীকেশব বন্দ আর সিবে।
প্রণিপাত প্রণাম কোড়িয়ে পঞ্চদেব ॥

পুঁথির শেষাংশ—

সংকল্পাদি ব্রত জদি করে উদ্দীপন।
ধনপুত্র লক্ষিলাভ পায় সেইজন ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
চোতুবগগ পাপ্ত তার ব্যাসের লিখন ॥
সংস্কৃত ভাসেকৃত ভবিষ্ট পুরাণে।
ভাশাছন্দে পাচালি কোরিলাম প্রমানে ॥
আমি অতি অজ্ঞান নাহিক সমজ্ঞান।
তন্ত্রমন্ত্র নাহি তপ জপ ধ্যান ॥
কণ্টে থাকি স্বরেস্বতি বলাইলে জাহা।
পুস্তকেতে লিপী কোরি লিখিলাম তাহা ॥
অনন্তব্রতের কথা হইল সমাধান।
বিরচিত রামচাঁদ পুরাণ প্রমণে ॥

৫৯। প্রাপ্তি বল্লভা

কবি—নাম নেই।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১০, প্রতি পৃষ্ঠা—১০ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকর—শ্রীগঙ্গাধর ঘোষাল।
সাঃ—দণ্ডীহ।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৫ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরিকৃষ্ণ ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জল সলাকয়া।
চক্ষুর রম্লিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুমে নম ২।
প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ।
জার কৃপানেয়ে হয় বণ্ডিত পুরাণ ॥
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণব গোসাঞিও।
কৃষ্ণ প্রেম ধন দিতে আর কেহু নাঞিও ॥

শ্রীরূপ গোসাঞি বন্দো সয়ন সপনে।
শ্রীদাস রঘুনাথ বন্দো জাতি পান ধনে॥

* * *

শ্রীরূপ গোসাঞি পদ পাইব কেমনে।
কোন গুরু সঙ্গে করি জাব বৃন্দাবনে

* * *

এ মন্ত্রের বয়েস সাড়ে পোনের বছর॥
গতি দুই॥ ধ্যান এক॥ রূপ তিন॥
কোন রূপ॥ স্যামবর্ণ॥ এবং স্মেতবর্ণ॥
এবং॥ রাধাকৃষ্ণবর্ণ॥ দণ্ডধারণ লীলা দুই॥
কৃষ্ণলীলা এক॥ দ্বারিকা লিলা এক॥
গোর লিলা এক॥

* * *

গৌরাঙ্গ বরণ কান্তি অতি অনুপাম।
এই মন্ত্র হয় রাধার কৃষ্ণের সমান॥
বিষ্ণুর স্বরূপ নারায়ণ মহামতি।
দ্বারকায় অধিকারি বাসুদেব রতি॥

* * *

সদাগুনা যোগরূপ ব্রজে এক মুক্তি।
নানামতে লিলা হয় এক কৃষ্ণ হইতি॥

* * *

মহাপ্রভু আগমন কৈল নবদ্বিপে।
বৃন্দাবন নাথ প্রভু পরম কৌতুকে॥
সচির গর্ব্বেতে জন্ম নভিল আসিয়া।
রাধাভাব অঙ্গে করি প্রেমরস হয়া॥
জগন্দাথ-নন্দ ঘোষ সচিযে জসোদা।
বসুদেব উপানন্দ দ্বৈবকী দুই মাতা॥
মহাপ্রভুর লিলা হয় গম্ভির অপার।
ইহাকে বুঝিতে পারে জাতি জিবচ্ছার॥

পুথির মধ্যে আছে—

বৃন্দাবনে কোন রাধায় কৃষ্ণের বিনাস।
গোকুলেতে কোন রাধা রসের প্রকাশ॥
দ্বারিকাতে কোন রাধাকৃষ্ণের মদনে।
এ তিন রাধার কথা বুঝিব কেমনে॥

*　　　*　　　*

কহিতে অনেক উঠে রসের তরঙ্গ।
সংক্ষেপে কহিল কিছু লিলারস বঙ্গ ॥

*　　　*　　　*

প্রেমরাধা রসমই শ্রীনন্দন রামা।
রাগমই ভক্তিরাজ রসবতি নামা ॥
কেমন রসের কথা কেমন লক্ষণ।
কেমন চরিত্র তার কেমন গমন ॥
কত এত দসা হয়ে রসের প্রকাশ।
কোন মন্ত্রে অনুগত রতি কানু পাস ॥

পুঁথির শেষে আছে—

অসুর্য্য মাধুর্য ভেদ ॥ পঞ্চবঙ্গ জ্ঞান ॥
মাদক দ্রব্যাদি নিষ্ঠা ॥ শাবণ নিরুপণং
পাপ্তি বব্ববা সংপুর্ন ॥

৬০। আশ্রয়নির্ণয়

কবি—অজ্ঞাত। পুঁথি—খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা—১-৪,
প্রতি পৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা। পুঁথির শেষ না থাকায় লিপিকাল ও লিপিকরের নাম জানা যায়নি।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৪.৫ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ অথ আশ্রয়নির্ণয় ॥

আশ্রয় পঞ্চ প্রকার ॥ কি কি পঞ্চম ঃ প্রকার ॥ নামাশ্রয় ১ মন্ত্র আশ্রয় ২ ভাবআশ্রয় ৩ প্রেমআশ্রয় ৪ রসআশ্রয় ৫ এই পঞ্চ প্রকার ॥ তথাহ রসভক্তি চন্দ্রিকায় ঃ ॥

আশ্রয়ের কথা কিছু করি নিবেদন।
কেমতে আশ্রয় হয় শুন শ্রোতাগণ ॥
এই মত আশ্রয় পঞ্চম ঃ প্রকার।
ক্রমে ২ কহি কিছু করিয়া বিস্তার ॥

শেষাংশ—　ত্রিজগত কৈল কাম ময়
সাড়ে চব্বিশ অখারে সাড়ে চব্বিস চন্দ্র ঃ ॥

৩ অথ কামবিজ সাড়ে চব্বিস অক্ষর হয় ।
চরণের নখে ১০ চন্দ্র ঃ হস্তের নখে ১০ চন্দ্র ঃ
মুখে চন্দ্র ১ চন্দ্র ঃ গণ্ডে ২ চন্দ্র ঃ
ললাটে তিলক ১ চন্দ্র······চন্দ্র ঃ এই ২৪ ॥

৬১। **উদ্ধব আগমন**

কবি—দ্বিজ কবিচন্দ্র ।
পুথি—অসম্পূর্ণ ।
পত্রসংখ্যা—২-১৩,
প্রতি পৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—১২৫৮, ২৮ মাঘ ।
লিপিকরের নাম নেই ।
তুলট কাগজ । মাপ—৩৩·৩×১২ সেঃ মিঃ ।
পুথির প্রথম পত্র না থাকায় ২য় পত্রের আরম্ভ—
ইস সভাকরে ॥

জতন করিয়া কয় কুসল আমার ।
জসমতি প্রবোধ করিহ নন্দ আর ॥
মোর সোকে আকুল হয়্যা সে নন্দরানি ।
প্রবোধ করিয়া তারে আসি আপুনি ॥
জদদার স্নেহ আমি পাসরিতে নারি ।
স্নেহেতে বান্ধিল মোরে জসদা সুন্দরি ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি জত সখাগণে ।
আমার কুসল সভে কহিবে জতনে ॥
এসব কথন জদি কহিল মাধব ।
প্রণতি করিয়া বিদায় হইল উদ্ধব ॥
প্রণতি করিয়া উদ্ধব করিল গমন ।
সুবর্ন্ন বিচিত্র রথে হইল আরহন ॥
বন্দিয়া ব্যাসের পদ কেবিশ্চন্দ্রে ভনে ।
রথে আরহন উর্দ্ধ করিলা গমনে ॥

পুথির মধ্যে আছে—

জে রথে চাপিয়া নাথ গেছে মধুপুরে ।
দেখ সখি সেই রথ নন্দের মন্দিরে ॥

হেন বুঝি প্রাণনাথ আইল ভবন।
রাধিকা বলেন সখি নয় মোর মন ॥
রাত্রে যদি প্রাণনাথ আসিত ভবন।
অবশ্য আমারে নাথ দিত দরসন
পুনর্ব্বার পাপক্রুর আইল ফিরিয়া।
নন্দ জসমতি দ্বহে জাইব লইয়া ॥
ললিত্যা বলেন সখি বলিয়ে তোমারে।
নিসি অবসেসে নাথ আইল মন্দিরে ॥
* * *
উর্দ্ধব গমন কৈল নন্দের ভবনে।
গৃহেতে বিলম্ব গোপি করিল গমনে ॥

পুথির শেষে আছে—

সুনহ উদ্ধব আমি কহিনু সকল।
নাহিলে জমুনা কেন হইব প্রবল ॥
জমুনা প্রবল কথা কহিল তোমারে।
ব্রজবাসি লাগিমোর পরাণ বিদ্বরে
বৃন্দাবনের জত কথা উর্দ্ধব কহিল।
মুনিঞা কৃষ্ণের প্রেম বাড়িতে লাগিল।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ কোবিশ্চন্দ্রে ভনে।
দসম স্কন্দের কথা উর্ব্বব গমনে ॥
সুকদেব কহে সুনে রাজা পরিক্ষিত।
পুরাণ প্রমাণ কথা ব্যাসের ভাসিত ॥
উর্ব্বব চরিত্র কথা জেইজন সুনে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয্যা পাম দিব্ব জ্ঞানে ॥
উর্দ্ধবের উপাক্ষণ সাঙ্গ এত দুরে।
হরি ধ্বনি করি ভাই সভে জাহ ঘরে ॥
কালি সভে সুনিবে জমুনা উপাক্ষণ।
এতদুরে উর্দ্ধব চরিত্র সমার্প্বন ॥
ইতি দসম স্কন্দের কথা উর্দ্ধব আগমন সমাপ্ত ॥

৬২। **সাবিত্রীচরিত্র**

কবি—কাশীরাম দাস।
পুথি—সম্পূর্ণ।

পত্রসংখ্যা—১-১২, প্রতি পৃষ্ঠা—৮, ৯, ১১ পঙক্তিতে লেখা।
রচনাকাল—১২৫৬ সাল। তারিখ—১৯ মাঘ।
লিপিকর—শ্রীরামসুন্দর সরকার।
সাং—মাঝিয়াগ্রাম, মৌজা—খিলকানালি।
পাঠক—শ্রীনন্দকুমার বণিক সদাগর।
সাকিম—খিলকানালি।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৪ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গ ঃ জয়তি ।। পিতা পরাসরো যস্য ষুকদেবস্য জতপিতা তং বাসং বদরিবাসং কৃষ্ণদৈপায়ন ব্রজেতঃ ।।

বন্দো মহামুনি ব্যাস মুনির তিলকঃ।
শক্তি পুত্র পরাসর জাহার জনকঃ ।।
মুদিষ্যার বনে য়বধান করে মহামুনি।
শুনিলাম য়পুর্ব্ব কথা শ্রীরাম কাহীনি ।।
সস্ত হইল্য সরিল সফল হইল জম্ম।
সাবিত্তী কাহার নাম কিবা তার ধম্ম ।।
কিবা ধম্ম আচরণ কৈল কোন তপে।
কোন কোন কুলাঙ্গার কৈল কোন রুপে ।।
ষুনিবাড়ে ইচ্ছা বড় হইল্য য়ন্তরে।
মুনিরাজ বিসেস করিয়া কহ মোরে ।।
মুনি বলে ষণ···নিপর্মাণ।
পুর্ব্বের বিত্যান্ত এই অপুর্ব্ব কাহিনি ।।
অবনিতে ছিল ষশ্বপতি মহাপাল।
অপুত্তক সিব পুজা কৈল্য বহুকাল ।।
বনের নিবাসি বনে কর য়বধান।
দোমত সেনের পুত্ত নাম মত্তবান ॥
এতষুনি সাবিত্রী হইল্য হ্রুষ্টমতি।
মনেতে বরিল তারে করিলেক পতি ॥
এইমত কৌতুকমতি নিপতির ষুতা।
জনির য়াগে য়াসি কহিল বারতা ॥

* * *

শুনহ সকল মোর সত্ত নিরুপণ।
কদাচিত য়ন্যেতে নাহিক মোর মন ॥

দেখিয়া বরণ তারে করিয়াছি য়ামি।
জিউক মরুক মোর সত্তবান স্বামি॥
বিধবা জন্তনা জদি দিয়াছে মোর ভোগ।
খণ্ডনে না জায় পিতা বিধির সম্ভোগ॥
অনিত্য সংসার এই অবস্যমরণ।
না মরিয়া চিরজিবি আছে কোনজন॥

পুথির শেষে আছে—

এইহেতু সর্ব্বলোক ভুবন ভিতরে।
সাবিত্রী সমান বলিয়া য়াসিব্বাদ করে।
পুর্ব্বের বিত্যান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদিরে দেখি জেন তাহার লক্ষন॥
এত বলি যথাস্থানে গেলা মুনিরাজ।
আনন্দ বিধানে সভে পাণ্ডবসমাজ॥
ভারত পঙ্কজ রচি মহামুনি ব্যাস।
পাচালি প্রবন্ধে কহে কাসিরাম দাস॥
ইতি সাবিত্রীচরিত্ত সমাপেত্ত॥

৬৩। সাবিত্রীপালা

কবি—কাশীরাম দাস।
পুথি—খণ্ডিত।
পত্রসংখ্যা—১-১২, মধ্যে ১১ পৃঃ নেই।
প্রতি পৃষ্ঠা—৮, ৯ পঙক্তিতে লেখা, কিন্তু শেষ পত্রটি ৬ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৪৮ সাল; ২০ ভাদ্র বেলা তৃতীয় প্রহর।
লিপিকর—শ্রীগুরু প্রসাদ দাসদত্ত।
শাকিম—নিজশহর—বিষ্ণুপুর, হালসাঃ—সামন্ত ভৌম,
সাঃ—বনকাটী, বেলডাঙ্গরা।
পাঠক—শ্রীগৌরমোহন দাসদত্ত।
সাঃ—বেলডাঙ্গরা।
তুলট কাগজ। মাপ—৩১.৫ × ১০.৫ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ অথ সত্যবানের উপাক্ষান পর্ব্বলিক্ষতে।

পুঁথির প্রথমে এই নাম থাকলেও পুঁথির পুষ্পিকায় লেখা আছে সাবিত্রী পালা।

পিতা পরাসর জোস্য ষুকদেব জ্যপিতা। তং ব্যাস
বদরি ব্যাস কৃষ্ণদৈপায়ন ব্রজেৎ ॥
বৈসম্পায়ণ বলে স্থন জন্মোজয়।
শ্রিমহাভারত স্থন রসের আলয় ॥
শ্রীমহাভারত আপন নারায়ণ।
ভারত স্থনিলে হয় জন্মের কারণ ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া জদি করেন শ্রবণ।
চারিবেদে পারাহয় ব্যাসের বচন ॥
মহারাজা হয়্যা জদি করেন শ্রবণ।
স্থখে রাজ্য করেন লইয়া প্রজাগণ ॥
অপুত্রকি স্থনিলে সে হয় পুত্রবতি।
বিধবা শুনিলে হয় গোবিন্দেতে মতি ॥

পুঁথির শেষাংশ—

এত দুরে সাবিত্রির পালা হৈল সায়।
পাণ্ডবের সখা হরি রমানাথ রায় ॥
জয় ২ জগন্নাথ লিলা ষুনে বাস।
পাচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাসিদাস ॥

৬৪। উদ্ধবসংবাদ

কবি—দ্বিজ চন্দ্রমুনি দাস।
পুঁথি—অসম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১৪, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
পুঁথির শেষাংশ না থাকায় পুঁথির লিপিকাল ও লিপিকর জানা গেল না।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৪ × ১০ সেঃ মিঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥
তপ্তকাঞ্চন গোরাঙ্গ রাধাবৃন্দাবনেশ্বরিং বৃকভানুসুতা দেবী ৺প্রণমামিহরি প্রিয়া ॥

বিঘ্ন বিনাসন বন্দো দেব লম্বোদরে।
কহিব শ্রীকৃষ্ণ কথা বিঘ্ন কর দুরে ॥

সর্ব্ব দেবগণ বন্দো দেব নারায়ণ।
তাহার বনিতা বন্দো লক্ষ্মির চরণ ॥
পর্ব্বত নন্দিনী বন্দো জগত জননী।
তাহার প্রসাদে কহি শ্রীকৃষ্ণ কাহিনি ॥
ডিহ্বার য়ারতি বড় মনে য়তি সাদ।
কহিব শ্রীকৃষ্ণকথা উর্দ্ধব সংবাদ ॥

৩-ক পত্রে পুঁথির প্রথম ভণিতা আছে—

সুনহে উদ্ধবকথা কহিলাঙ তোমারে।
এ দুখে দুখিত দ্বক্ষিত য়ন্তরে ॥
কৃষ্ণের পদারবিন্দ্ধ মকরন্দ য়াসে।
উর্দ্ধবসম্বাদ কহে চন্দ্রমুনি দাসে।

পুঁথির শেষাংশে আছে—

য়ামার মনেতে উর্দ্ধবহে নাহি হয় য়াস।
বৃন্দাবনে কানু সনে বলাইব······ ॥
বিধি নিরাস কৈল এ নব জৌবনে।
···অনেক সুখ সাধ ছিল মনে ॥
ছাড়িলাঙ ধনজন পতি পরিবার।
লোকলাজ···ছাড়ি তারে কৈল সার ॥
তেহু জে কপট হিয়া জানিব কেমনে।
জানিলে দারুণ প্রেম বাড়াইব কেন ॥
*　　*　　*
সভেই মেলিয়া জাই বিন্দাবন বাটে।
দেখি জমুনার সুন্দর কৃষ্ণ জমুনার ঘাটে ॥
আমি তারে দেখিলাম তেহোঁ দেখিলেন মোরে।
দবতা পুজিঞা আইলাম নিজ ২ ঘরে ॥
সেদিন হইতে কৃষ্ণ আমারে দেখিঞা।

অতঃপর পুঁথি খণ্ডিত।

৬৫। তত্ত্ববিলাস

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।

পত্রসংখ্যা—১-৪, প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠা ১১ পঙক্তিতে লেখা। ২, ৩ পৃষ্ঠা ১২ পঙক্তিতে লেখা। পুথির শেষে লিপিকাল ও লিপিকরের নাম নেই।

তুলট কাগজ। মাপ—৩৫ × ১৩ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ।
বন্দে শ্রীগৌর দ্বিজকুল কমলং রক্তকোপীন ধারিঃ সক্তি
দ্বণ্ডি কুরঙ্গি ত্রিজগতে মাধুরি গূঢ় রূপে উদাসিল
দানে ধ্যানে প্রেয় সংকির্ত্তনে জয় ২ শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তি ॥

বলিব সে গুরুপদ চিন্তামুনি সার।
জিব নিস্তারের হেতু জার য়বতার ॥
প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণব চরণ।
জাহার প্রসাদে হঅ প্রেমভক্তী ধন ॥
দিতিএ বন্দিবমাত্র দ্বাপর লিলা ॥
গোপগোপী নিয়া জে করিলা রসখেলা ॥
ত্রিতি এ বন্দিব কৃষ্ণ ত্রিগুন তত্ত।
জার পদ হৈতে হৈল গঙ্গার মর্হত্ত ॥
চতুর্থে বন্দিব চারি যুগের ভক্তগণ।
সভাই সদয় হঞা দেহ ভক্তিধন ॥

*　　　*　　　*

কৃষ্ণের ভজন দেখ বেদান্তের পর।
কি বিধি অবিধি কিছু না করে বিচার ॥
জে রস করিলা কৃষ্ণ মথুরা বিন্দাবনে।
হেন কৃষ্ণ না পাইজে বেদ য়ধ্যাঅনে ॥

পুথির প্রথম ভণিতা—

ভক্তিতত্ত কহি সব না করিহ হেলা।
করহ কৃষ্ণের তত্ত বয়া জায় বেলা ॥
দাস বিন্দাবন কহে······।
হেলা করি না লইব হেন প্রেমধন ॥

পুঁথির শেষে আছে—

হরিনাম সংকির্ত্তন ঘরে ২ দিল।
আনন্দে পূর্ণিত সব গৌড় দেশ হৈল ॥
সেদিন সে গৌড় দেশে জন্ম না হইল্য।
ইবে য়ভিমানে মঞী বঞ্চীত রইল্য ॥
হেনই প্রভুর পদে না করিল মতি।
না করিল সাধুসঙ্গ হইলা দুর্গতি ॥
তত্ত্ববিলাস ভাই সুন সাবধানে।
জে বলান প্রভু এই বলিএ বদনে ॥
কহে বিন্দাবন দাস মনে বড় য়াসা।
পতিত পবন নাম মনের ভরসা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জিবের লাগিয়া।
চেতন করায় সভে হরিনাম দিয়া ॥

৬৬। গুরুদক্ষিণা

কবি—শঙ্কর।
পুঁথি—অসম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১৬, মধ্যে ৩, ৫, ১০ পৃষ্ঠা নেই।
প্রতি পৃষ্ঠা—৬, ৭ পঙক্তিতে লেখা, কিন্তু শেষ পত্র অর্থাৎ ১৬ পৃষ্ঠা ৫ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১১০৯ সাল ১০ পৌষ, রোজ শুক্রবার।
বেলা—দেড়প্রহর, তিথি দ্বাদশী।
লিপিকর—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দাস ঘোষ।
সাং—যুযুর গ্রাম।
মোঃ—বাজুয়া শোল।
পাঠক—শ্রীকমলা কান্ত কৈল্যা তস্য ভাই শ্রীরামকানাই কৈল্যা। বাজুয়াশোল।
তুলট কাগজ। মাপ—২২×৮ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

বন্দো নারায়ণ সর্ব্ব জিবের জিবন।
সারদা সাবিত্রি বন্দো সতির চরণ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব বন্দো সুরে পুরেশ্বর।
গুরুর চরণ বন্দো মস্তক উপর ॥
ভাগবতে শুনিলাম এসব রচনা।
বিদ্যা পড়ান্তি শ্রীগুরুর দক্ষিণা ॥

*   *   *

কংস মারি দুই ভাই হইলা নৃপবর।
ঘুচিল প্রিথিবির ভার সুখি দেব নর ॥
ভুবনে দুর্জ্জয় ছিল রাজা কংসাসুর।
জার ডরে প্রিথিবি কম্পিত নাগসুর ॥

*   *   *

সিসু হয়া বধিল কৃষ্ণ দুষ্ট কংসাসুর।
দেখিবার তরে লোক আইল প্রচুর ॥
অনেক ব্রাহ্মণ ধায় অনেক ব্রাহ্মণি।
ছত্রিস বর্ন্নের লোক ধায় দুহার কথা সুনি ॥

পুথির প্রথম ভণিতা—

শ্রীকৃষ্ণ চরণে মন দিয়াত সঙ্কর
এ শোক সাগরে পার কর দামোদর ॥

পুথির শেষ ভণিতা—

এতেক উত্তর বলিল শঙ্কর।
এ ঘোর সাগরে পার কর দামোদর ॥
এতদুরে গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত ॥

৬৭। গুরুদক্ষিণা

রচয়িতা—শঙ্কর।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১১, প্রতি পৃষ্ঠা—১০ পঙক্তিতে লেখা হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন—১০ ক পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তি, ১০ পৃষ্ঠা ৮ পঙক্তি এবং ১১ পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১৫১২ সাল, বেলা একপ্রহর।
লিপিকর—শ্রীচন্দ্রমোহন সিংহ।
পাঠক—শ্রীকানাই সিংহ।

পুঁথির শেষ পত্রের দক্ষিণ অংশ ছেঁড়া। ফলে ঐ অংশে কি ছিল তা বোঝা গেল না।

তুলট কাগজ। মাপ—৩৩×১১ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

অথ গুরুদক্ষিণা লিক্ষতে ॥
কংস ধংস কোরি কৃষ্ণ মথুরা নগরে।
ভক্তগণ লয়া কৃষ্ণ আনন্দ বিহরে ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিআ অন্তরে।
বিদ্যা আরম্ভিল ধর্ম্ম জানাতে সংসারে ॥
য়বান্ত নগরে জাব পাঠন কারণ।
গুরুপুত্র ষুনে সঙ্কা কোরিব নীধন ॥

*　　*　　*

এত বিচারিয়া মনে দৈবকি নন্দন।
রতন পালঙ্ক পরে কোরিলা সয়ন ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

কৃষ্ণের চরিত্র এই জ্ঞানের প্রকাস।
সংঙ্কর রচিল জার কুলচণ্ডাব্যাস ॥

*　　*　　*

বংসি কোলে করি রাধা হরসিত হঞা।
কানাঞের পথ চাহেন পালঙ্কে সুতিআ ॥
তথা গোপ ২ দেখি কমল লোচন।
আনন্দিত হএ ঘরে গেল নারাঅন ॥

পুঁথির শেষে আছে—

……দ্বিতীয় প্রহর।
নিসন্দে গেলেন হরি রাধিকার ঘর ॥
কৃষ্ণকে দেখিআ রাধা আনন্দিত……
…… পুষ্প পাষরিল……
পালংকে সঅন দুহে রাধিকা কানাই।
সুখের সাগরে ভাসি…… ॥

······অতিমত বরদেহ দেব গদাধর।
" গুরু দক্ষিণার কথা এই গানের সঙ্কর ॥
ইতি গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত ॥

৬৮। **তত্বমঞ্জরী**

কবি—বৃন্দাবন দাস।
পুঁথি—অসম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-২০, মধ্যে ৫, ৭ পৃষ্ঠা নেই।
প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা। পুঁথির শেষে লিপিকালের উল্লেখ নেই। কেবল মাত্র লিপিকরের উল্লেখ আছে। পুঁথির শেষে লেখা আছে "ইহ পুস্তক শ্রীক্ষেত্রমোহন কর্মকারে।"
লিপিকর—হরিদাস বৈরাগী।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়ো সর্ব্বভক্ত জনাস্রয়ো। সর্ব্বঅবতার সার কলি তিমির বিনাসে ঃ পুর্ন্নপ্রেম প্রকাশে ঃ নিজগুণ সুখদাই ঃ নিত্যবিন্দাবন স্থাই ঃ বন্দো শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ॥

চারি যুগ মধ্যে দেখ কলিযুগ সার।
পুর্ন্ন ব্রহ্ম মহা প্রভু গৌর য়বতার ॥
সচির দুলাল গোরা জগন্নাথ ঘরে।
অবতির্ন্ন হৈল গোরা নদিয়া নগরে ॥
অবনি ভাসাল্য গোরা নিজপ্রেম গুনে।
সঙ্গে ফিরে ভক্তগণ জার সংকির্ত্তনে ॥
হেন প্রভু না জানিয়া মিছা প্রেম ধরে।
মোর মোর করিয়া সদাই মহি ফিরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ যার ঠাকুর মহাসয়।
আপনার গুণে প্রভু হইলা সদয় ॥
*   *   *
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যার ঠাকুর মহাপ্রভু।
ইহ জম্মে সাধন নহে সাধিয়াছি কভু ॥
মোর কি সকতি গুণ কহিতে তাহার।
বৈষ্ণব করুণা দেখি ভরসা য়ামার ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

দাস বিন্দাবন বড় কাতর পরাণে।
দন্তে ত্রিণ ধরিপড়ি বৈষ্ণব চরণে ॥
তত্ত মঞ্জরি কথা করিয়া প্রকাস।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর পুর সব য়াস ॥
*　　*　　*
মুক্তি বলিয়া কথা কন ভাগবতে।
ভক্তির কারণ কথা কহত য়ামারে ॥
কেমতে বা হয় ভক্তি কেমত কারণ।
কিভাবে পাইব প্রেমভক্তি রতন ধন ॥
*　　*　　*
চৈতন্যচন্দ্রের ধর্মে বস্তুভেদ নাঞি।
সভারে সমান দআ চৈতন্য গোসাঞি ॥

পুঁথির শেষাংশ—

রসভক্তি জেই সেই রাগের য়ধিন।
কৃষ্ণরসে ভাসে সেই কৃষ্ণের য়ধিন ॥
মিন্রের পরান জেন জনের য়ধিন।
প্রেম ভক্তি সনে কৃষ্ণ থাকে রাত্রিদিন ॥
প্রেমের য়ধিন কৃষ্ণ রাগ সঙ্গে বয়।
রাগ ধরিয়া প্রেমে রাগ ভক্তি রয় ॥
ভক্ত পরম বস্তু জেইজন জানে।
দাস বিন্দাবনে কয় কাতর পরানে ॥

ইতি তত্তমঞ্জরি গন্থ সংপুর্ন্ন ॥

৬৯। বকাসুর বধ

কবি—দ্বিজ কবিচন্দ্র।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৪, প্রতি পৃষ্ঠা—৭, ৮ পঙক্তিতে লেখা কিন্তু শেষপত্র ১১ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১১০৬ সাল।
তুলট কাগজ। মাপ—২২.৫ × ৪ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

আর একদিন কৃষ্ণ নটবর বেসে।
শ্রীদাম সুদাম লয়্যা কানন প্রবেসে ॥
গহন কাননে ধেনু দিল চালাইয়া।
জমুনার তিরে খেলে আনন্দিত হয়্যা ॥
শ্রীদাম সুদাম বলে কানাঞি মোরে ভাই।
তোমার প্রসাদ কত আপদ এ ভাই ॥
চলিতে না পারি ভায়্যা দেখ্যা লাগে দ্বখ।
রবির কিরণে সুখাইল চাঁদ মুখ ॥
*　　　*　　　*
হেন কালে কংসাসুর বসি সিংহাসনে।
বিচার মাগিল রাজা পাত্রমিত্র গণে ॥
জর্তাবর পাঠাইল সকলি মরিল।
দিনে ২ বাড়ে সত্রু পরমাদ হৈল ॥
ইহার উপায় মোরে কহ পাত্রগণ।
কোন রূপে বধকরি নন্দের নন্দন ॥
পাত্রমিত্র বলে তবে জোড় করি হাথ।
এই ক্ষণে বকাসুর আন সিরনাথ ॥
এতেক শুনিঞা রাজা হরসি অন্তর।
সেই ক্ষণে বকাসুরে আন নরবর ॥
*　　　*　　　*
সুন ২ বকাসুর আমার বচন।
গোঠমাঝে গেল গিয়া নন্দের নন্দন ॥
সত্রুক্ষয় কর তুমি আইস বিদ্যমান।
কৃষ্ণেরে করহ বধ হয়্যা সাবধান ॥

পুঁথির শেষাংশ—

বকাসুরে বধ কৈল নন্দের নন্দন।
সংগেদেবগণ করে পুষ্প বরিসন ॥
কৃষ্ণদেখি আনন্দিত হৈল সিশুগণ।
একে একে কৃষ্ণসভায় দিল আলিঙ্গন ॥
দৈবে যদি কানাঞি আজি গোরে না আসিতে।
সভাই মারতাঙ আজি দুষ্ট বকের হাতে ॥

কি দিয়া মুষিক গুন কানাঞি মোরে ভাই ।
কি জানি তোমার গুণ মেলে প্রাণ পাই ।।
জত জন্ম জন্মি মোর কহি তব ঠাঞি ।
জনমে ২ জেন তোমার সঙ্গ পাই ।।
সঙ্গে ছিল ক্ষির ননি করিল ভক্ষণ ।
পালে ২ ফিরাইয়া আনিল গোধন ।।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ভাবি কৃষ্ণপদ ।
এতদুরে হৈল এহ বকাস্থর বধ ।।

৭০। মুক্তালতাবলী

কবি—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ ।
পুথি—সম্পূর্ণ ।
পত্রসংখ্যা—১-৯৫, প্রতি পৃষ্ঠা—৯, ১০ পঙক্তিতে লেখা। কিন্তু ২১, ৩৪ ক, ৭২ পৃষ্ঠা, ১১ পঙক্তিতে, ৯৪ ক পৃঃ ৮ পঙক্তিতে, ৯৫ পৃঃ ৬ পঙক্তিতে এবং ৯৫ পৃষ্ঠা ৫ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—১২৫৬ সাল, ১৯ ফাল্গুন, রোজ-শুক্রবার। পুথির অনেক স্থান ছেঁড়া ফলে অক্ষর বোঝা যায়নি। স্থানগুলি ফাঁক রাখা হয়েছে ।
পাঠনার্থে—শ্রীযুত বনমালি মিশির ।
পরগণে—ঝরিয়া ।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৫ × ১১ সেঃ মিঃ ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি ।। অথ মুক্তাবলি নামক গ্রন্থ ।।
কল্কীপুরানান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণানন্দাম্ভরোদ্ধারিত ।।
দ্বাদশ অধ্যায়ে সংগৃহিত ।। শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ
ভট্টাচার্য্য কবি কেশরি কর্ত্তৃক সাধুভাষায়
পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইল ।।
অথ গনেশ বন্দনা ।।

ধুয়াঃ ॥ জয় লম্বোদর গণপতি ।
আপনি জোগেস হও জোগে সদামতি ।।

পয়ার ॥ নমস্তে পার্ব্বতি পুত্র পুরুস প্রধান ।
পরম জোগেন্দ্র জোগাসনে জ্ঞানবান ।।

গজানন গনেশ গুণ্বান গণপতি।
বিঘ্ন নাশক হর মম বিঘ্নমতি ।।

প্রথম ভণিতা—

নির্জাস প্রয়াস ভাসা গ্রন্থ রচিবারে।
কহি নহি বিরচিত ভাবি কি প্রকারে ।।
কেবল ভরসা ভাবি তোমার চরণ।
প্রবত্ত হইল গ্রন্থ করিতে রচন ।।
দয়া দান দিএ তুর্ণ্য পূর্ণ কর আসা।
প্রচুর প্রজত্নে পদে লইলাম বাসা ।।
সিদ্ধদাতা সিদ্ধি কর সিন্ধুর মনন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদের এই নিবেদন।।

পুঁথির মধ্যে আছে—

ললিতা বিশাখা বিন্দা চিত্রা সুলোচনা।
চমপক ললিতা চন্দ্রাবলি চন্দ্রলনা ।।
রঙ্গদেবি সুদেবি সুন্দরি সুরঙ্গিণী।
প্রধানা শ্রীমতি শ্বতি কৃষ্ণের মোহিনি।
আর জত গোপীগণ নাম নব কত।
শভে কৃষ্ণ পরায়না কৃষ্ণ ভাবে রত ।।
* * *
তারপর বহুফুলে কুঞ্জ সাজাইল।
ফুলের করিয়া সজ্যা মধ্যেতে রাখিল ।।
তদন্তরে সখিসভে আনন্দিত মনে।
শ্রীমতিকে ফুল দিএ সাজায় জতনে ।।
এরূপে গোপীগণ বাষর সাজায়ে
কৃষ্ণের আশ্বাসে রহে…… ।।

পুঁথির শেষে আছে—

এই গ্রন্থসার মুক্তীর আধার
জে স্ুনে তাহার কলুস নাসে।
ধনপুত্র জয় ইহকালে হয়
অন্তে নিবাস হঅ বিষ্ণুর বাসে ।।

*   *   *

শ্রীদুর্গাপ্রসাদে মনের আহ্লাদে
রাধাকৃষ্ণ পদে জাচএ সার
দিএ পদতরি হইয়া কাণ্ডারি
ভব ঘোর বারি করহ পার ॥

'অথ গ্রন্থকারের পরিচঅ বিবরণ ॥'
কলিকাতার রাজধানি বিদিত সংসার।
পরগনে মেদন মল্ল দক্ষিনে তাহার ॥
রামচন্দ্র পুর নামে গ্রাম সুবিখ্যাত।
পশ্চীমে বাহির পুর্ব্ব অংসে অদুরত ॥
সেই গ্রামে নিবসতি বহুদিন হয়।
শ্রীরাম শঙ্কর বাচস্পতি মহাসয় ॥
সর্ব্বসাস্ত্রে সুপণ্ডীত অতি।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ তাহার সন্ততি ॥
ধর্ম্মসাস্ত্র ব্যবসায় করি অপ্রকটে।
……প্রসঙ্গ করি ভক্তের নিকটে ॥
সংস্কৃত বুঝিতে সকলে হয় ভার।
এই হেতু নিজ… বিচার।
বহু বিধজ বুধসহ মন্ত্রণা করিয়া।
সাধারণ গণ জন হিতের লাগিয়া ॥
মুক্তালতাবলী ভাসা করিলা রচন।
অনাআসে বুঝিতে পারিবে সর্ব্বজন ॥
পণ্ডীতের বোধ হেতু কোন কোন স্থান।
জতন করিয়া লিখীয়াছি মনের প্রমাণ ॥
নিম্নভাগে গ্রাসা তার আছএ বিস্তার।
রিষ্ট হএ দেখিবেন জেবাসনা জার ॥
এই ভিক্ষা মানি গুনবান সন্নিধানে।
রচনে জদ্যাপি দোস থাকে কোন স্থানে ॥
দোসাদোস ত্যেজি কর গুনের গ্রহন।
হংস সমনের তেজি ক্ষিরের ভক্ষন ॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণাম।
কটাক্ষ করিরা পুণ্য……নম ॥
সিস্থমম হয়ে হ কৃষ্ণ স্যাম [সুন্দ]র।
নিরাপদ করিয়া রাখিহ নিরন্তর ॥

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ করিলা রচন।
হরি হরি বল সভে গ্রন্থ সমাপন ॥

৭১। নারদ সংবাদ

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-২৩, প্রতি পৃষ্ঠা—১১, ১২ পঙক্তিতে লেখা কিন্তু ৯-২০ পৃষ্ঠা ১০ পঙক্তিতে এবং ২১-২৩ পৃষ্ঠা ১১ পঙক্তিতে লেখা। একমাত্র ১৪ ক, ১৭ ক পৃষ্ঠা ১১ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৬০ সাল ২৬ কার্তিক।
রোজ—"বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষের একাদশি দিবসে দক্ষিণ দুআরি বৈঠকখানায় পুর্ব্বমুখেতে বসিয়া সমাপ্ত হইল।"
লিপিকর—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৫ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাম ॥ অথ নারদ সংবাদ লিক্ষতে ॥
পিতা পরাসরো জস্য শুকদেবস্য জৎপিতা।
সতম্বী সংধর্জবিষ্যাঃ সকৃষ্ণ দৈপাঅন ভজেৎ ॥
নম ২ পভু আদি সনাতন।
ক্ষিরোদ সায়রেতে বট পত্রেতে সয়ন ॥
নম ২ সত্যযুগে মিল অবতার।
জেরূপে করিলা চারি বেদের উদ্ধার ॥
*   *   *
নম ২ রামচন্দ্র পতিত পাবন।
চারি অংশে জম্ম দশরথের নন্দন ॥
নম ২ রোহিনি নকুল হলধর।
বিন্দাবনে লিলা জেই করিলা বিস্তার ॥
*   *   *
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্য আস।
দশ অবতার কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥

পুঁথির শেষে আছে—

স্তব করি মুনিরাজ করে প্রণিপাত।
জয় ২ জদুবুত জয় জগর্নাথ ॥

আজ্ঞাতে শ্রীজন করে নিশ্বাসে প্রলয় ।
দিন ছিন আমী কি জানি নিশ্চয় ॥
অনন্ত কহিতে নারে তোমার মহিমা ।
পঞ্চ চতুমুখ দিতে নারে সিমা ।
এতেক বলিয়া মুনি বিদায় হইলা ।
লক্ষ্মিনারায়ণ দোহে মন্দিরে রহিলা ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আস ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস ॥
ইতি নারদ সংবাদ সমাপ্ত ॥

৭২ । গয়ামাহাত্ম্য

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।
পুঁথি—সম্পূর্ণ ।
পত্রসংখ্যা—১-১৫, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা কিন্তু শেষপৃষ্ঠা ৭ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—১২৬৫ সাল ২০ জ্যৈষ্ঠ, বেলা দুই প্রহর । রোজ মঙ্গলবার ।
লিপিকর—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মাল ।
পাঠক—শ্রী শ্রীচরণ ঘোষ ।
সাং—বনকাটী ।
তুলট কাগজ । মাপ—৩৩·৫ × ১২ সেঃ মিঃ ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ গয়ার সাম্ধ পালা লিক্ষতে ॥
একদিন কৈলাসেতে পার্ব্বতি সঙ্কর ।
আনন্দে বসীলা সিংহাসনের উপর ॥
দুই পুত্র বসিলা কার্তিক লম্বোদর ।
দক্ষ যুত বসি লাজে সহ চরাচর ॥
জোড় হাতে করি দুর্গা করে নিবেদন ।
কৃপা করি রামারে প্রভু মুণা রামায়ণ ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

পার্ব্বতি বলেন নাথ নিবেদন করি ।
রোঘুনাথের গয়াকির্ত্তি শুনায় ত্রিপুরারি ॥
রামায়ণ মুনিতে দুর্গার রিদয় উল্লাস ।
বাল্মিক চর [ণে] বন্দি গাইল কিত্তিবাস ॥

পুথির মধ্যে আছে—

জেষ্ঠ পুত্ত বাপের য়ামি রাম নাম ধরি।
জেষ্ঠ পুত্ত হএ বাবের কিছুই না করি ॥
অগ্নি নাহি দিলাম বাপে না কৈলাম পিণ্ডদান।
ধর্ম্মকর্ম্ম না করিলাম য়পদেশ বাখান ॥
অকালেতে মৈল পিতা না কৈলাম পালন।
অকারণে হৈলাম পিতার জেষ্ট জে নন্দন ॥
পালিতে পিতার সত্ত বনে য়াগুসার।
আমার সোকেতে-মৈল পিতা কে করিব উদ্ধার ॥
জেষ্ঠ পুত্ত বাপে য়ামি রামনাম ধরি।
গয়ায় পিণ্ডদান করি পিত্রিশোকে তারি ॥
উঠ হে লক্ষণভাই জনক নন্দিনি।
এ বোল বলিয়া জে চলিলা রোঘুমণি ॥

*   *   *

ফাল্গু নদীর তীরে   অক্ষয় বটের মূলে
বসিলা জানকি দেবি সীতা।
হাথেতে করিয়া বালি   খেলিতেন চন্দ্রাবলি
শুন এই অদভুত কথা ॥

*   *   *

সোসুর বলিয়া কান্দে   বালির পিণ্ড বসি বান্দে
মনেতে করিয়া য়নুমান।
বিধাতার নির্বান্দ   এইরূপে রামচন্দ্র
বাপের করিব পিণ্ডদান ॥

*   *   *

দায় ২ বলি রাজা দুটি হাত পাতে।
সম্মুখে সশুর সিতা দেখে আচম্বিতে ॥
সোশুর দেখিয়া সিতার সংভস আপার।
ভুমিষ্ট হইয়া সিতা কৈল নমস্কার ॥
দশরথ বলে সিতা জনক নন্দিনী।
দায় মা বালির পিণ্ড মাগিএ মেলানি ॥
তোমা তিনজনে য়ামি পাঠাএ বন।
তোমাদের শোকে আমি তেজিলা জিবন ॥
মরণের কালে ভরয়ে দিল শাপ বাণি।
মরি এ না নিব ভরথ তোমার শার্ঙ্গপাণি ॥

*　　*　　*

তুমি জে য়ামার বধু লক্ষ্মি সত্তবতি।
তোমার হাতে পিণ্ড খাইলে আমার মুকতি।
জত ২ বংস হইব তোমার ঘরে।
যুগে ২ সভে জেন এই কর্ম্ম করে॥
এত শুনি দিজবর বিদায় হইলা।
সিতা রাম লক্ষণে তিনজনে চলিলা॥
গয়া তিথ প্রেকাসিএ দিলা রঘুপতি।
যুগে ২ রোহিল গয়া তির্থের খেয়াতি॥
গয়ায় পিণ্ড দিলে প্রিত্রিরিণে হয় পার।
জনানির শুধা জায় এক দুগ্ধের ধার॥
সুনিলে গয়া তিথ পাপ বিমোচন।
আরন্ন্যকাণ্ড গাইল কিতিবাস বিচক্ষণ॥

"ইতি গয়ার পালা সমাপ্ত—গয়ার সাম্ধ সমাপ্ত॥"

৭৩। বকাসুরবধ

কবি—দ্বিজ কবিচন্দ্র।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৪, প্রতি পৃষ্ঠা—৭, ৮ পঙক্তিতে লেখা কিন্তু শেষ পৃষ্ঠা ১১ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১১০৬ সাল।
দুভাঁজ করা তুলট কাগজ। মাপ—২২·৫ × ৪ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥

আর একদিন কৃষ্ণ নটবর বেসে।
শ্রীদাম যুদাম লয়্যা কানন প্রবেসে॥
গহন কাননে ধেনু দিল চালাইয়া।
জমুনার তিরে খেলে আনন্দিত হয়্যা॥
শ্রীদাম সুদাম বলে কানাঞি মোর ভাই।
তোমার প্রসাদে কত আপদ এভাই॥
চলিতে না ভায়্যা দেখ্যা লাগে দুখ।
রবির কিরণে সুখাইল চাঁদমুখ॥

রাখালের প্রধান মোরে বৈশ তরুমূলে।
সুখ পাখা লএ কেহ জমুনার জলে ॥
বসিলা শ্রীদাম কোলে হেলাইয়া গা।
কোন ২ সিশু দেই বসনের বা ॥
*　　*　　*
হেন কালে কংসাসুর বসি সিংহাসনে।
বিচার মাগিল রাজা পাত্রমিত্রগনে ॥
জত বির পাঠাইল সর্কলি মরিল।
দিনে ২ বাড়ে সত্রু পরমাদ হৈল ॥
ইহার উপায় মোরে কহ পাত্রগণ।
কোন রূপে বধ করি নন্দের নন্দন ॥
পাত্রমিত্র বলে তবে জোড় করি হাথ।
এইক্ষণে বকাসুরে আন মিরনাথ ॥
*　　*　　*
কোথা হৈতে আনি বক কোথা তোর বাসা।
কৃষ্ণেরে গিলিবার তরে কর্যাছিলি আসা ॥
কি করিলি উরে বক করিলি কি।
গিলিলি নন্দের সুত আমরা ব্রজবাজি ॥
সুনরে দারুন বক তোরে কহি দড়।
আমা সভায় গিল বক কানাঞেরে ছাড় ॥
বাহির হয়্যা দেখ কৃষ্ণ সিশুগন মরে।
কেমনে আছহ তুমি বকের উদরে ॥

পুঁথির শেষে আছে—

বকাসুরে বধ কৈল নন্দের নন্দন।
সংগে দেবগণ করে পুষ্প বরিসণ ॥
কৃষ্ণ দেখি আনন্দিত হৈল সিসুগণ।
একে ২ কৃষ্ণ সভায় দিল আলিঙ্গন ॥
দৈবে যদি কানাঞি আজি গোধে না আসিতে।
সভাই মরি তাউ আজি দুষ্ট বকের হাতে ॥
কি দিয়া সুধিব গুন কানাঞি মোরে ভাই।
কি জানি তোমার গুন মৈলে প্রাণ পাই ॥
বেলি অবসানে সভে গোধন লইয়া।
জে জার ঘরেতে গেলা আনন্দিত হয়া।

জত জন্ম মোরা কহি তব টাঞি।
জনমে ২ জেন তোমার সঙ্গ পাই ॥
সঙ্গে ছিল ক্ষির ননি করিল ভক্ষন ॥
পালে ২ ফিরাইয়া আনিল গোধন ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ভাবি কৃষ্ণ পদ।
এতদুরে হৈল এই বকাসুর বধ ॥

৭৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

কবি—নরোত্তমদাস।
পর্থি—সম্পর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৮, প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা। পর্থিতে সন তারিখ ও লিপিকরের নাম নেই।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৪ × ১১·৫ সেঃ মিঃ।

পর্থির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ শ্রীচৈতন্য মনোভিষ্ট স্থাপিতা জেন ভুতলে। সয়ং রূপ কদামস্যাং দদাস্তিস্য পদান্তিকং॥

শ্রীগরুর চরণ পদ্য কেবোল ভকতি মদ্য
বন্দো মুঞি সাবধান মনে।
জাহার প্রসাদে ভাই এভব তরিয়া জাই
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় জাহা হলে ॥

প্রথম ভণিতা—

সাধ সাস্ত্র গরুর বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
সদত ভাসিব প্রেম মাঝে।
কর্ম্ম জ্ঞানি ভক্তি হিন তাহাকে করিহ ভিন
নরোত্তম এই তত্ত গাজে ॥
গোপনে সাধিব সিদ্ধি সাধন নবধা ভক্তি
প্রার্থনা করি বদন্যে সদা।
করি হরি সংকির্তন সদাই বিমল মন।
ইষ্ট লাভ বিনু সব বাধা ॥
সংসার বাচটা মারে কাম কাসে বান্ধি মারে
ফুকার করএ হরিদাস।

করহ ভকত সঙ্গে প্রেমকথা নানা রঙ্গে
তবে হয় বিপদ বিনাস ॥
স্ত্রী পুরুস বালক জত মরি জাইছে সত সত
আপনাকে হয় সাবধান ।
মঞি সে বিসএ হত না ভজিলাম হরিপদ
মোর আর নাঞি পরিত্রাণ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ সেই সঙ্গে মোর কাজ
সেই সঙ্গ বিনু সব সন্য
জনি হয় জন্ম পুন তার সঙ্গ হয় জেন
তবে হয় নরোত্তম ধন্য ॥
য়াপন ভজন কথা না কহিয় জথা তথা
ইহাতে হইবে সাবধানে ।
না করিহ কেহ রোস না লইয় কেহ দোস
প্রণময়ে ভকত চরণে ॥

শ্রীগোরাঙ্গচাঁদ মোরে জে বলায় বানি ।
তাহা কহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
লোকনাথ গোসাঞির পাদপদ্ম করি য়াস ।
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা কহেন নরোত্তম দাস ॥

৭৫ । প্রসাদচরিত্র

কবি—দ্বিজ কবিচন্দ্র ।
পুথি—সম্পূর্ণ ।
পত্রসংখ্যা—১-১৬, প্রতি পৃষ্ঠা—৯, ১০ পঙক্তিতে লেখা কিন্তু শেষ পত্রটি ৮ পঙক্তিতে লেখা ।
লিপিকাল—শক ১৭৬৫ সাল ২৭ কার্ত্তিক ।
লিপিকর—শ্রীশিবুচন্দ্র দত্ত ।
সাঃ—রায়বাগ্দা ।
সেবক—শ্রীতারাচন্দ্র দত্ত ।
তুলট কাগজ । মাপ—৩৩ × ১২.৮ সেঃ মিঃ ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ প্রসাদচরিত্ত লিক্ষতে ॥
মুকদেব কহে রাজা কর অবধান ।
এক চিত্ত হআ মুন প্রসাদ আখান ॥

মুনি বলে এক মুখে কি কহিব আমি ।
মনদিআ তত্তকথা যুনা রাজা তুমি ॥

* * *

প্রথম ভণিতা—

খাত্যে যুত্যে জাত্যে কৃষ্ণ ডাকে অবিরত ।
ভোগাদি বাসনা মনে নাই তার জত ।।
কিষ্ট ২ বলি কলু উচ্চস্বরে কান্দে ।
প্রেমরসে আবেসে সভার মন বান্দে ।।
কখন করএ গান হরিবলী হাসে ।
অবিরত গড়ি জায় সুমধুরে ভাসে ॥
বাহু তুলি হরি বলি ফিরি ফিরি নাচে ।
কখন ২ জাঅ জননির কাছে ॥
নাচন তেজিঅ কেহ কিষ্ট গুন গাঅ ।
কখন বসিয়া থাকে ধুলা মাখে গাঅ ।
ভাগবতামিবত দ্বিজ কবি চন্দে গান ।
সপ্তম স্কন্দের কথা কবিচন্দে গান ॥

* * *

পুঁথির মধ্যে আছে—

প্রসাদ বলেন গুরু নিবেদন করি ।
সকলের সার সেই কিপামঅ হরি ॥

* * *

কিষ্ণ নাম বিনে গোসাঞি সার বিদ্যানাঞি ।
এমন কিষ্টের নাম পঞাছি গোস্মাঞি ॥
তবে মোর পড়িবার কি আছে অবধি।
বলহে গোসাঞি হইা হইতে আছে জদি ।।

পুঁথির শেষে আছে—

প্রসাদ চরিত্ত জেবা একচিত্তে যুনে ।
কৃষ্ণ ভক্তি সর্ব্ব সিদ্ধ হঅ দিনে ২ ॥
সপ্তম স্কন্দের কথা দিজ কবিচন্দে গাঅ ।
এতদুরে প্রদাসচরিত্ত হইল সাঅ ॥

৭৬। **স্বর্গারোহণ পর্ব্ব**

কবি—কাশীরামদাস।

পুঁথি—খণ্ডিত।

পত্রসংখ্যা—১-২৭, কিন্তু মধ্যে ৮, ৯, ২০, ২৩, ২৬ পৃষ্ঠা নেই। প্রতি পৃষ্ঠা—১০, ১১, ১২ পঙক্তিতে লেখা। শেষ পৃষ্ঠা ৭ পঙক্তিতে লেখা। পুঁথিতে দুই রকমের হাতের লেখা আছে। ৩ পৃষ্ঠা লক্ষণীয়।

লিপিকাল—১২৬৬ সাল, ২২ ভাদ্র। বেলা তিন প্রহরে পুঁথি সমাপ্ত।

তুলাট কাগজ। মাপ—৩৪·৭ × ১১·৮ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ শ্রীশ্রীগণেশায় নম॥
অথ সর্গ আরোহন লিক্ষতে॥
জয় ২ শ্রীকৃষ্ট চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জঅ জয়াদৈত গোরভক্ত বিন্দ॥
ভক্ত গোষ্টী সহিত গৌরাঙ্গ জয় ২।
জাহার করুণা হতে নত্ত হয়॥
শ্রীমহাভারতের সগ্য আরোহন।
সিংহাসনে বশিআ নৃপতি জন্মেজয়।
বৈসাম্পাঅন বলে করিআ বিনয়॥
কহিল জতেক কথা খোএে আনি ধন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় সগ্য আরোহণ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

মুক্তি হআ শুনে পুর্ব্ব সর্গ আরোহন।
কাশীরাম দাস কহে পাপ বিমোচন॥

পুঁথির শেষে আছে—

মহিমা বলিতে না পারে দেবগন।
ভারথ পবিত্র হইল শুন জেইজন॥
সর্গ আরহন পর্ব্ব কাশীরাম ভণে।
শুনিতে ভারথ জাঅ স্বর্গ ভুবনে॥

কাশীদাস ধন্য ২ বলে সর্ব্বজনে।
অবহেলা না করিহ ভারত শ্রবণে ॥
"ইতি শ্রীমহাভারত সর্গ আরোহন সংপূণ্য ॥"

৭৭। সুন্দরাকাণ্ড

কবি—কৃত্তিবাস পণ্ডিত।
পুঁথি—খণ্ডিত ।
পত্রসংখ্যা—৩-৬৬, মধ্যে ৭, ২৮ ক ৫৭, ৫৮, পৃষ্ঠা নেই।
প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৪৯ সাল ২৯ শ্রাবণ।
তিথি—নবমী। বাকী অংশ ছেঁড়া।
দুভাঁজ করা তুলট কাগজ। মাপ—৩৪ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ নেই। ৩য় পৃষ্ঠা থেকে পুঁথির পাঠোদ্ধার করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য কারণ ঐ অংশও ছেঁড়া।

৩য় পৃষ্ঠার প্রথমাংশ—

মগর কুম্ভির সব বুনিছে ভাসিয়া।
... ...
জনমধ্যে লঙ্কার বসতি ....…
জানকির তত্র আনে কাহার সকতি ॥
কহিছে সভারমধ্যে মন্ত্রি জাম্বুবান।
সমুদ্র…কহেন কেবা বলবান ॥
ধরিতে সূর্য্যের রথ জেইজন পারে।
ভুজ বলে চন্দ্রের সুধা জেইজন হরে ॥
বাসুকর মাথার মনি আনে জেই জন।
সুমেরু তুলিতে পারে জার এ অপরাম ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

শুনিয়া মন্ত্রির বাক্য রামের উল্লাস।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা রচে কিত্তিবাস ॥

পুঁথির শেষে আছে—

অতি সুনির্ম্মান পুরি দেখিয়া শ্রীরাম।
করিছেন রঘুবর পুরির বাখান ॥

.. দণ্ড গাড়িলা রাম লংকার ভিতরে।
সুন্দরা কাণ্ডের কথা সাঙ্গ এতদুরে॥
বাল্মীক প্রবন্ধ কৈলা শ্লোকের ছন্দে।
কিত্তিবাস বিরচিলা পয়ার প্রবন্ধে॥
কুটাথ বাল্মিক গ্রন্থ কুটাথ শ্লোক।
পয়ার প্রবন্ধে কহে বুঝে সব লোক॥
একমনে...জে করেন চরণ।
অনাআসে ভবভয় খণ্ডে সেইজন॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হএয়া জেই কর এ শ্চরণে।
লক্ষ্মীনারাঅন কৃপাক সেবে সেই জনে॥

"ইতি শ্রীশ্রীরঘুনাথ চরিত্র পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত হইল"॥

৭৮। দণ্ডীপর্ব্ব

কবি—রাজারামদত্ত।
পুথি—অসম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৩৮, মধ্যে ৩১-৩৪ পৃষ্ঠা নেই।
প্রতি পৃষ্ঠা—৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ পঙক্তিতে লেখা। ৭, ১২, ১৩, পৃষ্ঠা ৭ পঙক্তিতে, ১৪ পৃষ্ঠা ৬ পঙক্তিতে, ১, ৩ক, ৬, ৯, ১০ ক, ১১, ১২, ১৩ ক, ১৫, ১৬, ১৮, ২৯ ক পৃষ্ঠা ৮ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৫৮ সাল ২৮ বৈশাখ।
লিপিকর—শ্রীপিতাম্বর মুখোপাধ্যায়।
সাকিম—উপর ডিহি, নিজগ্রাম।
পাঠক—শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩ × ১১.৩ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি॥ দণ্ডিরাজ বিবরণ লিক্ষতে॥
একনদ (একাদশ ?) স্কন্দে পুরাণ শ্রীভাগবতে।
ষুকদেব কহে সুনে রাজা পরিক্ষিতে॥
ষুকদেব মুখে রাজা পরাজঅ সুনি।
ষুকদেব স্থানে জিজ্ঞাসিল নৃপমুনি॥
দণ্ডি নৃপতির কথা সংক্ষেপে সুনিল।
বিস্তারিয়া কহ রন কিরূপে হইল॥

কোন দেশে ছিল সেই দণ্ডি নৃপমনি।
কোন মতে কোন রূপে পাইল তরঙ্গিনি ॥
গোবিন্দের প্রেঅ হঅ পাণ্ডুপুত্র লয়।
কৃষ্ণসহ পাণ্ডবের কোনমতে হল্য রণ ॥
এবড় আশ্চয কথা লাগে মোর মনে।
বিস্তারিআ সেই কথা কই মহাজনে ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

ধন হারইআ কথা ব্যাসের কবিত্ব গাথা
শ্লোকছন্দে কথা অনুসার।
ভারতের পদতলে রাজারাম দত্ত বলে
পদরাজা করিল প্রচার ॥
রাজার বচন স্থনি তাপিত হইয়া।
পুন ২ কহিলেন চরণে ধরিআ ॥
না সুনিল কাহর বোল দণ্ডি নরপতি।
তরঙ্গিনি সাজাইআ যান সিঘ্রগতি ॥
রাজ্যপাট পুত্রেরে করিআ সমর্পণ।
অস্মতে চড়িআ রাজা করিল গমন ॥

পুঁথির শেষাংশে প্রথম চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের কোন কোন স্থানে ছন্দের মিল নেই।

কৌরব পান্ডবসেনা একও হইল।
পুণ্য ভুমি কুরক্ষেত্রে উত্তরিল গিআ ॥
সাজিল কৃষ্ণের সন্য অসংখ গনন।
দেবতা গন্দৰ্ব্ব আদি জক্ষ রক্ষগণ ॥
অসংখ দেবতা সন্য কৃষ্ণের স্বহায়।
ব্রহ্মা হর ইন্দ্র আদি আইল তোথাঅ ॥
চন্দ্র সুর্য্য কুবের বরুণ হুতাসন।
জয় রাজা আছি সভার সাক্ষাতে ॥

এইখানেই পুঁথি শেষ হয়েছে। তারপরই আছে পুঁথির সন তাঁরিখ ও লিপিকরের নামধাম।

৭৯। ইন্দ্রজিত পালা

কবি—কৃত্তিবাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।

পত্রসংখ্যা—১-১৩,

প্রতি পৃষ্ঠা—৯, ১০ পঙক্তিতে লেখা। কিন্তু ১২ পৃষ্ঠা ১১ পঙক্তিতে, শেষপত্র ৭ পঙক্তিতে লেখা।

লিপিকর—শ্রীতিলকরাম দাস দে।

সাকিম—জামিরা।

লিপিকাল—১০৭৯ সাল ৭ পোষ রবিবার, শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি, বেলা দুই প্রহর।

তুলট কাগজ। মাপ—৩১ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরঘুনাথায়নম ॥ রামং লক্ষণ পুর্বজ রঘুবরং সিতাপতি সুন্দরং কাকস্যং করুণাময়ং··· ॥

পুঁথির প্রথমাংশ—

সোকের উপর সোক পড়ে না জায় সম্বরণ।
রাত্রিদিন কান্দিয়া বিকল রাজা দশানন ॥
বন্ধুবান্ধব নিসেদিল নিষেদে জ্ঞাতি।
গায়ের কাপড় লোহে তিতে চন্দন গণিতি ॥
কাতর হএ্যা রণ করি জিনিতে না পারি।
বৌরি দুরন্তের হাতে পঞ্চ মরণে মরি ॥
বির ক্ষয় হৈল লঙ্কায় বির নাঞি আর।
ইন্দ্রজিত যুবরাজ পড়িল হাঁকার ॥
ইন্দ্রবান্ধিআ যান তুমি দেখে তিনপুরি।
লঙ্কাপুরি রাখ বাপু মারিঞা দুর্জয় বৌরী ॥
দেখাদেখি না জুঝিহ জুঝিহ আদেখে।
কোন বির ধনুক পাতিব তোমার সমুখে ॥
রাজার কটক দিল তারে রাজপ্রাসাদ।
রাজার কটক লঞা লড়িলা মেঘনাদ ॥
অষ্টলোকপাল জিনি ইন্দ্রের বন্ধন।
তোমার বাহুর বলে জিনি ত্রিভুবন ॥
রামলক্ষণ বান্ধিল নাগপাশে।
অস্ত্র বের্থ গেল রাম কট জিনি ভাগ্যবসে ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

কথার কাহিনী ছিল শুনিতে বিসাম।
গিতছন্দে কির্ত্তিবাস রচিল রামায়ণ ॥

পুঁথির শেষে আছে—

বিভিসন বলে গোসাঞি শুন বাত্তার সার।
ইন্দ্রজিত মারিঞা লক্ষ্মণ রণে হইলা পার॥
বিভিসনের বোলে রামের হরসিত মন।
হস্ত প্রসারিঞা লক্ষ্মণের দিল আলিঙ্গন॥
লক্ষ্মণের বেথা দেখিঞা রামচন্দ্র চিন্তে।
দুরন্তে তরিলা উত্তমা ভাই হৈতে॥
রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করিল কলাকলি।
বসন্তে ফুটিল জেন পারুল পারুলি॥
যা দেখিঞা শ্রীরাম মনে বড় বেথে।
লক্ষ্মণের রক্ত রাম পুছেন আপন হাথে॥
তুমার প্রসাদে পার হব সিতাদেবি।
তুমার প্রসাদে পার সকল প্রিথিবি॥
পুত্রশোকে আছে রাজা লঙ্কেশ্বর।
সন্যসামন্ত আজি পাঠাব জম ঘর॥
আমার সন্যসামন্ত রণে বির অবতার।
ভাগ্যে ভাগিল তোঁঞ পাইল নিস্তার॥
ইতি ইন্দ্রজিতের পালা সমাপ্ত।

৮০। বিরাটপর্ব

কবি—কাশীরাম দাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৯৫,
প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২০৫ সাল ২৩ ফাল্গুন। সোমবার।
লিপিকর—শ্রীকার্ত্তিক সখা। সাং—লাখন্ডি।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৪·২ × ১২·৩ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি॥ অথ বিরাট পর্ব্ব লিক্ষ্যতে॥
জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপধন।
দুর্জ্জোধন পুর্ব্বে পিতামহগন॥
বিরাট নগরমধ্যে রহিলা অজ্ঞাতে।
কোনবেসে বৎসরেক বঞ্চিলা কেমতে॥

বৈসম্পায়ণ বলে শুন কুরুরাজ।
দ্বাদস বৎসর অন্তে অরণ্যের মাঝ॥
পঞ্চভাই পাণ্ডব পঞ্চালি সমুদিত।
বহুদ্বিজগণ সহ ধৌম পুরোহিত॥
সভাকে চাহিয়া বলে ধর্ম্মের তনয়।
সভে জান পূর্ব্বে জাহা কহিল নির্ণ্যয়॥
বনবাস উপরান্ত এক সম বৎসর
অজ্ঞাতে রহিব কৃষ্ণা পঞ্চ সহোদর॥

পুথির প্রথম ভণিতা—

কাসিদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার।

পুথির শেষে আছে—

মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাহার সকতি তাহা বর্ণ্যিবারে পারি॥
পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে জে দুর্জ্জয়।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন॥
সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
কাসিদাস কহে শুনে সকল সংসার॥
ইতি বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত॥

৮১।· বিরাটপর্ব

কবি—কাশীরাম দাস।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৮৫,
প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা। কিন্তু ৮০-৮৪ পৃষ্ঠা ৮ পঙক্তিতে এবং ৮৫ পৃষ্ঠা ৬ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৪৬ সাল, ২০ জ্যেষ্ঠ, রোজ-রবিবার। তিথি পঞ্চমী, কৃষ্ণপক্ষ।
লিপিকর—শ্রীরামানন্দ পালিত। সাং—দারাপুর।
পাঠক—শ্রীবৈদ্যনাথ গোপ। সাং—মাগুরা।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩·২ × ১২·৩ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ চরণভরশা ॥ অথবিরাটপর্ব লিক্ষ্যতে ॥

জম্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনির সদনে।
তদন্তের কি করিলা পিতা মহোগণে ॥
মুনি বলে যুনহ নৃপতি জম্মেজয়।
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অজ্ঞাত সময় ॥
পঞ্চভাই পাণ্ডব পাঞ্চালি সমোদিত।
বহু দ্বিজগণ সঙ্গে ধৌম পুরোহিত ॥
সভাকারে চাহি বলে ধর্মের তনয়।
সভে জান পূর্ব্বে জাহা করিল নির্ন্নয় ॥
দ্বাদশ বৎসরে অন্তে অজ্ঞাত বৎসর।
অজ্ঞাতে রহিব কৃষ্ণা পঞ্চ সহোদর ॥
বৎসরেক মধ্যের্তে বিদিত জদি হব।
পুনরূপী দ্বাদশ বৎসর বনে জাব ॥
ইহার বিচার ভাই করহ নিধান।
বৎসরেক অজ্ঞাত বঞ্চিবে কোন স্থান ॥
কোন দেশে রহিবে বঞ্চীবে কোন মতে।
বিচারিয়া যুক্তী মোরে বল পঞ্চভ্রাতে ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

মহিভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাসি কহে ষুনিলে তরিয়ে ভব বারি ॥

পুঁথির মধ্যে আছে—

অর্জুন বলিল আমি হইযে নৃর্ত্তক।
এই হেতু বাল্যকালে হইনু নপুংসক ॥
নৃর্ত্তিগতে মোর সম নাহি ত্রিভুবনে।
সিখাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে ॥
বিরাট বলিল ইহা মনে নাহি লয়।
এ কর্মের জন্যে তুমি নও মহাসয় ॥
পৃথিপতি হস্তী মধ্যে জেন মৃগরাজ।
সুর্য্যদেখি ম্লান জেন তারার সমাস।
এই যে স্ত্রীবেস তুমি ভুসিয়াছো কায।
তোমার অঙ্গেতে ইহা সোভা নাই পায ॥

ভুতনাথ অঙ্গে জেন ভস্ম আচ্ছাদিল।
দিনকর তেজ জেন মেঘেতে ঢাকিল ॥
তোমার এ ভুজতেজ ধনু সহিব।
সে ধনুর তেজে সর্ব্ব পৃথিবি সাসিব ॥
পার্থ বৈল কুরুপতি পাণ্ডুর নন্দন।
তার ভার্য্যা দ্রৌপদির ছিলাম গায়ন ॥
সত্রু নিল রার্য্য তিহো প্রবেসিলা বনে।
এই হেতু তব রায়ে্য আইনু রাজনে।
সিখাইতে পারি আমি অন্তঃপুরবালা।
এই বির্ত্তি জানি মোর নাম বৃহন্বলা ॥
রাজাবলে বৃহন্বলা রহমোর পুরে।
সর্ব্ব সমর্পণ আমি করিনু তোমারে ॥
উত্তরাদি কন্যাগণ আছে অন্তঃপুরে।
নৃত্যগিতে বিসারদ করাহ সভারে ॥
এতবলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল।
এরূপে রহিলা পার্থ কেহ না জানিল ॥

পুঁথির শেষে আছে—

পুণ্যকথা ভারতের শুনিতে পবিত্র।
পাণ্ডুর উদয় আর কৃষ্ণের চরিত্র ॥
রার্য্য লাভ অর্থ লাভ পাপের বিনাস।
পাচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥
ইতি মহাভারত বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত ॥

৮২। দাতাকর্ণের পালা

কবি—কবিচন্দ্র।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৮, প্রতি পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৬৫ সাল। ১৯ অগ্রহায়ণ।
শুক্রবার, বেলা ১ প্রহর।
পাঠক—রামসদয় পাল কুমার।
সাকিম—সাতবেড্ডা। পরগণে—জাহানাবাদ।
থানা—গোঘাট।
তুলট কাগজ, দুভাঁজ করা। মাপ—৩৩ × ১৫ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জিউ। শ্রীশ্রীগোবিন্দ মঙ্গল দাতাকর্ণের পালা লিক্ষতে ॥ নারাঅনং পরাবেদা নারাঅনং পরাক্ষরা নারাঅনং পরাক্ষক্তি নারাঅনং পরাজ্যোতি ॥

বৈসম্পায়ন বলে সুন মহাসঅ ॥
শ্রীমহীভারত কথা সুন মহাসঅ ॥
একদিন বাসুদেব ভাবিআ অন্তরে।
বুঝিব কেমন দাতা কর্ণ্য মহাবিরে ॥
জেই জাহা মাগে কর্ণ্যে তারে দেই দান।
ত্রিভূবনে দাতা নাঞী কর্ণ্যের সমান ॥

প্রথম ভণিতা—

কর্ণ্যবলে দিজবর মনস্থীর কর।
আনিব প্রচুর মাংস জত খাইতে পার ॥
দিজ কোবিচন্দ্র চন্দ্রে গান ব্যাসের আদেসে।
স্বপ্নের কৃপা কৈলা জারে ব্রাহ্মণের বেসে ॥

পুঁথির বিষয়—

রানি বলে কেন দেখি বিরস বদন।
কহিতে নারিব আমি তাহার কারণ ॥
পদ্মবতি বলে নাথ কহ আর বার।
কি লাগিআ কলঙ্ক নাথ হইব তোমার ॥
কর্ণ্য বলে পদ্মাবতি মুখে না বেরাঅ।
কহিতে দারুণ কথা প্রাণ ফেটে যায় ॥
কোথা হইতে অবোধ ব্রাহ্মণ এক আইল।
আসিআ আমারে আগে সর্ত্ত করাইল ॥
বৃসকেতু নাবে আছে তোমার নন্দন।
তাহারে কাটিয়া দেহ করিব ভোজন ॥
একথা শুনিয়া মোর প্রাণ ফেটে জাঅ।
কহিবার জগ্য লন না কহিলে লঅ ॥
তুমি যদি বল পুত্রে না দিব কাটীতে।
কি বোল বলিব গিআ ব্রাহ্মণ সাক্ষাতে ॥
পদ্মা বলে নাথ আমি না পারিব।
মা হয়ে পুত্রেরে আমি কেমনে কাটিব ॥

কণ্যা বলে একবার দেহ অনুমতি।
দাতা কণ্য বলে নাম রাখ পদ্মাবতি ॥

পুথির শেষে আছে—

কৃষ্ণ দুখি দেখি ধারা পড়ে দু নঅনে।
প্রেমে গদগদ অঙ্গ ধরিলা চরণে ॥
ভাবেতে তাপিত হআ ধরনি লোটায়।
কৃষ্ণের চরণ ধুলি মাখে সর্ব্ব গায় ॥
জে পদ করিল ধ্যান ব্রহ্মা সুরপতি।
হেন কৃষ্ণ আমার ভুবনে উপনীতি ॥
কন্যা পদ্মাবতি দুহে কান্দে…রায়।
পুন পুন স্তুতি করি ধরণি লোটায় ॥
কন্যের দেখিয়া ভক্তি দেব গদাধর।
দুইজনে হস্তধরি তুলিলা সত্বর ॥
ধন্য ধন্য কন্য তুমি বড় ভাগ্যবান।
ত্রিভুবনে দাতা নাঞী তোমার সমান ॥
এ বিধি নিত কন্যে বুঝাইআ।
বৈকুণ্টে গেলেন প্রভু অন্তধ্যান হআ ॥
ব্যাসের আদেসে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
গোবিন্দ মঙ্গল গিত পালা হৈল সায় ॥
ইতি দাতা কন্যের পালা সমাপ্ত ॥

৮৩। কর্ণপর্ব্ব

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৬০,
প্রতি পৃষ্ঠা—৮ পঙক্তিতে লেখা। ৩১ পৃষ্ঠা ছেঁড়া।
লিপিকাল—১২৫৯ সাল ১৮ ভাদ্র।
লিপিকরের নাম নেই।
তুলট কাগজ, দুভাঁজ করা। মাপ—৩৩ × ১১.৫ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরিকৃষ্ণ ॥ অথো কণ্য পর্ব্ব লিক্ষতে ॥
পিত্যা পরাস্বর জন্য সুকদেবস্য জৎ পিত্যা।

ব্যাস বদরি বাস কৃষ্ণ দৈপায়ন ভজেৎ ॥
জন্মেজয় রাজা বলে সুন তপোধন।
দুর্জ্যোধনের সেনাপতি হইল কোন জন ॥
মুনিবলে সুন রাজা সেসব কাহিনি।
জে কর্ম্ম করিল দুর্জ্যোধন নৃপমুনি ॥
দ্রোনধর পড়িল প্রিথিবি টলবল।
আসাক ভাঙ্গিল হেন দেখি কুরুবল ॥
মেরুগিরি হইতে জেন সিখর খসিল।
আকাসের চন্দ্র জেন ভুমেতে পড়িল ॥
অন্ধকার হইল জেন সুর্য্যের বিহনে।
কুহুরাত্রি হেন সব দেখিকুরুবন ॥
হাহাকার শব্দ উটিল কুরুদলে।
রথ হইতে বির পড়ে ভুমিতলে ॥

পুথির প্রথম ভণিতা—

মহাভারতের কথা সুধার সমান।
কাসিরাম দাস কহে সুনে পুর্ণ্যবান ॥

*   *   *

বিজয় দুন্দুবি বাজে পাণ্ডবের দলে।
আপন সিবিরে সভে গেল সন্ধ্যাকালে ॥
সিবিরিতে গেল দুর্য্যেধন মহারাজা।
কার নাহি বাহিনি কাহার নাহি ধবজা ॥
মুখে গদ ২ বানি বিরস বদন।
অপমানে ভুমেতে বসিলা বিরগন ॥

*   *   *

সুন মহারাজা চিন্তা কর কি কারণে।
জয় পরাজয় নাহি জানি একদিনে ॥
আজি লোক ভাঙ্গিল হইল অসময়।
কালি আমি জাব যুদ্ধে কহিনু নিশ্চয় ॥
কন্যের বচনে তুষ্টহইল দুর্য্যোধন।
হরসিত হইল সব কৌরবের মন ॥

*   *   *

আমা সম বির নাহি ভুবনে ভিতরে।
অর্জ্জুনে মারিয়া পাঠাইব জমঘরে ॥

* * *

হাসিয়া ধনুক নিল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুনরপি দুইজনে বাজিল সমর।।

* * *

পঞ্চবানে বিন্ধিলেক কর্ণ্যের হৃদয়।
সূর্য্যের নন্দন বির নাহি করে ভয়।।
পঞ্চদশ বাণ মারে কর্ণ্য মহাবির।
দেখিয়ে পাণ্ডবগণ হইল অস্থির।।

পুঁথির শেষাংশে—

* * *

অর্জুনেরে দিয়ে কোল   গোবিন্দ বলিলা বোল
হইল ইবে যুদ্ধ অবসান।।
কর্ণ্যের নিধন সুনি   যধিষ্টীর নৃপমুনি
কর্ণ্যেরে নেহালে একমনে।
করিয়া কৃষ্ণেরে স্তুতি   যুধিষ্টীর নরপতি।
কহে আজি জয় হইল রণে।।
সুনদেবচক্রপানি   আজিনিদ্রা জাব আমি
কর্ণ্যভয়ে নিদ্রা নাহি দিল।
মনে বড় ছিলভয়   রণে হব পরাজয়
এতদিনে সে ভয় ভাঙ্গিল।।
ভারতের পুণ্যকথা   শ্রবণে ঘুচায় বেথা
কোলির কোলুস হয় নাস।
গোবিন্দ চরণে মন   রহে জেন অনুক্ষণ
বাঞ্চাকরে কাসিরামদাস।।
জতেক পাণ্ডবগণ সিবিরেতে গেল।
আনন্দ অন্তরে সবে রজনিবঞ্চিল।।
বৈসম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
কর্ণ্য বির পড়িল পাণ্ডবদলেজয়।।
মহাভারতের কথা ভুবনে বিখ্যাত।
এতদূরে কর্ণ্যপর্ব্ব হইল সমাপ্ত।।

৮৪। শিবরামের যুদ্ধ

কবি—অজ্ঞাত।
পুঁথি—খণ্ডিত।

পত্রসংখ্যা—১-৬,
প্রতি পৃষ্ঠা—৯, ১০ পঙক্তিতে লেখা।
৪ পৃঃ ১০ পঙক্তি, ১ পৃঃ, ৩ক পৃঃ ৯ পঙক্তি এবং শেষ পত্রটি ৬ পঙক্তিতে লেখা। মধ্যে ২ ও ৫ পৃষ্ঠা নেই।
লিপিকাল—১২৭৬, ২৮ আষাঢ়।
লিপিকর—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র কোখা। সাং—হেত্যা।
পাঠক—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র কোখা।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৩ × ১০.৩ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরিকৃষ্ণ ॥ রামচন্দ্রায় নম ॥ শিবরামের যুদ্ধ লিক্ষ্যতে ॥
রাম বলেন শুন ভাই প্রাণের লক্ষণ।
ক্ষুধায আকুল মোর না রহে জিবন ॥
লক্ষণ বলেন শুণ কমল লোচন।
ফল আনিয়া কিছু করিব ভক্ষণ ॥
এত বলি চলিলেন ঠাকুর লক্ষণ।
শিবের বাগানে গিয়া দিল দরশন ॥
নানা ফল দেখিলেন লক্ষণ ধানকি।
ফল দেখি লক্ষণের বাড়িল কৌতুকি ॥
ফল দেখি লক্ষণের আনন্দিত মন।
রামের তরে ফল তুলেন প্রাণের লক্ষণ ॥
আম্র খেজুর তাল ডালিম্ব রসাল।
শাল পেয়াল তুলেন শুপাক কাটাল ॥
* * *
একটা মনস্য আইল বাগান ভিতর।
তার সনে যুদ্ধ বড় হইল বিস্তর ॥
পাথর চাপান দিয়া রাখিলাম আমি।
তাহার খুজিতে আইল ভাই তার এখনি ॥
তার সনে বিস্তর হইল মহামার।
রণ সহিতে নারিলাম আই লাম শত্তর ॥
এ কথা শুনিয়া শিব ক্রোধকরি মনে।
হনুমান সঙ্গে করি আইল বাগানে ॥
জেইখানে বসি আছে রাম গদাধর।
তার কাছে দাণ্ডাইলা দেব মহেশ্বর ॥

* * *

এত বলি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাড়ে দোহে মহাবলী।

পুঁথির শেষে কোন ভণিতা নেই—

আমিত থাকিতে প্রভু নাহি কর চিন্তা।
আমি আনি দিব তোমার চন্দ্রামুখিশীতা ॥
লক্ষণ বলেন প্রভু সুণ নারায়ণ।
হনু হইতে হবে তোমার শিতার অন্যাশন ॥
হনুমানে আশীর্বাদ কর প্রভু রাম।
হনু হইতে পুরিবে তোমার মনস্কাম ॥
এর পরই পুঁথি সমাপ্ত হয়েছে।

৮৫। শিবরামের যুদ্ধ

কবি—কৃত্তিবাস পণ্ডিত।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১৪,
প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৪৭ সাল, ১৬ আশ্বিন।
লিপিকর—শ্রীরামেশ্বর সামন্ত।
পাঠক—শ্রীমধুসূদন চট্টরাজ।
হাল—মোকাম—কুটী—দেশুড়্যা।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৪ × ১৩ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাম। অথ শিবরামের যুদ্ধ লিক্ষতে।
সিতা হারাইয়া রাম দুই সহোদর।
কান্দিয়া ২ বেড়ান বনের ভিতর ॥
শ্রীরাম বলেন সুণ প্রাণের লক্ষণ।
খুদাতে বাকুল মোর না রহে জিবন ॥
জোটর জালাতে ভাই চলিতে না পারি।
গটা কতক ফল ভাই য়ান তরা করি ॥
... ...
কাতর হইয়া লক্ষণ চতুর্দিকে চান।
একস্মাৎ দেখেন এক রক্ষকি বাগান ॥

সুন্দর বাগান বির দেখে দূর হইতে।
ফল আনিবারে জায় আনন্দিত চিত্তে॥
ধনুর্ব্বান হাতে করি চলিলা লক্ষণ।
শিবের বাগানে গিয়া দিল দরশন॥
নানা ফল দেখিলেন লক্ষণ ধনুকি।
ফল দেখি লক্ষণের বাড়িল কৌতুকি॥

বামের লাগিয়া ফল তুলি আমি।
এহ ফল খাইবেন অখিলের শ্যামি॥
নন্দী বলে মোর হাতে জদি পাও প্রাণ।
তবে লয়্যা দিবে ফল রাম বিদ্যামান॥
পড়েছ আমার হাতে ছেড়ে নাই দিব॥
এক চড়ে তোমারে জম ঘর পাঠাইব॥

*　　　*　　　*

এত বলি দুইজনে হইলা গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ করে দোহে মহাবলি॥

*　　　*　　　*

শিবরামের যুদ্ধ হয় যুনিতে চমৎকার।
ডেকে বলেন দেবগন রাখ এই ধার॥
এতবিবরণ জদি যুনিল পাৰ্ব্বতি।
রণস্থলে আপুনি চলিল তপবতি॥
একদিকে শিব আছেন আর এক দিকে রাম।
তা দেখিয়া তপবতীর উটীল পরাণ॥

পুথির শেষে আছে—

পঞ্চবটী বনে মোর সিতা গেল চুরি।
তার ঘন্যাসনে আমি বনে ২ ফিরি॥
এতবলি হনুমান ত্বরায় উটীয়া।
রামের নিকটে দিল হারটি য়ানিয়া।
রামের কাছে বলিছেন পবন কুমার।
দেখ দেখি বটে নাকি জানকির হার॥
হারগাছি হাথে লয়্যা রাজিব লোচন।
বলেন বলেন চেন দেখি সিতার অ [ভ] রণ॥

লক্ষণ বলেন শুন রাম রঘুমনি।
অভরনের অন্ধমাত্রর নেপুর দুটী জিনি ॥
রামের পানে চেয়্যা বলেন সুমিত্রা সন্তান।
মহাদেব বলিলেন এই হনুমান।
হনুরে কহেন তবে রাজিব লোচন।
সিতার উদ্ধার কর লইলাম স্বরণ ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভ ক্ষণ।
সিবরামের যুদ্ধ সব হইল সমাপন ॥

৮৬। যযাতি রাজার নরমেধযজ্ঞ

কবি—কৃত্তিবাস পণ্ডিত।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৯,
প্রতি পৃষ্ঠা—৯, ১০ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১২৭৫ সাল, ৮ জ্যৈষ্ঠ।
রোজ-বুধবার, বেলা আন্দাজী এক পহর।
লিপিকর—শ্রীধন চন্দ্র সরকার, গ্রাম হাতিয়া।
দুভাঁজ করা তুলট কাগজ। মাপ—৩১·৭ × ১১ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরিকৃষ্ণ ॥ অথ জজাতি রাজার নরমেধ যজ্ঞ লিক্ষতে ॥

শ্রীরামকহেন শুন বসিষ্ট ব্রাহ্মণ।
কহ দেখি পুর্ব্ব কথা কোরিব স্মরণ ॥
কোন রাজা কোন কিত্তি কৈল সুর্য্য বংসে।
পুর্ব্ব কথা কই মোরে পাপ হউ ধ্বংসে ॥
বসিষ্ট কহেন শুন রাম জটাধারি।
সুর্য্য বংসের পুর্ব্ব কথা নিবেদন করি ॥
সগর সাগর কির্ত্তি আছে গঙ্গাভাগিরথ।
এই দুই কির্ত্তি আছে শুন রোঘুনাথ ॥
রাম কহেন দশরথের কির্ত্তি কহ মুনি।
শুনিঞা জুড়াক প্রাণ বসিষ্ট মহামুনি ॥
দসরথের কির্ত্তি কথা শুনিতে তরাস।
তোমার পিতার কির্ত্তি তোমার বনবাস ॥

সূয্য বংসের কিত্তিকথা সুন নারায়ণ।
নরমেধ জজ্ঞ কৈল জজাতি রাজন॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

দ্বিজ লয্যা নিপবর চলে নিজ বাসে।
রামায়ণ রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

পুঁথির শেষাংশে—

এতেক সুনিয়া সিসু কান্দিতে লাগিল।
বৈকুণ্ঠেতে কৃষ্ণচন্দ সুনিতে পাইল॥
লক্ষ্মিরে ডাকিযে তখন কহেন হাঁসি ২
ভদ্রাবতি ব্রাহ্মণি দেখা দিয়া আসি॥
এতবলি কৃষ্ণচন্দ কোরিলা গমন।
ভদ্রাবতির নিকটের গেলেন নারায়ণ॥
কৃষ্ণ বলেন ব্রাহ্মণি আইলাম তোর ঘরে।
ভদ্রাবতি স্তবকরে আনন্দ অন্তরে॥
বিদায় হইয়া প্রভু গেলা নিজস্থানে।
এত শ্বরে নরমেধ হইল সমাধানে॥
সেশ্বর্দা করি এই কথা সুনে জেই জনে।
ধন পুত্রু লক্ষ্মি তার বাড়ে দিনে ২॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত রচিল রামায়ণ।
নরমেধ জজ্ঞ কথা হইল সমাধান॥
ইতি নরমেধ জজ্ঞ সমাপ্ত॥
লিক্ষকের লেক্ষি দোষ মর্জ্জদা কোরিবে।
রামের চরণে মন সর্ব্বদা রাখিবে॥
ভাই বল বন্ধুবল কেহ নয় কার।
ভেবে দেখ…জন্ম নাহি আর।
এমন রামের বিনা হইল প্রচার।
ঐ চরণে আসা করে শ্রীধর চন্দ্র সরকার॥

৮৭। যোগাত্মার বন্দনা

কবি—বীরচন্দ্র।
পুঁথি—সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-৩,
প্রতি পৃষ্ঠা—১০ পঙক্তিতে লেখা।

লিপিকাল—১২৬৮ সাল ৫ ভাদ্র।
পাঠক—চিনিবাস বণিক। সাকিম—বনকাটী।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৬.৪ × ১৩.৫ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণং ॥ জোগঙ্গা বন্দনা লিক্ষতে ॥

নিল কমলদল খঞ্জন…নি।
আর কতদিনে দআ করবে ভবানি ॥
……বন্ধ ক্ষির গ্রাম বাসী।
অবনিতে গীন্ধর্ব পীন্টে গোপ্ত বারাণসী
দক্ষিণ হস্তে খগ্গ মা এর বাম হস্তে খাণ্ডা।
রাবণের ঘরে মাতা ছিলে উগ্রচণ্ডা ॥
তব পুজা রাবণ রাজা করে চিরকাল।
তোমারে পুজী এ রাজা জিনিলা পাতাল ॥
পাতালেতে মহারাজা বিধিহখ বাম।
কাঞ্চনাতে…নিল লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥
অশ্বিনে অম্বিকা মর্ত্তি মহামাআ হইল।
সীংহ পীন্টে আরোহণ দেখি…গেল ॥
বামদিকে কার্ত্তিক দক্ষিণে গণপতি।
দক্ষিণ বামে সোভা করে লক্ষি সরেস্বতি ॥

* * *

দেবি বলে শুন বাপু বর্ত্তিক নন্দন।
নামাও পসরা সংখ দেখিব কেমন ॥

* * *

দেবি বলে শুন বাপু বর্ত্তিক সেখারি।
সংখের উচিত মুল্য কহ সত্তকরি ॥

* * *

পুঁথির শেষাংশে—

তোমাহেন ভাগ্যবান কে আছে ভারথে।
সংখ পরাইলে তুমি ভগবতির হস্তে ॥
কেমন সংখ পরাইলে মাকে করি দরসন।
তবে সে আমার বাপু পুত্র… ॥

... ...

ধামসার ঘাটে গিআ মাকে নাহি দেখি।
মা মা বলিয়া দিজ উচ্চস্বরে ডাকি ॥
জলেতে থাকিয়া দেবি দুহাত তুলিল।
জলে হইতে দুই বাহু সংখ দেখাইল ॥
দিজবলে বস্তিক আমার পানে চাঅ।
সংখ পরাইলে তুমী তঙ্কা লঞা জাঅ ॥
বস্তির্ক বলেন আমী তঙ্কা নাঞী লব।
বৎসর আন্তর মাকে সংখ আশী জগাইব ॥
অদ্যাবধি সেই সংখ পরেন মহেশ্বরি।
জগোঙ্গা পীরিতে সভে বল হরিহরি ॥
এত দুরে জগোঙ্গার বন্দনা পালা হল্য সাঅ।
লেখিলেন বিরচান্দ্র বাড়ি রাঅ বান্ধ ॥
তন্তহিন মন্তহিন ভক্তিহিন আমী।
জনমে জনমে কৃপা করিবে ভবানি ॥

৮৮। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা

কবি—নরোত্তম দাস।
পুথি—খণ্ডিত।
পত্রসংখ্যা—১-৬,
প্রতি পৃষ্ঠা—৯ পঙক্তিতে লেখা।
পুথির শেষাংশ না থাকায় লিপিকাল ও লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৫.৪ × ১২ সেঃ মিঃ।

পুথির প্রথমাংশ—

শ্রীশ্রীহরি ॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন সলাকায়ঃ।
চক্ষুরুমিলিত য়েন তস্মৈ শ্রীগুরুভো নম নম ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাণপাতি যুগল কিসোর।
জীবনে মরন গতি আর নাহি মোর ॥
শ্রীগুরু চরণ হৈত্যে পাই সর্ব্বজন।
কায় মন বাক্যে ভজ শ্রীগুরু চরণ ॥

এমন দআর সিন্ধু শ্রীগুরু গোসাঞি।
তাহার কৃপাঅ দেখ হেন ধন পাই ॥
*   *   *
সাধনের নাম পাপ্তি সির্ন্ধ মঞ্জরি।
কহিল সাধন সেবা ব্রজ অনুসারি ॥
*   *   *
আপন স্বভাব জানি করিবে ভজন।
উপাসনা জান এই পরম কারণ ॥
উপাসনা বস্তু এই মনেতে করিঞা।
জেইমত পুন্ন কুম্ভ সিরেতে ধরিঞা ॥

পুথির প্রথম ভণিতা—

রাধাকৃষ্ণ প্রাণধন   সেই মোর জীবন
সেই মোর জীবন উপায়।
হাহা প্রভু কর দয়া   দেহ মোরে পদছায়া
জেন মোর জমের নাহি থাকে দায় ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু   অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবনে।
গন [?] সহে কর দয়া   দেহ মোর পদছায়া
নরোত্তম নাইলা স্বরণ ॥

পুথির মধ্যাংশ—

মুখমঅ বৃন্দাবন   কবে পাবদরসন
কবে গড়াগড়ি দিবতায়।
প্রেমে গদ ২ হঞা   রাধাকৃষ্ণ নাম লঞা
কান্দিয়ে বেড়াব উচ্চরায় ॥
জাইআ জমুনার তিরে   প্রবেস করিব নিরে
কবে খাব কর পুট তুলি।
হেন দসা কবে হব   শ্রীরাম মণ্ডলে জাব
সে ধুলি মাগিব কবে গায় ॥

খণ্ডিত পুথির শেষ পত্রাংশে আছে—

রাগানুত্য কর ভক্তি প্রেমের সিঞ্চন।
হেথা উত্তম গুরু বৈষ্ণব হোতা দুইজন ॥

সাধকসিদ্ধ জানি এই দুই কোথা।
সাধকের বলে সিদ্ধ পাইবে সর্ব্বথা ॥

*　　*　　*

কবেহেন দয়া হব সখি সুখ পাইব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দুঁহারে পরাইব ॥
সমুখে রাখিআ করে চামর দুলাব।
অগোর চন্দন গন্ধ দুঁহারে পরাইব ॥

*　　*　　*

জেই পুষ্পে থাকে মধু ভ্রমর করে গতি।
এমনি জানিহ বৈষ্ণব ভ্রমর আহ্নতি ॥
জাহার আলঅ বৈষ্ণব করে গতাগতি।
সেই সে উত্তম হয় লিলা হঅ স্থিতি ॥
বৈষ্ণবের অল্প বুদ্ধি হঅ অপরাধ।
সপনে　　…　　॥

এরপর আর পুঁথির পাতা পাওয়া যায়নি। পুঁথি খণ্ডিত ॥

৮৯। বৈষ্ণব বন্দনা

কবি—দৈবকী নন্দন।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১২, প্রতি পৃষ্ঠা—৬ পঙক্তিতে লেখা। শেষ পত্র ৪ পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১০৭৮ সাল ১ মাঘ ; সোমবার।
লিপিকরের নাম নেই।
দুভাঁজ তুলট কাগজ। মাপ—২৩ × ৮'৪ সেঃ মিঃ।

পুঁথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপময়ো।
সর্ব্বাবিতারনং ভক্তো সর্ব্বভক্ত জনাপ্রিয়ো ॥

প্রাণ নোরা চান্দ মোর প্রাণ গোরাচান্দ।
শচীর দুলাল গোরা সভাকার প্রাণ ॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দসনে।
নিবেদন করি কিছু বৈষ্ণব চরণে ॥

বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের···তি।
মুঞি কোন হঙ এই সিসু অল্পমতি ॥
জিহ্বার আরতি অতি মনের বাসনা।
প্রকাস করিতে চাঙ বৈষ্ণব বন্দনা ॥
জে কিছু কহিয়ে গুরু বৈষ্ণব প্রসাদ।
ক্রম ভক্তে মোর না লইবে অপরাধ ॥
*　　*　　*
বন্দিয়াসে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিত পাবন অবতার ধন্য ধন্য ॥
বন্দোলক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোসাঞি বন্দনা করিয়া ॥

পুথির শেষাংশ—

অনন্ত বৈষ্ণব সব অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি জে করিতে পারে সীমা ॥
বন্দনা করিব মোর কত বুদ্ধি।
বেদে ২ জানিতে নারে বৈষ্ণবের মুক্তি ॥
সভাকার উপদেস বৈষ্ণব ঠাকুর।
শ্রবণ নয়ন মন বচনের দূর ॥
সরণ লইনু শ্রীগুরু বৈষ্ণব চরণে।
সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব বন্দনে ॥
বৈষ্ণব বন্দনা পড়ে শুনে জেইজন।
অন্তরে মালিন্য ঘুচে সুদ্ধ হয় মন ॥
জে প্রভাতে উঠিয়া পড়ে শুনে বৈষ্ণববন্দনা।
কোন কালে নাই পায় কোনই জন্ত্রনা ॥
দেবের দুর্লভ প্রেম ভক্তে সেই লভে।
দৈবকী নন্দনে কহে এই সব গোভে ॥
ইতি বৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্ত ॥

৯০। গুরুদক্ষিণা

কবি—শঙ্কর।
পুথি—খণ্ডিত।
পত্রসংখ্যা—৫-১১,
প্রতি পৃষ্ঠা—৭, ৮ পঙক্তিতে লেখা কিন্তু শেষ পত্র ৫ পঙক্তিতে লেখা।

লিপিকর—শ্রীবিষ্ণুশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।
সাকিম—পুরন্দবাম।
পাঠক—শ্রীদ্বারকানাথ। তুলট কাগজ। মাপ—৩২ × ১০ সেঃ মিঃ।

খণ্ডিত পুঁথির প্রথমাংশ—

সামির সঙ্গেতে ব্রাহ্মণি চোলিগেল ॥
হোরির সনমুখে ব্রাহ্মণি দাড়াইল গিয়া।
করুনা [?] চলে [করুণ লোচনে] কহে কান্দিয়া ২ ॥
ইবে সে জানিলাম কানাই মনুস্য তোমরা নয়।
জেই এ মাগিবে কানাই তাহা দিতে চায় ॥
গুরুদক্ষিণা দিবে জোদি কানাই বলাই।
ছয়ড়ে মোরিল পুত্র মাগি তব ঠাই ॥

খণ্ডিত পুঁথির প্রথম ভণিতা—

গুরুপত্র আনি দিল গাইল সঙ্কর।
এ ঘর সাগরে পার কর দাম দায়র [?] ॥

পুঁথির শেষাংশ—

দুহার চরণে দুহে কোরিল প্রণাম।
মোথুরানগর জাহ হোরি বলরাম ॥
পথে জাইতে কথা কোহিতে ২।
মোথুরানগরে জান হরসিত চিতে ॥
মথুরা জাইতে বেলা হুইল…
বনা ?] বলেন ভাই ঘর কত দুরে ॥
কি বুদ্ধি কোরিব ভাই বলহ উত্তর।
খুদায় চোলিতে নারি কেমনে জাব ঘর ॥
কেস (ব) বলেন ভাই শুনহ বলরাম।
মথুরার বাদ্য বাজে যতিয় ও পাম ॥
মোথুরা নিকটে দেখ বলভদ ভাই।
ঘরেগেলে যে খুনি মন্ত্র দিবেন দৈবকি ভাই ॥
গুপ্তবেসে বাবু যামি নগর ভিতর।
ভাল মন্দ জানি মাতা প্রতি ঘরে ২ ॥
গুরুদক্ষিণা মাগ গাইল সঙ্কর।
হায় ২ বোলিয়া সভাই ঘর জায় ॥
ইতি গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত ॥

৯১। ঢেকুরের পালা

কবি—অজ্ঞাত।

পুথি—খণ্ডিত।

পত্রসংখ্যা—১-৯ক, মধ্যে ৫ পত্র নেই, পুথির শেষও নেই।

প্রতি পৃষ্ঠা—৬, ৭ পঙক্তিতে লেখা।

শেষপত্র না থাকায় লিপিকরের নাম ও লিপিকাল জানা যায়নি।

দুভাঁজ করা তুলট কাগজ। মাপ—২৩×৮ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ জয়রাম রাঘব অনাদ্য ভগবান।
ইন্দ্রাসের দেহারা বন্দিব সাবধান॥
নবধর্ম অবতার দেব নিরঞ্জন।
ধর্মের পেরিতে হবি বল সর্ব্বজন॥
একমনে স্তুনি ভাই ধর্মের মঙ্গল।
স্তুনিলে কলুস নাস বাঞ্চা নিরমল॥
নম দুর্গা মহামাআ সর্ব্বঙ্গলা।
সাবধান হঅ্যা সুন ঢেকুরের পালা॥
বোহাড়া পড়িল রণে চলে জমালয়।
লাউসেনে কালুবির ডাক দিআ কয়॥

পুথির মধ্যাংশ—

লাউসেন ধর‍্যা লঅ্যা দিলেক বন্ধনা।
লাউসেন বলে রাখ দেব নারায়ন॥
বিপাক বন্ধনে সেল ভাবে নারাঅন।
পাতালে হইল মোর সঙ্কট জিবন॥
তোমার মহিমা আমী বলিতে জানি।
ধরিআ বরাহ রূপ তারিলে ধরনি॥
কুর্ম্মরূপে ধরনি ধরিলে ধর্ম্মরাজ।
ধনিকে পাতাল নিলে ব্রহ্মা বটুসাজ॥
সলিলেতে পুসাদে রাখিলে কর তার।
বিসের ভোজনে তুমি হইলে প্রিতিকার॥
রাম অবতারে তুমি অসম্ভব লিল্যা।
পদরেণু পাইঅ্যা মানুষ হল্য পিল্যা॥

পুঁথির শেষাংশে—

আপুনি···তুমি হরি অবতার।
স্তব করি তোমা বিনে গতি নাঞি আর ॥
কংস মারি আপুনি রাখিলে নন্দবালা।
জয় হরি নিস্তারিনি জয়ন্তি মঙ্গলা ॥
দিবানি সর্ব্বানি সর্ব্বানি তুমি সেন রাজসুতা।
নারায়নি নমস্তু সঙ্কর বনিতা ॥
জয়ন্তি মঙ্গলা ভদ্রকালি কপালিনি।
দুর্গাসিব্যা খেমা ধাত্রি নম নারায়ণি ॥
নিজ দাস রক্ষা কর দত্তা মইমা।
ইচ্ছাই ধুলায় পড্যা মুখে নাঞি রা ॥
কান্দ্যা ২ স্তব করে গেআল ইচ্ছাই।
হেন কালে কৈলাসে আগ্রিল মহামাই ॥

৯২। চিত্রকেতু উপাখ্যান

কবি—কবিচন্দ্র।
পুঁথি—খণ্ডিত।
পত্রসংখ্যা—৪-৬, মধ্যে ১-৩ পত্র নাই।
প্রতি পত্র – ১০, ১১, ১২ পঙক্তিতে লেখা। শেষ পত্রটি '৯' পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকাল—১০৬৩ সাল ৯ জ্যৈষ্ঠ।
লিপিকর—শ্রীমাধবপাল।
তুলট কাগজ। মাপ—৩৪·৫ × ১১·৫ সেঃ মিঃ।

খণ্ডিত পুঁথির ১ পত্র না থাকায় ৪ ক পত্রের প্রথমাংশ—

গরল ভক্ষণে শিশু তেজিল পরাণ।
নারিসব আনন্দিত গেল নিজ স্থান ॥
এতদিনে বসাইলাঙ মোদের শিয়রে।
দ্বিজ কবি চন্দ্র গাএ ভাবি পরাৎপরে ॥

পুঁথির শেষাংশ—

গৌরী ডাকিয়া তবে কহে স্বলপাণি।
বৈষ্ণবের তেজ তুমি দেখহ ভবানী ॥

জে জনা কৃষ্ণের দাস কারে নাহি ভয় ।
নাহিক জম্মের দায় কিছ্ন নাহি ভয় ॥
কৃষ্ণে জে ইহার ভক্তি দেখিলে নয়নে ।
তোমার দার্ন্ণ সাপ মনে নাহি গণে ॥
জে জনা কৃষ্ণের ভক্ত মোর প্রিয় বড় ।
বৈষ্ণবের উপর দ্নর্গা অহমিকা ছাড় ॥
গোরী বলে প্নর্ণ হবে তোমার বাসনা ।
জম্মে ২ হরিনাম করিবে সাধনা ॥
স্নক কহে সুরপ্নরে ছিলা চিত্রকেতু ।
দেবি সাপে বৃত্তাসুর হইল এই হেতু ॥
জাতিশ্বর অসুর অতৈব কৃষ্ণ ভক্তি ।
ইন্দ্রেতে নিধন হয়্যা প্নণ পাল্য ম্নক্তি ॥
একচিত্তে সুনে জেই এই উপাক্ষান ।
অহিক পরম সুখ অন্তে কৃষ্ণ পান ।
চিত্রকেতুর উপাক্ষান এতদ্নরে সায় ।
শ্লোকার্থ সঙ্গিত কথা কবিচন্দ্রে গায় ॥
জে প্নথি দেখিয়া ইহা হইল লিখন ।
তাহার জতেক গ্নণ না জায় বর্ণন ॥
অর্দ্ধেক পড়িতে পারি তাহার অক্ষর ।
অক্ষর বলাত নাঞি দেখ জেমত···
······বৃক্ষ লোক চিনিবারে পারে ।
কোন মহাপ্নর্নষ মনে লিখিল তাহারে ॥
অপেক্ষা করিয়া জদি না করি লিখন ।
শ্রীমাধব পাল তবে হইবেন বিমন ॥
অতয়েব জেইজন করিবে পঠন ।
আদিরস দ্নষ্ট বলি বলিহ তেথন ॥
আমি···মোর নাহি দোষ ।
না লিখিলে মাধব ভাই লহিত সন্তোষ ॥

৯৩। স্বপ্নউল্লাস নাটক

কবি—মগনমোহন ।
প্নথি—আদ্যন্ত খণ্ডিত ।
পত্রসংখ্যা—২ ক থেকে ১৩,
পত্রের ক্রমিক সংখ্যায় কিছ্ন ভুল আছে ।

প্রতি পত্র—১০ পঙক্তিতে লেখা।

তুলট কাগজ। মাপ—৩৪ × ১১.৪ সেঃ মিঃ।

২ ক পত্রের প্রথমাংশ—

……তার সঙ্গে।
সুবলের বেস ধরে মনের তরঙ্গে॥
বিসাখা লইআ জায় অভিসার করি।
সুবল লইয়া রহে ললিতা সুন্দরি॥
সুবল কহেন সখা জমুনার ধারে।
আছেন রঙ্গন কুঞ্জে তোমা বেণ্টা করে॥
ইহা স্থনি বিসাখিকা [বিসাখা ?] চলে তরা করি।
সেখানে আছ এ সেই রসিক মুরারি॥
বিশেখা সহিত সুবল দেখি স্যামধন।
রাধা না দেখিআ তার উচাটিত মন॥
কহেন তোমরা দুহে আইলে এখানে।
আমার প্রাণের প্রিয়া কা আইলা কেনে॥
তারে না দেখিআ মোর স্থির নহে মন।
কত দূরে আইসে রাই কহনা এখন॥
এত স্থনি বিসাখিকা হাসিতে লাগিলা।
রাই মুখ চাহি কিছু কহিতে লাগিলা॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা ও পুঁথির নাম—

রাখালের সহিত মিলিআ কৃষ্ণরায়।
নানামত খেলা করে বালকে খেলায়॥
এই লিলা হয় কৃষ্ণের অনন্ত আপার।
অন্ত নাহি পায় অনন্ত বদন জাহার॥
আমি অতি দিন হিন কি বলিতে পারি।
মনের লালস মাত্র টানাটানি করি॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সদা অভিলাস।
মগনচন্দ্র করে ইহা করিআ আভাস॥
ইতি স্বপ্নউল্লাস নাটকে অভিসারিকা গমনে
নাম দ্বিতিয় অমৃত॥
জয় ২ রাধানাথ করে নিবেদন।
মোর প্রতি কর নাথ ভবেতে তারণ॥

জয় ২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদৈত্যচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ।

১৩ তথা খণ্ডিত পুথির শেষ পত্রে আছে—

স্নহ ললিতা তুমি আমার বচন ।
শ্যাম না দেখিএ মোর উপটিত মন ।।
ললিতা বহু এ ধনি বহুত কহিল ।
তেখন আমার কথা বিসতুল্য হল ।।
এখন নাগর কোথা পাবগো খুজিআ ।
কিবা ঘরে কিবা গোষ্টে গেল গো বলিআ ।
এক কথা শুন করি নিবেদন ।
তোমার প্রেমেব বস মদনমোহন ।।
পুন আসিবেন শ্যাম মিলিব তোমারে ।
এখন আর কিবা হব হইলে কাতরে ।।

এরপর পুথির আর কোন পত্র না পাওয়ায় পুথির শেষাংশ বা সন তারিখ, লিপিকর কোন বিষয়েই কিছু জানা যায়নি ।।

৯৪ । রাগময়ী গ্রন্থ

কবির নাম কোথাও পাওয়া যায়নি ।
পুঁথি—খণ্ডিত ।
পত্রসংখ্যা—২৮, মধ্যে ৭ম পত্র নেই ।
পুঁথিটি বহুলাংশে অস্পষ্ট । অক্ষর প্রায় বোঝা যায় না । পুঁথির কালি ও কাগজ খুবই পুরনো ।
লিপিকাল—'১০৩৩ সাল সকাব্দা—১৬৪৯ মল্লাব্দা ।'
লিপিকরের নাম নেই ।
তুলট কাগজ । মাপ—২৪×৯ সেঃ মিঃ ।

২য় পত্রের প্রথমাংশ—

·········এর কাম বিজ তীন ।
ইহার যথ মন্ত্রের রব এ সবার বৎসর সাত ।।
জ্ঞান রূপ তিন ।······গম বস্তু এক ।।
গৌর বস্তু এক । শ্বেত বস্তু এক । জ্ঞান কুম্ভ বস্তু এক ।

শ্রীকৃষ্ণ জীউর পঞ্চনাম ।······স্যা কস্তু ।
গুণ তিন হয় । বেক্তলিলা এক । দ্বারিকা লিলা এক ।।
···নিলাচল এক । নবদ্বিপ···দিসা তিন ।
মুরলি তিন । ধনুর্ব্বান এক । দণ্ডধারণ এক । লিলা দুই ।
কৃষ্ণ লিলা এক । গৌরলিলা এক ।

*　　*　　*

পরাণ পুতুলি রাধা কামের সহঞ ·· ।
নাভি পদ্মে সোভা করে চন্দ্র সুসিতল ।।
দসচন্দ্র সোভা করে মকর কুণ্ডল ।।
করতলে সোভা করে অতি সুসিতল ।
কুঞ্চিত কুন্তল তায় অতি সুকোমল ।।
চামর জিনিয়া কেস গুঞ্জরে ভ্রমর ।
দুই বিদ্যা সোভা করে উজ্বল মনোহর ।।
গৌর বরণ রূপ অতি অনুপম ।।
এই মন্ত্রে মনে হয় রাধাকৃষ্ণের সমান ।।

পুথির শেষাংশে পদগুলি খুবই অস্পষ্ট । কোন পঙক্তিই সম্পূর্ণ পাঠ করা যায় না ।

অনেক প্রকার হয় সাধন লক্ষণ ।
নিজ গুরু সাঙ্গ করি···বৃন্দাবন··· ।।
······শ্রীজিব গোসাঞি ।
শ্রীরূপ গোসাঞি বিনে আর গতি নাই ।।
···গ্রন্থ···সেই কথা সম্যক কহিল ।
ইহা···সাধক কিছু বুঝিতে নারিল ।।
ইতি শ্রীরাগময়ী গ্রন্থ সমাপ্ত ।।

৯৫ । রাসপালা

কবি—কবিচন্দ্র ।
পুথি—আদ্যন্ত খণ্ডিত ।
পত্রসংখ্যা—২-৮, প্রতি পৃষ্ঠা—৬ পঙক্তিতে লেখা ।
পুথির শেষাংশ না থাকায় লিপিকাল ও লিপিকরের নাম জানা যায়নি ।
তুলট কাগজ । মাপ—৩২'৫ × ১২'৫ সেঃ মিঃ ।

খণ্ডিত পুঁথির ২.ক নং পত্রের প্রথমাংশ—

কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তন পরিহরি জায়।
পরিতে পরিতে বস্ত্র কোন গোপী ধায় ॥
কেহ কেহ শিষু মুখে দুগ্ধ দিতে ছিল।
বালক রাখিয়া ভুমে ধাইয়া চলিল ॥
কেহ কেহ পতিশেবা ছাড়িআ পালায়।
ভোজন ছাড়িয়া ভাবে বিন্দাবনে ধায় ॥
কেহ কেহ বিরলে করিতে ছিল বেশ।
গিত ষুনি বেগে চলে নাই কোন লেশ ॥
কেহ কেহ কপালেতে পরিতে সিন্দুর।
অমনি ধাইয়া চলে ফেলিয়া মকুর ॥
কোন গোপি পরে এক নয়ানে কাজর।
ভেদিল মদন শ্বর কাঁপে কোলেবর ॥
চেতন হরিয়া নিল মুরালির স্বরে।
কর অভরণ নপুরী পদযুগে পরে ॥
অভরণ পরে গোপি স্থির নহে চিত।
বিসম প্রেমের কী জে হইল বিপরিত ॥

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

ধরাধরি করি পতি রাখিতে না পারে।
হাতাহাতি ঠেলা ঠেলি করি জায় তারে ॥
কার পতি ধরাধরি করি রাখে জায়।
তেজিয়া শরির গোপি আগে কৃষ্ণরায় ॥
অন্য ২ জত গোপি নাহি জাতে জাতে।
সভার আগে ভেটি কৃষ্ণ দাণ্ডায় বামেতে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কহে পুরাণের শার ॥
জে জন স্মরণ করে জন্ম নাহি যার ॥

খণ্ডিত পুঁথির শেষ পত্র—

ভজিলে না ভজে কভু পুত্রে পিতামাতা।
সাবধানে ষুণ গোপি এই তত্তকথা ॥
তারপরে কহি ষুণ কহে ঘনশ্যাম।
ভজিলে না ভজে জেবা সেই যাত্তারাম ॥

তারপর কহি শুণ কহে জদুপতি।
দারিদ্র হারাঞে নিধি গুন গায় জতি ॥
ধন পাঞা বাশনাশকল দুরে জায়।
হরি ২ বল শভে কবিচন্দে গায় ॥
আমি কর‍্যাছিলাম পত্ত তোমা·· স্থানে।
বাশনা করিব পুন্য গিয়া বিন্দাবনে ॥
শত্তে বন্দী পুত্র ছিলাম কহেন শ্রীহরি।
বাঁশির শব্দেতে আইলাঙ অভিশারি ॥
গোপিরে কহিছে বাক্য প্রভু জদুপতি।
পড়ে কিনা পড়ে মনে করি দেখ স্থিতি ॥
গোবিন্দের পিয়বাক্য শুনিয়া শাদরে।
পুর্ব্বজন্মের তপের ···গেল দুরে ॥

৯৬। আশ্রয় নির্ণয়

কবি—কৃষ্ণদাস।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৪, প্রতি পৃষ্ঠা—১০ পঙক্তিতে লেখা।
শেষপত্রে লিপিকাল ও লিপিকরের কোন উল্লেখ নেই।
তুলট কাগজ। মাপ—৩২·৫ × ১১·৫ সেঃ মিঃ।
[৬০ নং পুথিটিও আশ্রয়নির্ণয়। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।]

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ আস্বয় নির্ণয় লিক্ষতে ॥
আস্বয় পঞ্চ প্রকার ॥ কি কি পঞ্চ প্রকার ॥
নামাস্বয় ১ মন্ত্রাস্বয় ২ ভাবাস্বয় ৩ প্রেমাস্বয় ৪
রসাস্বয় ৫ এই পঞ্চ প্রকার ॥

আস্বএর কথা কিছু করি নিবেদন।
জেরূপে যাস্বয় হয় সুন শ্রুতাগণ ॥
এই মত যাস্বয় হয় পঞ্চ প্রকার।
ক্রমে ২ কহি ইবে করিঞা নিস্তার ॥
এই পঞ্চমত হয় আস্বয় নিম্নয়।
ক্রমে ২ কহি ইবে করিঞা বিনয় ॥

প্রবন্তের নামান্বয মন্ত্রান্বয হয় ।
সাধকের ভাবযান্বয় জানিহ নিশ্বয় ।।
সিদ্ধের প্রেমান্বয রসান্বয যার ।
আন্বয় নির্ন্নয় এই পঞ্চ প্রকার ।।

পুথির শেষাংশ—

গুরু য়াজ্ঞা বল করি সাধুর সঙ্গতি ।
সাধু সঙ্গ হন্যে পায় গুরু বস্তু ভক্তি ।।
গুরুয়াজ্ঞা সঙ্গে সাধু সঙ্গ নাঞি করে ।
কভু নাঞি পায় সেই ব্রজেন্দ্র কুমারে ।।
অনুগত ধনু জ্ঞান কোটীকল্পসাধে ।
ব্রজগমন নাঞি হয় ভক্তির বিরোধে ।।
গুরু য়াজ্ঞা বড় করে করে সাধু সঙ্গ ।
তবে উপজয়ে তার প্রেমের তরঙ্গ ।।
সাধুসঙ্গ করে যার হয় ছোটমতি ।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ব্রজে হয় স্থিতি ।।
শ্রীগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব করিঞা বিশ্বাস ।
আশ্রয় নির্ন্নয় কিছু কহে কৃষ্ণদাস ।।
ইতি য়াশ্রয় নির্ন্নয় সংপুর্ন্ন ।।

৯৭ । মথুরাবিরহ (উদ্ধব সংবাদ)

কবি—যুগলকিশোর প্রসাদ ।
পুথি—সম্পূর্ণ ।
পত্রসংখ্যা—১-২০,
প্রতি পৃষ্ঠা—৯, ১০ পঙক্তিতে লেখা, কিন্তু ১২ ও ১৩ পৃষ্ঠা ১১ পঙক্তিতে লেখা ।
পুথির মধ্যে দু রকমের হাতের লেখা পাওয়া যায় ।
লিপিকর—শ্রীদিবাকর নায়েক ।
সাং—ডিসডিহা ।
তুলট কাগজ । মাপ—৩২·৫ × ১১·৩ সেঃ মিঃ ।

পুথির আরম্ভে পুথির নাম আছে 'উদ্ধবসংবাদ' কিন্তু পুথির শেষাংশে লেখা আছে—

"মোথুরা বিরহ হইল সার" ।

শ্রীশ্রীহরি ॥ অথ উদ্ধবসংবাদ কথা ॥

হোরি পদে নোতি কোরি হোইয়া বিদায় ।
সুভক্ষণে উদ্ধব গোকুলে পুরে জায় ॥

* * *

নানা সুমঙ্গল যাত্রা দেখিয়া শুনিয়া ॥
বৃন্দাবনে উদ্ধব প্রবেস কৈনু্য গিয়া ॥
তাণ্ডির কাননেতে অক্ষয় বট তোরু ।
সিদ্ধি বম্নোরক্ত ফলে সোভা করে চারু ॥
তার তলে দেখি কত গোপ শিশুগণ ।
সুবেস সুন্দর অঙ্গে রতন ভূসন ॥
হরিকৃষ্ণ বোলিয়া কান্দে সভে সোকাতরে ।
তা সভে প্রবেসিলা ব্রজপুরে ।
নন্দের অঙ্গনে দেখে রতনে রোচিত ।
মনি ও মানিক মুক্তা রতনে খোচিত ।

* * *

দুয়ারে রাখিয়া রথ হরসিত মনে ।
প্রবেস করিলা গিয়া নন্দের অঙ্গনে ।
জসোদা রোহিনি আসি পুছিলা কুশল ।
আসন দিলেন আর মোধুপক্য জল ।
কোথা নন্দ বলরাম কোথা বা মাধব ।
সুমঙ্গল মোহে কোরি বলহ উদ্ধব ।

* * *

বিন্দাবনে আবার কি গোবিন্দ আসিব ।
পুন্নচন্দ মুখ তার আর কি হেরিব ।
কৃষ্ণসনে রাসকেলি আরকি কোরিব ।
জমুনার জলে কৃষ্ণ সঙ্গে বিহারিব ।
নন্দের নন্দন অঙ্গে দিবাকি চন্দন ।
এতবলি সোকাকুলে করেন ক্রন্দন ।
শ্রীমতির বানি শুনি কন কৃষ্ণসখা ।
উদ্ধব আমার নাম শুন গো রাধিকা ।
কৃষ্ণ পারিসদ আম্নি নিবেদি সাক্ষাতে ।
কৃষ্ণ পাঠাইলা তোমাত্ম মঙ্গল জানাতে ।

পুঁথির প্রথম ভণিতা—

জন্ম খণ্ড মত জগদ্রাম যুত গায়।
জুগল কিশোর প্রসাদেরে রাখে পায়।

পুঁথির শেষাংশ—

কহসখি সব মঙ্গলকথা।
মাধব মঙ্গলে আছ এ তোথা।
তোমা সভে দেখি কমল আখি।
কি কথা কহিল কহনা সখি॥
এক কথা সখি কহি এ সার।
বৃন্দাবনে বধু……আর॥
মরিরে পরাণ থাকিতে হরি।
আর কি হেরিব নআন ভরি॥
এ বলিও বার নআনে কান্দে।
স্যামের বিরহো ইআলা বান্দে॥
দুতি কহে হেন স্যামের প্রেমের তোলনা নাই।

*   *   *

তোর বিরহে কৃষ্ণ উদাসিন।
রসরাজ মুখ হোইল মোলিন।
সে রাজসম্পদ কিছু না তায়।
ঘন ২ বিন্দাবনেতে চায়।
রাই কাছে জাব রজনি জোগে।
এ বোলি বিদায় কোল্য মো দিগে।

*   *   *

সামের তোমার এ দুই নেহা।
এ কুই পরাণ এ কুই দেহা।
দুতি মুখে স্যাম সংবাদ সুনি।
কৃষ্ণ আগমনে হরস ধনি।
সোখি সহ রাধা আনন্দে তোর।
ব্রজবাসি মুখে না পায় তর।
দুতিরে পাঠাইয়া রোসিক হোরি।
নিশিতে বজেতে আমি মুরারি।

নানা রসকেলি সপনে কোরি।
রাধারে সন্তোস কোরি মুরারি।
সখাসখি আর গোপিনি গণ।
সভার সন্তোস কোরিয়া মন।।
জসোদা মাএর তসিয়া মন।
মোথুরাকে পুন কৈল্যা গমন।
জগত তনয় প্রসাদে গায়।
মোথুরাবিরহ হইল সায়।

৯৮। বৈষ্ণবতত্ত্ব (রাধাকৃষ্ণ প্রেম ও সাধনকথা)

[পুঁথির কোনো নাম নেই। বিষয় অনুসারে নাম করা হল।]

কবি—নরোত্তমদাস।

পুঁথি—আদ্যন্ত খণ্ডিত :

পত্রসংখ্যা—২-১৩,

প্রতি পৃষ্ঠা—৬ পঙক্তিতে লেখা।

লিপিকাল ও লিপিকরের নাম নেই।

তুলট কাগজ। মাপ—২৪.২ × ৮.৫ সেঃ মিঃ।

২য় পত্রের প্রথমাংশ—

* * * বিনাস জাতে
বেদে গায় জাহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধমজনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দআ দেহমোরে পদ কায়া
এবে জস···ত্রিভুবন ॥
বৈষ্ণবচরণ রেণু ভুসন করিআ তনু
জাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন সাধুসঙ্গ অনুক্ষণ
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ॥

* * *

প্রেমভক্তি রিতি জত নিজ গন্থে বেকত
লেখিআছেন দুই মহসয় ।
জাহার স্মরণ হৈতে পরমানন্দ হয় চিত্তি
যুগল মধুর রসাশ্রয় ॥

* * *

পুথির প্রথম ভণিতা—

সাধু সাস্ত্র গুরু বাক্য চিত্তেতে করিঞা ঐক্য
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে ।
কর্ম্ম জ্ঞানি ভক্তিহিন ইহাকে করি য়াভিন
নরোত্তম এই তত্ত্বগাজে ॥

পুথির মধ্যে আছে—

রাধাকৃষ্ণ দুই প্রেম শতবান জেন হেম
জাহার হিল্লোল নএ রস সিন্ধু ।
চকোর নয়ন প্রেম কাম রতি করে ধ্যান
পিরেতি যুখের দুহু বন্ধু ॥

খণ্ডিত পুথির শেষ পত্রে আছে—

কৃষ্ণনামগানে ভাই রাধিকা চরণ পাই
রাধানাম দানে কৃষ্ণচন্দ্র ।
সংক্ষেপে কহিল কথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
দুঃখময় অন্য কথা বন্দ ॥
অহঙ্কার অভিমান অসত সঙ্গ অসত জ্ঞান
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম ।
কর আত্ম নিবেদন দেহ গেহ পরিজন
গুরুবাক্য পরম মহত্ত ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব রতিমতি তারে সেব
প্রেম কলপতরু দাতা।
ব্রজরাজনন্দন রাধিকার হৃদয়ধন
অপরূপ এইসব কথা ॥
নবদ্বীপে অবতরি রাধাভাব অঙ্গ করি
তাঁরকান্তি অঙ্গের ভূসন।
তিন বাঞ্ছা অভীনাসি শচীগর্ভে অভিনাসি
সঙ্গে সব পারিস……

৯৯। একাত্ম পদাবলী

কবি—গোবিন্দদাস।
পুঁথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-১৯,
প্রতি পৃষ্ঠা—৬,৭, পঙক্তিতে লেখা।
লিপিকর—শ্রীবিনয় পদ।
লিপিকালের উল্লেখ নেই।
তুলট কাগজ। মাপ—২৪·৫ × ৯ সেঃ মিঃ।

[পুঁথিটির প্রথম পত্রের কাগজ, কালি ও অক্ষর ছাঁদ অন্যান্য পত্রের মতো নয়। কিন্তু বিষয় ঠিক আছে। মনে হয় পুঁথির প্রথম পত্রটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বা হারিয়ে গিয়েছিল। পরে নকল করে এই পুঁথির সঙ্গে রাখা হয়েছে।]

পুঁথির প্রথমাংশ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ পদাবলী॥
নিসি রবেশে জাগী সব সখিগণ
বীন্দাদেবী মুখচাই।
রতি রসে রবস সুতি রহু দুহু জন
তুরি তহি দেহ জাগাই॥

পুথির প্রথম ভণিতা—

বৃন্দাদেবি মুখ সকল পক্ষিগণ
জনেজন মধুর মধুর ২ করুণ ভাষ।
মন্দির নিকটে বারি লই ধাড়ই
হেরইতে গোবিন্দদাস॥

পুথির মধ্যে আছে—

সময় জানি সখি মিলন জাই।
আনন্দে মগন দুহু মুখ চাই॥
দুহুজন সেবন সখিন কেলি।
চৌদিসি চন্দে হেরি বহু মেলি॥

*   *   *

সগুন সবদ ঘন জয় ২ করে
সুন্দর বদন কবরি কুচে ভার॥
হেরি মদন কত পরাভব পায়।
গোবিন্দ দাস বহু গুণ গায়॥

পুথির শেষাংশ—

সুবাসিত নিরবারি ভার সহচরি
রাখত দুহু তনুপাম।
মন্দির নিকটে পদতলে সুতল
সহসরি গোবিন্দ দাস॥
ইতি একান্ন পদাবলী সমাপ্ত॥

১০০।' মঙ্গলচণ্ডিকা (চণ্ডীমঙ্গল)

রচয়িতা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দ।
পুথি—সম্পূর্ণ।
পত্রসংখ্যা—১-৩৩১,

প্রতি পৃষ্ঠা—১০, ১১, ১২ পঙক্তিতে লেখা কিন্তু শেষ পৃষ্ঠাটি ১৩ পঙক্তিতে লেখা। লিপিকরের নাম নেই।

লিপিকাল—১২৩৭ সাল, তারিখ—২৯ আষাঢ়।

তুলট কাগজ। মাপ—৩৭ × ১৩ সেঃ মিঃ।

পুথির আরম্ভ—

শ্রীশ্রীদুর্গাসিবঃ॥ অথ মঙ্গল চাণ্ডকা লিক্ষতে॥

গণেশবন্দনা॥

বেদান্ত দরসনে ব্রহ্মা জারে বাখানে

আনে বলে পুরুস প্রধান।

বিশ্বের পরম গতি হেতু অন্তে রায় পতি

তারে মোর লক্ষ্য প্রণাম॥

প্রথম ভণিতা পাওয়া যায় রামবন্দনা অংশে—

যে জন ভজয়ে রাম সর্গে তার হয় ধাম

তারে প্রভু হয় কৃপাবান।

রঘুনাথ পদযুগে মর্ত্ত মধুকর লোভে

শ্রীকবিকঙ্কন রসগান॥

পুথির শেষে আছে—

ক্ষেম গো অভয়া দাসে কর দয়া

গচ্ছ ২ নিজধাম।

দোস কর ক্ষেমা আমি সমসমা

সত গুণে ক্ষেম কাম॥

দিন নিসি আট তাকা গিত নাট

ভালমন্দ হৈল জেবা।

দোস নাই লবে গুণ আদরিবে

করি দণ্ডবত সেবা॥

তুমা কৃপা কৈলে আঙ্গা মরে দিলে

গীন হইল লিক্ষাণ।

কাব্য নবরসে বারাইব জসে

তোমার চরণে স্থান॥

পাইয়া ইঙ্গীতে বচীল সঙ্গিত
আত্মা কইলাম সমপ্যন ।
দোস গুন ভারি তুমি মাহেশ্বরি
এই মোর নিবেদন ॥
পষু মিগ বধে তোমাকে আরাধে
জে জনা না জানে দুই ।
জেবা তোমা ভজে বিপাকে না মজে
কৃপাকর কৃপামই ॥
জনমে ২ তোমার চরণে
মজুক আমার চিত ।
কণ্ঠে দেহ স্বর মাগি এই বর
জেন গাই তব গিত ॥
ষুনে জেই জনে জেই ইচ্ছা মনে
তার পূর্ণ্য কর আস ।
নাএ কেরে স্বাত লক্ষ্মি রূপে স্বীতি
অন্তে নিবে নিজ পাস ॥
গাএনে বাএনে নাএকে স্বন্দনে
কৃপাকর মহামায়া ।
শ্রীকবিকঙ্কনে রখিবেচরণে
দোস ক্ষেম হর জায়া ॥
রাজা রঘুনাথ গুনে অবতার
রসিক মাঝে ষুজন ।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
অম্বিকামঙ্গলে গান ॥

ইতি চণ্ডিকামঙ্গল সম্পূর্ণ হইল ॥

পরিশিষ্ট

সম্পূর্ণ পুথির তালিকা

অসম্পূর্ণ পুথির তালিকা

সালযুক্ত পুথির তালিকা

পুথির লিপিকর

অনন্ত নন্দী
অনন্ত নন্দী সরকার
কার্ত্তিক সখা
কার্ত্তিকচন্দ্র মাল
কালিপ্রসাদ মজুমদার
কাশীনাথ নন্দী সরকার
গঙ্গাধর ঘোষাল
গঙ্গা হরি দেবসখা
গঙ্গা হরি সরকার
গুরুপ্রসাদ দত্ত
গুরুদাস দত্ত
ঘনশ্যাম দাস
চৈতন্যবরণ দেবশর্ম্মা
চন্দ্রমোহন সিংহ
জয়কৃষ্ণ দাস
তিলকরাম দাস দে
দিবাকর নায়েক
ধনঞ্জয় সিংহ
ধনঞ্জয় মোদক
পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়
পঞ্চানন দাস রায়
বংশীধর দাস সরকার
বিনয় পাল
বিশ্বনাথ
বিশ্বনাথ সিংহ
বিষ্ণুনারায়ণ কোখা
বিষ্ণুশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

ভোলানাথ দাস
মদনগোপাল দাস
মধুসূদন চট্টরাজ
মাধব পাল
মুকুন্দলাল চট্টরাজ
রাঘবেন্দ্র দাস
রাজচন্দ্র মিস্তারি
রাজিবলোচন ঘোষ
শ্রীরাধাচরণ
রাধালাল চট্টরাজ
রাধিকাপ্রসাদ চট্টরাজ
রামগোপাল চট্টরাজ
রামলোচন ঘোষ
রামলোচন দাস ঘোষ
রামসুন্দর সরকার
রামানন্দ পালিত
রামেশ্বর সামন্ত
লক্ষ্মী নারায়ণ সিংহ
লুইধর দেবশর্ম্মা
লুইধর রায়
শিবু চন্দ্র দত্ত
শ্রীধর চন্দ্র নন্দী সরকার
শ্রীধরচন্দ্র সরকার
শ্রীনিবাস দাস
সনাতন সিংহ
হরিদাস বৈরাগী
হরেকৃষ্ণ দাস নন্দী

পাঠক

অক্ষয়চন্দ্র কোথা
ঈশ্বরচন্দ্র বারিক
কানাই সিংহ
কুঞ্জবিহারী নন্দী
গুনরাম লোহ
গৌরমোহন দাস দত্ত
চিনিবাস দে
চিনিবাস বণিক
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
দ্বারকা নাথ
নন্দকুমার বণিক সদাগর
নারায়ণদাস কর্ম্মকার
পরেশনাথ দাস
বনমালী মিশির
বিজয়রাম মাল
বিষ্ণুপদ পাঠক
বৈদ্যনাথ গোপ
মধুসূদন চট্টরাজ
মাধব কর্ম্মকার
রাজিবলোচন দাস
রাধামাধবদাস দত্ত
রামসদয় পাল কুমার
হরেকৃষ্ণ দাস নন্দী
শ্রীচরণ ঘোষ

লিপিকরের গ্রাম-নাম

আহেরি পাড়া
উপরডিহি
কুটী দেস্থড়্যা
ক্ষুদ্রপান
খণ্ডঘোষ
খিলকানালি
গোঘাট
ছাতনা
জামিরা
জাহানাবাদ
ঝরিয়া
ডিস্‌ডিহা
তাঁতি পাড়া
থাকদুয়ারি
দণ্ডহি
দারাপুর
দেওয়ানবাজার
পড়া আইতি
পড়া আহরি
পশ্চিমপাড়া
পাঠকপাড়া
পাথোয়াতোড়ি
পাহাড়পুর
পুরন্দরপুর
পুরন্দরবাম
বান্দারাবাদী
বিষ্ণুপুর
নিজ শহর বিষ্ণুপুর
বিষ্ণুপুর চৌকী
বীরসিংহপুর
বেলকুণ্ডি
বেলডাঙ্গরা
মকরন্দপুর
মল্লভূম
মাঝিয়াগ্রাম
মানকানালি
রাজগ্রাম
রায়বান্দ্রা
লাখড়িড
শ্যামনগর
সাকারি
সাত বেড্ডা
সামন্তভৌম
হজরথপুর
হাতিয়া
হাতিয়া গ্রাম
হালসা
হেত্যা